ইউনিয়ন বোর্ড আইন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল্,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩৩৬।

মূল্য এক-টাকা।

ইউনিয়ন বোর্ড আইন।

অর্থাৎ

বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক
১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন।

(সম্পূর্ণ নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় টীকা ও ব্যাখ্যা, এবং দণ্ডবিধি
আইন, পুলিশ আইন, খেয়াঘাটবিষয়ক আইন ও অন্যান্য
আইনের প্রয়োজনীয় ধারাগুলি টীকা
ও নজীর সম্বলিত)

প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, দণ্ডবিধি আইন, হিন্দু আইন
মুসলমান আইন, আইন ও আদালত প্রভৃতি বহু আইনগ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩৬

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র,

~~২১ নং হজুরীমল লেন~~,

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। গ্রন্থকারের নিকট,

~~২১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা~~।

২। ইষ্টার্ণ ল হাউস,

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। হিতবাদী পুস্তক বিভাগ,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্,

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৬। রামকৃষ্ণ পাবলিশিং ওয়ার্কস্,

১৫ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরাম প্রেস,

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

ইউনিয়ন বোর্ড আইন—

নিয়মাবলী—



ইউনিয়ন বোর্ড আইন।

—:*:—

বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন।

(Bengal Village Self-Government Act, 1919.)

—:*:—

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন বিস্তারকরণার্থ আইন।

যেহেতু বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামসমূহে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী বিস্তার করা বিহিত; এবং যেহেতু এই আইন বিধিবদ্ধকরণে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিষয়ক ১৯১৫ সালের আইনের ৭৯ ধারার (২) ও (৩) প্রকরণ অনুসারে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা হইল :—

প্রথম ভাগ।

—:*:—

প্রথম অধ্যায়।

অনুক্রমণিকা।

সংক্ষিপ্ত নাম, স্থানীয় ব্যাপ্তি ও আরম্ভ।

১। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনবিষয়ক ১৯১৯ সালের আইন" নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) কলিকাতা সহর ব্যতীত, এবং বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের বিধান অনুসারে যে সকল স্থানকে মিউনিসিপালিটী করা হইয়াছে বা অতঃপর করা হইবে, সেই সকল স্থান ব্যতীত, ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে.

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া যে যে জেলা বা জেলার অংশ ও যে যে তারিখ নির্দ্ধারিত করিবেন, সেই সেই জেলায় বা জেলার অংশে ও সেই সেই তারিখে ইহা প্রচলিত হইবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া, কোন জেলা বা জেলার অংশ হইতে এই আইন উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—"কলিকাতা সহর" বলিতে, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৯৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৬৩৭ ধারামতে বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান বাদ দেওয়া বা সামিল করিয়া লওয়া হয় তাহার অধীনে, এবং কলিকাতার উন্নতিসাধনার্থ ১৯১১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৪৭ ধারার বিধান সমূহের অধীনে, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৯৯ সালের আইনের ১ তফসীলের বর্ণিত স্থান বুঝাইবে।

কিন্তু, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের মঞ্জুরী না লইয়া এই আইন কোন সেনানিবাসে (ক্যাণ্টনমেণ্ট) প্রচলিত হইবে না।

কোন কোন আইন রহিত করণ ও সংশোধন, এবং কোন কোন বিধান সংরক্ষণ।

২। (১) যখন ৫ ধারা অনুসারে কোন অঞ্চলকে একটী ইউনিয়ন বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তখন ঐ ইউনিয়নের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন কিংবা নিয়োগের তারিখ হইতে, প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি, ঐ তফসীলের চতুর্থ ঘরে যে পরিমাণ ও যে প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত ও সেই প্রণালীতে রহিত কিংবা সংশোধিত করা হইবে।

কিন্তু, এই আইনমতে কোন নূতন আসেসমেণ্ট (কর নির্দ্ধারণ) না হওয়া পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের এবং গ্রাম্য-চৌকিদারীবিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের বিধান অনুসারে ঐরূপ কোন অঞ্চলে যে আসেসমেণ্ট, রেট, কিংবা টেক্স প্রচলিত আছে, তাহা চলিতে থাকিবে, এবং ঐ রেট কিংবা টেক্স বাবদ পাওনা সমস্ত টাকা এই আইনের বিধান অনুসারে আদায় করা হইবে, ও ইউনিয়নের তহবিলে জমা হইবে, এবং ইউনিয়ন বোর্ড ঐ টাকা খরচ করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত (১) প্রকরণের উল্লিখিত আইনগুলি রহিত হওয়ার দরুণ কোন পঞ্চায়েত কিংবা ইউনিয়ন কমিটি উঠিয়া গেলে ঐ পঞ্চায়েত কিংবা ইউনিয়ন কমিটির সমস্ত সম্পত্তি, তহবিল, ও পাওনা টাকা, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট যে ইউনিয়ন বোর্ড বা বোর্ডসমূহে যেরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া স্থির করিবেন সেই বোর্ড বা বোর্ডসমূহে সেইরূপ ভাগে অর্পিত হইবে; এবং এ সম্বন্ধে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

টীকা। কোন স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইলে পর, সেই স্থানে পূর্ব্বে যিনি প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সমস্ত কাগজপত্র, রেজিষ্টারি বহি, হিসাব পত্র (যথা, চলিত বৎসরের আসেসমেণ্টের তালিকা, চলিত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, করদাতাগণের তালিকা, এবং কাহার নিকট হইতে কত পাওনা আছে, এই সকল হিসাব) এবং উদ্বৃত্ত টাকা বুঝাইয়া দিবেন; এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঐ সকল হিসাব পত্রাদি বুঝিয়া পাইয়া রসিদ দিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইলে পর, চৌকিদারী চাকরাণ জমির খাজনা ইউনিয়ন বোর্ডে দিতে হইবে।

৩। উপরোক্ত ১ ধারার (৩) প্রকরণমতে, এই আইনের বিধানগুলি কোন জেলা কিংবা জেলার অংশ হইতে উঠাইয়া লওয়া হইলে, উঠাইয়া লওয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি, ঐ জেলা বা জেলার অংশে পুনরায় প্রচলিত হইবে।

আইন উঠাইয়া লওয়া হইলে কোন্ কোন্ আইনের উপর কি ফল হইবে।

কিন্তু, গ্রাম্য-চৌকিদারীবিষয়ক ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের বিধান অনুসারে কোন নূতন আসেস্‌মেণ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, এই আইনের ৩৭ ধারা অনুসারে রেট বসাইবার জন্য সমস্ত আসেস্‌মেণ্ট চলিতে থাকিবে; এবং ঐ জেলা কিংবা জেলার অংশে কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সম্পত্তি, তহবিল, ও অন্যান্য পাওনা টাকা, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট যেরূপ নির্ণয় করিয়া দিবেন, সেইরূপ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েৎ, কিম্বা ব্যক্তিদের প্রতি, ও সেইরূপ প্রণালীতে, ন্যস্ত হইবে। এ সম্বন্ধে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৪। এই আইনে, বিষয়ে বা পূর্ব্বাপর কথাতে বিরুদ্ধভাবের কিছু না থাকিলে,—

অর্থনির্দ্দেশ।

(১) "বিল্ডিং" বলিতে কুঁড়ে ঘর ও চালাও বুঝাইবে;

(২) "সার্কল আফিসার" বলিতে যে ব্যক্তিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতে কোন সার্কল অফিসারের ক্ষমতা পরিচালন ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(৩) "দফাদার" বলিতে প্রধান চৌকিদার বুঝাইবে;

(৪) "জেলা-বোর্ড" বলিতে বঙ্গদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনমতে স্থাপিত কোন জেলা-বোর্ড বুঝাইবে;

(৫) "জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট" বলিতে কোন অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটও বুঝাইবে।

(৬) "লোকাল বোর্ড" বলিতে এই আইনের দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনানুসারে স্থাপিত কোন লোকাল বোর্ড বুঝাইবে ;

(৭) "বিজ্ঞাপন" বলিতে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন বুঝাইবে ;

(৮) "রাস্তা" বলিতে যাহার উপর দিয়া সাধারণের চলিবার অধিকার আছে, দুই মুখ খোলা হউক বা নাই হউক এমন যে কোন রাস্তা, ষ্ট্রীট কিংবা পথ বুঝাইবে ;

টীকা। দুই ধানের ক্ষেতের মাঝখানে যে আল আছে তাহাও রাস্তা 'বলিয়া গণ্য হইবে (১৭ কলি: ৬৫৪)।

(৯) "সবডিভিশনাল অফিসার" বলিতে কোন জেলার কোন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বুঝাইবে ;

(১০) "বৎসর" বলিতে ১লা এপ্রিল তারিখে, বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য অতঃপর অন্য যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে, যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে।

মন্তব্য।—১৯২১ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে ৩৩২৩ এল. এস-জি নং বিজ্ঞাপন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ইউনিয়ন বোর্ডের বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইবে।

(১১) "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ," "ধর্ত্তব্য অপরাধ," "নালিশ," "অপরাধ," "পুলিশ-থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী" এবং "পুলিশ-থানা" এই কথাগুলির অর্থ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১৮৯৮ সালের ৫ আইন) ৪ ধারায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে সেইরূপ হইবে ; এবং "ডিক্রী" "আইনমত স্থলাভিষিক্ত" ও "অস্থাবর সম্পত্তি" এই কথাগুলির অর্থ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের (১৯০৮ সালের ৫ আইন) ২ ধারায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে সেইরূপ হইবে।

টীকা :—

"জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" :— ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের দ্বিতীয় তফশীলের লিখিতমতে, কিংবা বর্ত্তমান সময়ে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে, যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, তাহা জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। নিম্নলিখিত অপরাধগুলি জামিনযোগ্য নহে, যথা—রাজবিদ্রোহ, রাজবিদ্বেষ, কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মুদ্রা জাল করা, নরহত্যা, আত্মহত্যার সহায়তা, সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা গুরুতর আঘাত করা, বধকরণার্থ মনুষ্য চুরি বা হরণ, বলাৎকার, চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘরে আগুন লাগান, চুরি-ডাকাতি করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ, সিঁদ দিয়া গৃহে প্রবেশকরণ, আদালতের নথিপত্র জালকরা, উইল জালকরা, নোট জাল করা, ইত্যাদি।

"ধর্ত্তব্য অপরাধ" :— ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের দ্বিতীয় তফশীল অনুসারে কিংবা বর্ত্তমান সময়ে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে, পুলিশের কর্ম্মচারী রাজধানী নগরের (কলিকাতার) ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, যে অপরাধের নিমিত্ত বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে পারে তাহাকে ধর্ত্তব্য অপরাধ বলে।

"নালিস" :— কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে তাহার বিচার করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক কি লিখিত বর্ণনা করা গেলে, তাহাকে 'নালিস' বুঝাইবে। কিন্তু কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর রিপোর্ট 'নালিস' বলিয়া গণ্য হইবে না।

"অপরাধ" :— বর্ত্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে যে কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডযোগ্য হয় তাহাই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এবং যে কার্য্য সম্বন্ধে গবাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক [Cattle Trespass Act] ১৮৭১ সালের ১ আইনের ২০ ধারা অনুসারে নালিস করা যাইতে পারে, সেই কার্য্যও 'অপরাধ' শব্দে বুঝাইবে। যথা, উক্ত আইনের ২০ ধারা অনুসারে গোমেষাদি আটক করিয়া রাখা 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইবে —বুধন বঃ ঈশ্বর, ৩৪ কলিঃ ১২৬।

"পুলিস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী" ;—পুলিস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থানাঘরে অনুপস্থিত থাকিলে কিংবা পীড়া বা অন্য কারণবশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে, ঐ কর্ম্মচারীর ঠিক পরবর্ত্তী নিম্নপদের যে পুলিস কর্ম্মচারী (কনষ্টেবলের উর্দ্ধতনপদস্থ) থানাঘরে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকেও 'পুলিসথানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী' শব্দে বুঝাইবে ; কিংবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে অন্য যে পুলিস কর্ম্মচারী থানাঘরে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"পুলিস-থানা" :—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানকে পুলিস থানা বলিয়া সাধারণমতে বা বিশেষমতে ব্যক্ত করেন, 'পুলিস থানা' অর্থে সেই স্থান বুঝাইবে ; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কোন স্থানীয় চক্র (area) নির্দ্দেশ করেন, তাহাও বুঝাইবে।

"ডিক্রী" :—যে মীমাংসাদ্বারা মোকদ্দমার সকল বা কোন একটি বিবাদীয় বিষয়সম্বন্ধে আদালত কর্ত্তৃক পক্ষগণের স্বত্বের নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় হয়, 'ডিক্রী' শব্দে সেই মীমাংসা বুঝায়। একতরফা ডিক্রীও (৮২ ধারা) ইহার অন্তর্গত। কোন আরজী অগ্রাহ্যকরণ ইহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে ; কিন্তু পক্ষগণের ত্রুটিপ্রযুক্ত কোন ডিসমিসের আজ্ঞা (৭৯ ধারা) কিংবা কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে ইউনিয়ন কোর্টের এলাকা নাই বলিয়া উক্ত কোর্ট কর্ত্তৃক ঐ মোকদ্দমা অগ্রাহ্যকরণের আজ্ঞা (৭৮ ধারা) 'ডিক্রী' বলিয়া গণ্য হইবে না।

"আইনমত স্থলাভিষিক্ত" :—'আইনমত স্থলাভিষিক্ত' অর্থে, যে ব্যক্তি আইনমতে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধি থাকেন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে, এবং যে ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহাকে, ও যেস্থলে কোন পক্ষ প্রতিনিধিরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিংবা প্রতিনিধিরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় সেই স্থলে সেই পক্ষের মৃত্যু ঘটিলে যে ব্যক্তিতে ঐ সম্পত্তি বর্ত্তায় তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"অস্থাবর সম্পত্তি" বলিতে উৎপদ্যমান শস্যও বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইউনিয়ন বোর্ড।

কোন অঞ্চলকে ইউনিয়ন বলিয়া ঘোষণা করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা।

৫। কোন জেলায় বা তাহার কোন অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে পর, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, জেলা বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডগুলির অভিমত বিবেচনা করিয়া, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া, সেই জেলা বা তাহার অংশকে যেরূপ উচিত মনে করেন তত খণ্ডে ভাগ করিতে পারিবেন, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া ঐরূপ প্রত্যেক খণ্ডকে এই আইনের প্রয়োজনার্থ "ইউনিয়ন" বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও তাহার গঠন।

৬। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিজ্ঞাপন দিয়া, ৫ ধারামতে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য একটী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করিবেন, এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত করিবেন;

কিন্তু, কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যের সংখ্যা ছয় জনের কম বা নয় জনের অধিক হইবে না।

(২) ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যে সময় ও যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই সময়ের মধ্যে ও সেই প্রণালী অনুসারে সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৩) উক্ত (২) প্রকরণের বিধান সত্ত্বেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিত হুকুমের দ্বারা আদেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অনধিক সভ্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে।

কিন্তু, যে ব্যক্তি ৭ ধারামতে ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যস্বরূপ

নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী নহেন, তাঁহাকে এইরূপে নিযুক্ত করা যাইবে না।

(৪) নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখে কোন ইউনিয়নের নির্ব্বাচকগণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে, অপর এক নির্ব্বাচন দ্বারা কিংবা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়োগের দ্বারা ঐ শূন্যপদ পূরণ করা হইবে ; এবং ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্ব্বাচিত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতা ও সভ্যদিগের যোগ্যতা।

৭। (১) পূর্ণ ২১ বৎসর বয়স্ক এবং ইউনিয়নের অধিবাসী প্রত্যেক পুরুষ—

(৶৹) যিনি, নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে, উক্ত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে স্থিত জমিবাবদ সেস্‌বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে অন্যূন এক টাকা সেস্ দিয়াছেন ; কিংবা

(৵৹) যাঁহার উপর, ঐরূপ নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই আইনানুসারে দেয় ইউনিয়নের রেট স্বরূপ, কিংবা এই আইনানুসারে কোন প্রথম নির্ব্বাচনের স্থলে, চৌকিদারী টেক্সস্বরূপ, অন্যূন একটাকা কর ধার্য্য হইয়াছে, ও যিনি সেই টাকা দিয়াছেন ; কিংবা

(৴৹) যিনি, নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত সেস্, রেট, বা টেক্সস্বরূপ অন্যূন একটাকা দিয়াছে এমন কোন অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্গত,

তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী হইবেন।

কিন্তু, (৴৹) দফামতে, কোন অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত এবং ঐ পরিবারের অন্যান্য যোগ্যব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত মাত্র

একজন ব্যক্তি ঐরূপ কোন নির্ব্বাচনে ঐ পরিবারের পক্ষে ভোট দিতে অধিকারী হইবেন।

(২) যিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যদিগের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী এবং ঐ ইউনিয়নের অধিবাসী, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি সাধারণতঃ যে ইউনিয়নের সীমার মধ্যে বাস করেন তিনি (২) প্রকরণের অর্থমত ঐ ইউনিয়নের "অধিবাসী" বলিয়া গণ্য হইবেন; কোন ব্যক্তি একই সময়ে একের অধিক ইউনিয়নের সীমার মধ্যে অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না।

টীকা। কোন ব্যক্তি যদি বৎসরে কয়েক মাস এক ইউনিয়নের মধ্যে এবং আর কয়েক মাস আর এক ইউনিয়নের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচনের সময় ঐ দুই ইউনিয়নেই সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন, কিন্তু যদি তিনি দুই স্থানেই সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তিনি মাত্র একটী ইউনিয়নের সভ্য হইতে পারিবেন এবং অপর ইউনিয়নের সভ্যপদ ছাড়িয়া দিবেন। কোন্‌টীতে তিনি থাকিবেন এবং কোন্‌টী ছাড়িয়া দিবেন তাহা তিনি নিজে স্থির করিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই যে লেখাপড়াজানা লোক হইবেন, এমন কোন কথা নাই। তবে কতক সভ্য লেখাপড়াজানা লোক হওয়া আবশ্যক।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।

৮। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের একজন প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন; তিনি ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

(২) ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে যে সময় নির্দ্ধারিত হয় সেই সময়ের মধ্যে কোন ইউনিয়ন বোর্ড উহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে, জেলা-বোর্ড ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সভ্যকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট।

৯। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড কোন একজন সভ্যকে সেই বোর্ডের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

টীকা। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা সভ্যগণের ইচ্ছাধীন। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট না থাকিলেও চলে।

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা উহার সভ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তির অযোগ্যতা।

১০। এই আইনে কোন কথা থাকা সত্বেও, যে ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রজা নহেন বা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যের প্রজা নহেন তিনি কোন ইউনিয়ন বোর্ডের কোন নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না বা সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না, এবং এইরূপ ব্যক্তি কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যরূপে মনোনীতও হইবেন না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিজ্ঞাপন দিয়া, যে ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রজা বা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যের প্রজা নহেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে ভোট দিবার বা নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

সভ্যদিগের কার্য্যকাল।

১১। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট যে তারিখে কোন ইউনিয়ন বোর্ডকে যথাযথভাবে গঠিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, ঐ বোর্ডের সভ্যের কার্য্যকাল সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর হইবে। কিন্তু উক্ত তিন বৎসরকাল শেষ হইবার তারিখ হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নূতন নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত সভ্যগণের যে প্রথম অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনের তারিখ পর্য্যন্ত সময়ও ঐ কার্য্যকালের মধ্যে ধরিতে হইবে।

সভ্যদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা।

১২। (১) কোন ইউনিয়ন বোর্ডের যে কোন সভ্য—

(ক) জামিন লইবার অনুপযুক্ত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে ; কিংবা

(খ) কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে, বা কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে বা দেউলিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ; কিংবা

(গ) সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত হইলে ; কিংবা

(ঘ) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ইউনিয়ন বোর্ডের ছয়টি অধিবেশনে ক্রমান্বয়ে অনুপস্থিত হইলে ; কিংবা

(ঙ) তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অন্যায় কার্য্য করার হেতুতে, অথবা অন্য কোন হেয় আচরণের হেতুতে, ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্য যদি সভা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে ;—

জেলা বোর্ড তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে (১) প্রকরণের (ক) কিংবা (গ) দফামতে পদচ্যুত করা হইয়াছে তিনি পুনর্নির্ব্বাচনের কিংবা পুনর্নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন না।

টীকা। কোন সভ্য যদি সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়া থাকেন তবে সেই কারণে তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে দূরীভূত করা যাইবে না। সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইবার পরে তিনি ঐরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাঁহাকে দূরীভূত করা যাইতে পারিবে।

পদ শূন্য হইলে তাহা পূর্ণ করা।

১৩। পদচ্যুতি, পদত্যাগ, বা মৃত্যুহেতু কোন ইউনিয়ন বোর্ডের কোন নির্ব্বাচিত বা নিয়োজিত সভ্যের পদ শূন্য হইলে, ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে নির্দ্ধারিত প্রণালীতে একজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইবেন, এবং যে সভ্যের স্থান তিনি পূরণ

করিতেছেন সেই সভ্য যতদিন সভ্যপদে থাকিতে অধিকারী হইতেন এই নূতন সভ্য ততদিন সভ্যপদে থাকিবেন।

কিন্তু, ইউনিয়ন বোর্ড বা উহার কর্ম্মচারিগণের কোন কার্য্য, সেই কার্য্য করিবার সময় বোর্ডের সভ্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম ছিল বলিয়া অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে না।

টীকা। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যথা, কোন ইউনিয়ন বোর্ডের ৯ জন মেম্বরের মধ্যে ১লা জ্যৈষ্ঠ একজন মেম্বর পদত্যাগ করিলেন, এবং ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আর একজনের মৃত্যু হইল। ৫ই শ্রাবণ তারিখে ঐ দুই মেম্বরের স্থলে নূতন দুই জন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১০ই আষাঢ় তারিখে ইউনিয়ন বোর্ডের একটী সভা হইল। ঐ সময়ে ইউনিয়ন বোর্ডে মাত্র ৭ জন মেম্বর ছিল। কিন্তু তৎকারণে ঐ সভার কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।

প্রেসিডেণ্ট কিংবা ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল।

১৪। কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কিংবা ভাইস-প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল, ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যস্বরূপ তাঁহার কার্য্যকালের যাহা অবশিষ্ট আছে সেই অংশের জন্ম হইবে।

প্রেসিডেণ্ট, ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট বা সভ্যের পদত্যাগ।

১৫। (১) কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট এবং ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট পদত্যাগের ইচ্ছা লিখিয়া জানাইয়া, তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে পদত্যাগ করিতে পারিবেন; এবং চেয়ারম্যান এই পদত্যাগ গ্রাহ্য করিলে পর তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

(২) কোন ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট বা কোন সভ্য ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট তাঁহার পদত্যাগের ইচ্ছা লিখিয়া জানাইয়া, তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে পদত্যাগ করিতে পারিবেন; এবং ইউনিয়ন বোর্ড এই পদত্যাগ গ্রাহ্য করিলে পর, তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্-প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করা।

১৬। (১) জেলা বোর্ড কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে নিম্নলিখিত কারণে পদচ্যুত করিতে পারিবেন—

(৴০) যদি তিনি জামিন লইবার অনুপযুক্ত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন ; কিংবা

(৵০) যদি তিনি কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন, বা কার্য্য করিতে অক্ষম হন, বা দেউলিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হন ; কিংবা

(৶০) যদি তিনি ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অন্যায় আচরণ বা ক্রমাগত অবহেলা করেন, অথবা কোন হেয় আচরণ করেন, এবং তজ্জন্য ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্য সভা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে স্থির করেন।

(২) কোন ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্য সভা করিয়া নিম্নলিখিত কারণে ভাইস্-প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন—

(৴০) যদি তিনি জামিন লইবার অনুপযুক্ত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন ; কিংবা

(৵০) যদি তিনি কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন, বা কার্য্য করিতে অক্ষম হন, বা দেউলিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হন ; কিংবা

(৶০) যদি তিনি ভাইস্-প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অন্যায় আচরণ বা ক্রমাগত অবহেলা করেন, কিংবা কোন হেয় আচরণ করেন।

প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের পদ হঠাৎ শূন্য হইলে তাহা পূর্ণ করা।

১৭। (১) যদি কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পরলোক গমন করেন বা পদচ্যুত হন, তাহা হইলে ঐ ইউনিয়ন বোর্ড, ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে

একটী সভার অধিবেশন করিয়া, স্বীয় সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিবেন।

(২) কোন ইউনিয়ন বোর্ড নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে একজন নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে, জেলা বোর্ড একজন নূতন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবেন।

(৩) যদি কোন ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট পরলোক গমন করেন, বা পদত্যাগ করেন, বা পদচ্যুত হন, তাহা হইলে ঐ ইউ-নিয়ন বোর্ড একটী সভার অধিবেশন করিয়া স্বীয় সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন নূতন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডদিগের সমবায় করণ।

১৮। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড "অমুক স্থানের ইউনিয়ন বোর্ড" এই নামে সমবায়িত সমিতি বলিয়া গণ্য হইবে; উহার উত্তরাধিকার অবিচ্ছেদে চলিবে ও উহার নামের একটী শীল-মোহর থাকিবে; উক্ত নামে উহা নালিশ করিবে ও উহার নামে নালিশ হইবে; এবং উক্ত বোর্ড স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি লাভ করিতে ও অধিকারে রাখিতে, এবং ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, অধিকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে এবং চুক্তি করিতে ও অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে, ক্ষমতাপন্ন হইবে।

কোন ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পথ প্রভৃতি তাহাদিগেরই হইবে।

১৯। কোন ইউনিয়ন বোর্ড আপন তহবিলের টাকায় যে পথ, বিল্ডিং বা অন্য পূর্ত্তকার্য্য নির্ম্মাণ করেন তাহা সেই ইউনিয়ন বোর্ডেই বর্ত্তিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দফাদার এবং চৌকিদার।

দফাদার ও চৌকিদারদিগের নিয়োগ ও পদচ্যুতি।

২০। (১) কোন পদ শূন্য থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে দফাদার বা চৌকিদার মনোনীত করিবেন ; এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা অনুমোদন করিলে ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে দফাদার বা চৌকিদার নিযুক্ত করিবেন।

কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কালের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড কোন ব্যক্তিকে দফাদার বা চৌকিদার মনোনীত করিতে না পারিলে কিংবা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ঐরূপ মনোনয়নে সন্তুষ্ট না হইলে, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাকে দফাদার বা চৌকিদার নিযুক্ত করিবেন।

(২) জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট. কিংবা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরী লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড, যে কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

টীকা। গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন চৌকিদারকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা সাবডিভিসনাল অফিসারের উপর অর্পিত করিবেন, এবং দফাদারকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবেন। (Govt. Letter No. 3590 Pl. Dated 28-10-21.)

দফাদার ও চৌকিদারদিগের সংখ্যা ও বেতন।

২১। (১) কোন ইউনিয়নে কত জন দফাদার ও চৌকিদার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহাদিগকে কত বেতন দিতে হইবে, এবং তাহাদের সাজ-সজ্জা কিরূপ ও কি মূল্যের হইবে তাহা, সময়ে সময়ে, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডের অভিমত আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন।

(২) ইউনিয়ন বোর্ড দফাদার ও চৌকিদারদিগের বেতন এবং

তাহাদের সাজসজ্জার খরচ দিবেন, এবং ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীতে যে সময় ও যে প্রণালী নির্দ্ধারিত হইবে সেই সময়ে ও সেই প্রণালীতে দফাদার ও চৌকিদারগণ তাহাদের বেতন ও সাজসজ্জা পাইবে।

দফাদার ও চৌকিদারদিগকে অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতা।

২২। যদি কোন দফাদার বা চৌকিদার স্বীয় পদে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অন্যায় আচরণ করে, বা কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করে, এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বা ইউনিয়ন বোর্ডের মতে সেই অন্যায় আচরণ বা অবহেলা যদি এরূপ গুরুতর রকমের না হয় যে তাহাকে পদচ্যুত করা দরকার, তাহা হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক মাসের বেতনের অনধিক অর্থদণ্ডে, কিংবা ইউনিয়ন বোর্ড তাহাকে সিকি মাসের বেতনের অনধিক অর্থদণ্ডে, দণ্ডিত করিবেন।

দফাদার ও চৌকিদারদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

২৩। (১) প্রত্যেক চৌকিদার নিম্নলিখিত ক্ষমতাসকল পরিচালন ও নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে :—

(/০) যদি ইউনিয়নের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক, বা আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিংবা দ্বিতীয় তপসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যে থানার এলাকায় ঐ ইউনিয়ন অবস্থিত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এবং ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সেই ঘটনা সে তৎক্ষণাৎ জানাইবে, এবং যে সকল বিবাদ হইতে দাঙ্গা বা গুরুতর হাঙ্গামা হওয়া সম্ভব সেই সমস্ত বিবাদের কথা পুলিশকে ও ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে জানাইয়া রাখিবে।

(৵০) কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ও কোন ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে, সে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে :—

(ক) যে ব্যক্তি কোন ধর্ত্তব্য অপরাধে লিপ্ত আছে, বা ঐরূপে লিপ্ত বলিয়া যাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হইয়াছে বা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে, তাহাকে;

(খ) যে ব্যক্তির নিকট, আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত, গৃহভেদ করিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র (সিঁদকাটি) থাকে, তাহাকে;

(গ) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন (১৮৯৮ সালের ৫ আইন) অনুসারে, কিংবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে, যে ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহাকে;

(ঘ) যে ব্যক্তির অধিকারে এমন কোন জিনিষ পাওয়া যায় যাহা চোরাই মাল বলিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে সন্দেহ করা যাইতে পারে, কিংবা এইরূপ জিনিষ সম্বন্ধে কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গতরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহাকে;

(ঙ) যে ব্যক্তি কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা দেয়, কিংবা যে ব্যক্তি আইনমত হেফাজত হইতে পলাইয়াছে বা পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে;

(চ) সম্রাটের পল্টন বা নৌসেনা হইতে পলাতক বলিয়া, কিংবা সম্রাটের ভারতবর্ষের নৌবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবৈধভাবে সেই কার্য্য হইতে অনুপস্থিত আছে বলিয়া, যে ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায় তাহাকে; এবং

(ছ) যে মুক্ত কয়েদী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬৫ ধারার (৩) প্রকরণ অনুসারে প্রণীত কোন নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাকে।

(১০) সে দ্বিতীয় তফশীলের নির্দ্দিষ্ট অপরাধগুলি যথাসাধ্য নিবারণ

করিবে এবং নিবারণ করিবার জন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে ;

(।০) বেসরকারী লোকেরা আইনসঙ্গতভাবে যে সমস্ত গ্রেপ্তার করিতে পারে সেই সকল গ্রেপ্তারীতে সে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, এবং অবিলম্বে উপরোক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এই সকল গ্রেপ্তারের সংবাদ দিবে ;

(।/০) ইউনিয়নের মধ্যে যে সমস্ত বদমায়েস লোক থাকে সে তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে, এবং সময়ে সময়ে পুলিস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তাহাদের গতিবিধির কথা জানাইবে ;

(৵০) নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদিগের আগমনের কথা সে উক্ত কর্ম্মচারীকে জানাইবে ;

(।৶০) ইউনিয়নের মধ্যে যে সকল জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে সে জানাইবে ;

॥০) জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন পুলিশ কর্ম্মচারী যে কোন স্থানীয় সংবাদ জানিতে চাহেন তাহা সে প্রদান করিবে ;

(॥/০) ইউনিয়নের মধ্যে চৌকি দেওয়া সম্বন্ধে, ও চৌকিদাররূপে তাহার কর্ত্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে, সে ইউনিয়ন বোর্ডের হুকুম তামিল করিবে ;

(॥৵০) ৩০ ধারার (৪) প্রকরণমত কোন অপরাধের কথা, এবং ঐ ইউনিয়নের মধ্যবর্ত্তী কোন রাস্তা বা পয়ঃপ্রণালী অন্যায়রূপে দখল করা কিংবা বন্ধ করার কথা, এবং ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থিত কোন সম্পত্তির কোন ক্ষতির কথা, সে অবিলম্বে ইউনিয়ন বোর্ডকে জানাইবে ;

(॥৶০) যে ব্যক্তি ইউনিয়ন রেট আদায় করে সেই ব্যক্তিকে ঐ আদায় কার্য্যে সে সাহায্য করিবে ;

(৸০) ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে, যে সকল পরোয়ানা নির্দ্ধারিত হয়, ইউনিয়নের অধিবাসী ব্যক্তিগণের উপর সে সেই সকল পরোয়ানা জারী করিবে ; এবং

(৸৵০) এই আইন অনুসারে বা এতদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম অনুসারে, সময়ে সময়ে তাহার উপর আর যে সকল কর্ত্তব্য অর্পিত হয় তাহাও সে সম্পাদন করিবে।

(২) চৌকিদারের উপর (১) প্রকরণমতে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, প্রত্যেক দফাদার সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবে, এবং ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে তাহার উপর যে সকল কর্ত্তব্য ন্যস্ত হয় সেই সকল কর্ত্তব্যও সম্পাদন করিবে।

টীকা। (১) বঙ্গ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬৫ ধারায় এই বিধান আছে যে যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন অপরাধে (যথা, চুরি, অপহরণ, দস্যুতা, ডাকাতি, আত্মসাৎ, প্রবঞ্চনা, গৃহভেদকরণ ইত্যাদি) বা মুদ্রা ও ষ্ট্যাম্প জাল করা অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর, পুনরায় ঐ প্রকার অপরাধ করে, তাহা হইলে আদালত তাহাকে দ্বিতীয়বার দণ্ডিত করিবার সময়ে এই আদেশ করিতে পারেন যে সে জেল হইতে মুক্ত হইবার পর যে কোন স্থানে থাকিবে, সেই কথা বা সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যত্র যাইলে তাহার কথা, ৫ বৎসর ধরিয়া পুলিসকে জানাইবে। এক থানা হইতে অন্য থানার এলাকায় যাইলে সে ৭ দিন পূর্ব্বে জানাইবে; একই থানার মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে ২ দিন পূর্ব্বে জানাইবে।

দফাদার বা চৌকিদার কর্ত্তৃক গ্রেপ্তারের পর কার্য্যপ্রণালী।

২৪। ২৩ ধারামতে কোন দফাদার বা চৌকিদার কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ ধৃত ব্যক্তিকে, যে থানার সীমার মধ্যে ঐ ইউনিয়ন অবস্থিত, সেই থানায় লইয়া যাইবে ;

কিন্তু রাত্রিতে গ্রেপ্তার করা হইলে ধৃত ব্যক্তিকে সে পরদিন প্রাতঃকালে সুবিধামত যত শীঘ্র সম্ভব লইয়া যাইবে।

২৫। এই আইনের ২২ ধারামতে কোন দফাদার বা চৌকিদারের নিকট হইতে যে জরিমানার টাকা আদায় হইবে তাহা জেলার চৌকিদারি পুরস্কার ফণ্ডে জমা দেওয়া হইবে; এই ফণ্ড জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

জেলার চৌকিদারি পুরস্কার ফণ্ডে জরিমানার টাকা জমা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্তব্য।

ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তব্য।

২৬। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড—

(১) (ক) ইউনিয়নের দফাদার ও চৌকিদারদিগের উপর এই আইনমতে যে সকল কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা যথাযথভাবে তাহা সম্পন্ন করাইয়া লইবার জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহা করিবেন, এবং তাহাদের উপর সাধারণভাবে কর্তৃত্ব করিবেন;

(খ) যতদূর সম্ভব, ইউনিয়নের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ময়লা পরিষ্কারের জন্য এবং তথায় সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) ইউনিয়নের মধ্যে মেলা ও প্রদর্শনী বসিলে তথায় স্বাস্থ্যরক্ষার ও ময়লা পরিষ্কারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন;

(ঘ) ইউনিয়নের অন্তর্গত যে সমস্ত নর্দ্দমা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অধীন নহে তৎসম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিবেন;

(ঙ) ইউনিয়নের জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্য, ময়লা-পরিষ্কার, কিংবা জলনিঃসরণের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে যে কার্য্য করা আবশ্যক সেই সকল কার্য্য করিবেন;

(চ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ড যে সকল স্থানীয় সংবাদ চাহেন তাহা দিবেন ; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনার্থ অন্যান্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিবেন ;

(২) গবাদির অনধিকার প্রবেশবিষয়ক ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৩১ ধারামতে বিজ্ঞাপন দ্বারা যে যে কার্য্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতি অর্পিত হয় সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন ;

(৩) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিলে, ইউনিয়ন বোর্ড বঙ্গদেশের জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রারীকরণ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধানানুসারে ইউনিয়নের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্টারী করিবার ব্যবস্থা করিবেন ;

(৪) জারীর জন্য ইউনিয়ন বোর্ড যে সকল পরোয়ানা পাইবেন তাহা ১০১ ধারার নিয়মাবলী অনুসারে দফাদার কিংবা চৌকিদার দ্বারা যথাযথভাবে জারী করাইবেন ; এবং

(৫) অন্যান্য যে সকল সাধারণের হিতকর কার্য্যের দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, এবং এই আইনে যাহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিধান করা হয় নাই, সেই সকল কার্য্যভার লইতে ও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা, ময়লা পরিষ্কার ও জলনিঃসরণ সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা।

২৭। (১) যদি ইউনিয়ন বোর্ড দেখেন যে ইউনিয়নের কিংবা ইউনিয়নের কোন অংশের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা হইলে—

(ক) ইউনিয়ন বোর্ড নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করাইতে পারিবেন, অথবা জেলা বোর্ডের হুকুম অনুসারে অবশ্য করাইবেন :—

(৵০) সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কোন কুঁড়েঘর বা পায়খানা স্থানান্তরিত করা;

(৶০) কোন ব্যক্তির নর্দ্দমা নির্ম্মিত, পরিবর্ত্তিত বা স্থানান্তরিত করা;

(৷৶০) সাধারণের ব্যবহারার্থ কোন নর্দ্দমা নির্ম্মিত, পরিবর্ত্তিত বা স্থানান্তরিত করা;

(।০) কোন পাতকূয়া, জলাশয়, পগার, পুকুর, খাত বা ডোবা, কিংবা নিকাশী জল বা জঞ্জাল বা বদ্ধ জল যে স্থানে থাকে কিংবা উহা জমা করিয়া রাখিবার জন্য যে স্থান ব্যবহৃত হয়, এমন স্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হইলে, কিংবা নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের পীড়াদায়ক হইলে, অথবা অপর কোন বিষয়ে অনিষ্টজনক বলিয়া বোধ হইলে, উহা ভরাট করা, পরিষ্কার কিংবা গভীর করা, অথবা তথা হইতে জল বাহির করাইয়া দেওয়া বা তুলিয়া লওয়া, কিংবা তৎসম্বন্ধে অপর যে কার্য্য আবশ্যক বিবেচনা হয় সেই কার্য্য করা;

(।৵০) ঘন গাছগাছড়া, গুল্ম, কিংবা জঙ্গল থাকার কারণে যে জমি স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর বা নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া অথবা ভালরকম বায়ু চলাচলের বাধা-জনক বলিয়া বোধ হয়, সেই জমি হইতে ঐ গাছগাছড়া, গুল্ম বা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলা;

(।৶০) শ্মশানঘাট এবং গোরস্থান নির্ম্মাণ করা; এবং

(।৷৶০) ইউনিয়নের বা উহার অংশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্য করা;

(খ) ইউনিয়ন বোর্ড লিখিত নোটিশ দিয়া ঐ নোটিশে নির্দ্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কালের মধ্যে—

(/০) কোন কুঁড়ে ঘরের মালিক বা দখলিকারকে কিংবা কোন পায়খানার মালিককে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ঐ কুঁড়ে ঘর বা পায়খানা স্থানান্তরিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন; কিংবা

(৵০) কোন বিল্ডিংয়ের মালিক বা দখলিকারকে সেই বিল্ডিংয়ের জন্য নিজস্ব নর্দ্দমা নির্ম্মাণ করিতে, কিংবা তাঁহার নিজস্ব নর্দ্দমাগুলি পরিবর্ত্তিত, বা স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিতে পারিবেন; কিম্বা

(৶০) উপরোক্ত (ক) (।০) দফায় উল্লিখিত কোন পাতকুয়া, জলাশয়, পগার, পুকুর, খাত, ডোবা বা স্থান যে জমি কিংবা বিল্ডিংয়ের অন্তর্গত থাকে তাহার মালিক বা দখলিকারকে, অথবা উপরোক্ত (ক) (/০) দফায় উল্লিখিত কোন জমির মালিক বা দখলিকারকে, যে কার্য্য করিতে ইউনিয়ন বোর্ডের নিজের ক্ষমতা আছে উক্ত দুই দফার সেইরূপ কোন কার্য্য করিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ কোন নোটিশের আদিষ্ট কোন কার্য্য নোটিশের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্পাদিত না হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড স্বয়ং সেই কার্য্য করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং (১) প্রকরণের (খ) দফায় উল্লিখিত মালিক বা দখলিকারের নিকট হইতে সেই কার্য্যের খরচ বা তাহার কোন অংশ, ৩৭ ধারামতে ধার্য্য রেটের বকেয়া যেরূপ ভাবে আদায় করা যায় সেইরূপভাবে আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) পূর্ব্বোক্ত (১) প্রকরণের (খ) দফামতে জারী করা প্রত্যেক নোটিশের বিরুদ্ধে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল চলিবে; তিনি মালিক এবং দখলিকারকে সাক্ষ্য প্রদান করিবার ও আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে তাহা শুনাইবার যথেষ্ট সুযোগ

দিবার পর, উক্ত নোটিশ রহিত, পরিবর্ত্তিত, কিংবা মঞ্জুর করিয়া হুকুম দিতে পারিবেন। নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ঐ আপীল রুজু করিতে হইবে।

ইউনিয়ন পরিষ্কার করা সম্বন্ধে ক্ষমতা।

২৮। (১) ইউনিয়ন বা ইউনিয়নের কোন অংশ পরিষ্কার করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন।

(২) যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড এরূপ কোন কর্ম্মচারীর দল নিযুক্ত না করেন, সেখানে ইউনিয়ন বোর্ড লিখিত নোটিশ দিয়া ঐ ইউনিয়নের মধ্যস্থ জমির মালিক বা দখলিকারদিগকে নোটিশে লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, সন্তোষজনকরূপে সেই জমি পরিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যে ব্যক্তির উপর (২) প্রকরণ অনুসারে নোটিশ জারী করা হয় সেই ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নোটিশের লিখিত আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করিলে, ইউনিয়ন বোর্ড—

(ক) ঐ জমি পরিষ্কৃত করাইবেন, এবং

(খ) সেই পরিষ্কার করার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের যে পরিমাণ খরচ হয় তাহা সেই ব্যক্তির নিকট হইতে, ৩৭ ধারামতে ধার্য্য রেটের বকেয়া যেরূপভাবে আদায় হয় সেইরূপভাবে আদায় করিবেন।

(৪) উপরোক্ত (২) প্রকরণমতে প্রচারিত প্রত্যেক নোটিশের বিরুদ্ধে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল চলিবে; তিনি মালিক ও দখলিকারকে সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার ও আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে তাহা শুনাইবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়া উক্ত নোটিশ রহিত, পরিবর্ত্তিত, বা মঞ্জুর করিয়া হুকুম দিতে পারিবেন।

উক্ত নোটিশ জারী হইবার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ঐ আপীল রুজু করিতে হইবে।

টীকা। ইউনিয়ন বোর্ড কোন হাট বা বাজারের মালিককে ঐ হাট বা বাজার প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারেন।

বিল্ডিং প্রভৃতির নির্ম্মাণ নিয়মিত করণার্থে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা।

২৯। (১) ১০২ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে—

(ক) ঐ ইউনিয়নের কোন অংশের জন্য লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে, ইউনিয়ন বোর্ড লিখিত হুকুম দ্বারা আদেশ করিতে পারিবেন যে ইউনিয়ন বোর্ড যে লাইন নির্দ্দিষ্ট করেন ও যাহা জমিতে দাগ করিয়া দেওয়া হয় সেই লাইন ছাড়াইয়া কোন বিল্ডিং, দেয়াল, কিংবা চাতাল নির্ম্মাণ বা পুনর্নির্ম্মাণ করা বা বাড়ান যাইবে না; এবং

(খ) উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে, ইউনিয়নের মধ্যে কোন নূতন বা বড় করা বিল্ডিং ও তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী বিল্ডিং এতদুভয়ের মধ্যে, কিংবা কোন নূতন বা বড় করা বিল্ডিং ও কোন রাস্তা এতদুভয়ের মধ্যে, কি পরিমাণ ব্যবধান রাখিতে হইবে, ইউনিয়ন বোর্ড লিখিত হুকুম দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত (১) প্রকরণমতে ইউনিয়ন বোর্ড যে হুকুম দেন তাহা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কোন বিল্ডিং, দেয়াল বা চাতাল নির্ম্মিত হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং সেই ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ করিতে পারিবেন যে—

(৴০) উক্ত (১) প্রকরণের হুকুম লঙ্ঘন করিয়া যে বিল্ডিং প্রভৃতি বা উহার যতদূর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সেই বিল্ডিং দেয়াল বা চাতালের মালিক ভাঙ্গিয়া দিবেন বা ইউনিয়ন বোর্ডের সন্তোষজনকরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন ; কিংবা (৺০) উক্ত (১) প্রকরণের হুকুম লঙ্ঘন করিয়া যে বিল্ডিং প্রভৃতি বা উহার যতদূর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, মালিকের খরচে, ইউনিয়ন বোর্ড নিজে ভাঙ্গিয়া দিবেন, বা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন।

কিন্তু মালিককে প্রমাণ উপস্থিত করিবার ও আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার যাহা বলিবার আছে তাহা শুনাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান না করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ কোন আদেশ করিবেন না।

(৩) যে ব্যক্তিকে (২) প্রকরণের (৺০) দফামতে কোন বিল্ডিং, দেয়াল বা চাতাল ভাঙ্গিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ করা হয়, সেই ব্যক্তি সেই আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করিলে, তিনি, পাকা বিল্ডিং, দেয়াল বা চাতাল হইলে, এক শত টাকা পর্য্যন্ত, এবং অন্য কোন প্রকার বিল্ডিং, দেয়াল, বা চাতাল হইলে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত, অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ; এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার পরে যতদিন তিনি বিল্ডিং, চাতাল বা দেয়াল ভাঙ্গিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করেন, তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য, পাকা বিল্ডিং দেয়াল, বা চাতাল হইলে দশ টাকা পর্য্যন্ত, এবং অপর কোন বিল্ডিং, দেয়াল, বা চাতাল হইলে দুই টাকা পর্য্যন্ত আরও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের উপযুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা।

৩০। (১) কোন ইউনিয়ন বোর্ড, ঐ ইউনিয়ন বা তাহার কোন অংশে সাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনের জন্য, উপযুক্ত ও প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ; এবং

এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিতে পারিবেন, কিংবা জেলা বোর্ড আদেশ করিলে অবশ্য করিবেন ঃ—

(ক) পুষ্করিণী বা কূপ খনন, সংস্কার ও রক্ষণ করা, এবং নদী বা জলপ্রণালী পরিষ্কার করা ;

(খ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীসহ, এবং ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, জল সরবরাহের কলকারখানা প্রস্তুত, মেরামত ও রক্ষণ করা ;

(গ) কোন পুষ্করিণী, কূপ, নদী বা জলপ্রণালী, কিংবা ইউনিয়নের মধ্যে বা বাহিরে জল আনিবার বা লইয়া যাইবার কোন অধিকার, ক্রয় করা অথবা পাট্টা বা দানপত্রক্রমে অর্জন করা ;

(ঘ) মালিকের সম্মতি লইয়া, ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন পুষ্করিণী, কূপ, নদী বা জলপ্রণালী কাজে লাগান, পরিষ্কার করা বা সংস্কার করা, কিংবা তাহা হইতে জল লইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ;

(ঙ) জল সরবরাহের জন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা ; কিংবা

(চ) এই ধারার উদ্দেশ্যসাধনার্থ অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করা।

(২) সাধারণের পান করিবার বা রাঁধিবার জল সরবরাহ করিবার জন্য, ইউনিয়ন বোর্ড উপযুক্ত স্থানে হুকুম প্রচার করতঃ উপরোক্ত (ক) (গ) কিংবা (ঘ) দফার উল্লিখিত পুষ্করিণী, কূপ, নদী বা জলপ্রণালী পৃথক্ (রিজার্ভ) করিয়া রাখিতে পারিবেন। (ঘ) দফার উল্লিখিত পুষ্করিণী প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি মালিক ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মতিক্রমে কোন অধিকার নিজের হাতে রাখেন, তাহা তাঁহার থাকিবে।

(৩) ইউনিয়ন বোর্ড, উপযুক্ত স্থানে হুকুম প্রকাশ করতঃ (২) প্রকরণমতে পানের বা রাঁধিবার জলের জন্য যে পুষ্করিণী, কূপ, নদী

বা জলপ্রণালী পৃথক্ করিয়া রাখা হয় তাহাতে স্নান করা, কাপড় কাচা ও জন্তুদের গা ধোয়ান, কিংবা অপর যে সকল কার্য্য দ্বারা উহার জল দূষিত হইতে পারে, তাহা নিষেধ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি (৩) প্রকরণমতে প্রচারিত কোন হুকুম অমান্য করিলে তাঁহার পাঁচশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

টীকা। কোন ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য কোন খাল কাটিতে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত কর আদায় করিতে পারেন না।

এই ধারার (২) প্রকরণমতে ইউনিয়ন বোর্ড কোন মালিকের পুষ্করিণী এই মর্ম্মে চুক্তি করিয়া লইতে পারিবেন যে ঐ মালিক পুষ্করিণীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরিতে এবং মাঝে মাঝে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারিবেন।

এই ধারার লিখিত কাজগুলি সম্পাদন করিতে যদি ইউনিয়ন বোর্ডের টাকা না কুলায়, তাহা হইলে ইউনিয়ন বোর্ড ৩৭ (খ) ধারামতে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে পারিবেন।

পথ, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা।

৩১। ইউনিয়নের মধ্যস্থিত যে সমস্ত পথ, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিংবা জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে নহে, সেইগুলির উপর ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং সেইগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য যে যে কার্য্য আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন, এবং—

(ক) নূতন পথ পত্তন ও নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন;

(খ) নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন;

(গ) কোন পথ বা সেতু অন্য দিকে ফিরাইতে, বা তাহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিতে, বা একেবারে বন্ধ করিতে পারিবেন;

(ঘ) কোন পথ বা সেতু প্রশস্ত করিতে, খুলিতে, বড় করিতে এবং অন্য প্রকারে উহার উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন;

(ঙ) পয়ঃপ্রণালীগুলি গভীর করিতে বা অন্য প্রকারে উহাদের উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন ; এবং

(চ) ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন পথে বা সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে আলো দিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ঔষধালয় স্থাপন।

৩২। ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ঔষধালয় স্থাপন করিতে পারিবেন, কিংবা যে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ঔষধালয়গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনস্থ কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ঔষধালয়ের সংস্কার, সংরক্ষণ ও পরিচালন করিবেন।

জেলা বোর্ড কিংবা লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে কোন কোন কর্ত্তব্য অর্পণ করা।

৩৩। জেলা বোর্ড কিংবা লোকাল বোর্ড, তাঁহারা যে সকল সর্ত্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন সেই সর্ত্ত মতে, এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মতিক্রমে, যে স্থানের উপর ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব আছে সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনের অথবা কোন কার্য্য বা কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন ; এবং তদনন্তর ঐ ইউনিয়ন বোর্ড ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন অথবা ঐ কার্য্য বা কর্ত্তব্যের সম্পাদনের জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক তৎসমুদয় করিবেন।

কিন্তু, ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনের জন্য এবং ঐ কার্য্য বা কর্ত্তব্যের সম্পাদনের জন্য যে টাকা আবশ্যক, তাহা জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে প্রদত্ত হইবে।

লাইসেন্স বিনা কোন কোন অনিষ্টকর বা বিপজ্জনক ব্যবসা চালান নিষেধ করা।

৩৪। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, ৫ ধারামতে গঠিত কোন ইউনিয়নে এই ধারা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচলিত না করা পর্য্যন্ত, এই ধারা ঐ ইউনিয়নের প্রতি খাটিবে না।

(২) যে ইউনিয়নে এই ধারা ঐরূপে প্রচলিত করা হয়, সেই ইউনিয়নের মধ্যে কোন স্থানে যে ব্যবসা বা কারবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দ্বারা অনিষ্টকর বা বিপজ্জনক বলিয়া ব্যক্ত করেন, সেই ব্যবসা বা কারবার ইউনিয়ন বোর্ডের লাইসেন্স ব্যতীত করা যাইবে না। ঐ লাইসেন্স প্রতি বৎসর নূতন করিয়া লইতে হইবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (২) প্রকরণমত কোন বিজ্ঞাপন অনুসারে, উক্ত লাইসেন্সের জন্য ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ টাকার অনধিক ফী আদায় করিতে, এবং ঐ লাইসেন্স সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত আবশ্যক বিবেচনা হয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমোদনের অধীনে তাহা ধার্য্য করিতে, ইউনিয়ন বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি কোন ইউনিয়নের মধ্যে (২) প্রকরণোক্ত কোন অনিষ্টকর বা বিপজ্জনক ব্যবসা বা কারবারের প্রয়োজনার্থ কোন স্থান লাইসেন্স ব্যতীত ব্যবহার করে, কিংবা যে সর্ত্তের অধীনে ঐ প্রকরণমতে কোন লাইসেন্স প্রদত্ত হয় তাহা পালন না করে, তাহার পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে, এবং অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পর যে দিন সে ঐরূপে অপরাধ করিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত আরও অর্থদণ্ড হইবে।

(৫) উক্ত (২) প্রকরণমতে প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের কোন সর্ত্ত পালন না করার হেতুতে কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড সেই লাইসেন্স কিছুকালের জন্য বন্ধ বা একেবারে রদ করিতে পারিবেন।

(৬) ইউনিয়ন বোর্ড কাহাকেও লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করিলে, বা লাইসেন্স কিছুকালের জন্য বন্ধ করিলে বা একেবারে রদ করিয়া দিলে, তাহার বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করা চলিবে, এবং এ বিষয়ে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৩৫। ইউনিয়ন বোর্ড বা উহার কোন সভ্য বা কর্ম্মচারী বা ভৃত্য, কোন সহকার বা মজুর সঙ্গে লইয়া বা না লইয়া, ২৬ ধারার (১) দফার বা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ বা ৩৪ ধারার উদ্দেশ্য সাধনার্থ, বা তদনুসারে কোন পরিদর্শন বা কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য, কোন বিল্ডিং বা জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্রবেশের ক্ষমতা।

কিন্তু—

(ক) সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে এইরূপে প্রবেশ করা যাইবে না;

(খ) কোন বসতবাটীর অধিবাসী সম্মতি না দিলে, সেই অধিবাসীকে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ না দিয়া কোন বসতবাটীতে এইরূপে প্রবেশ করা যাইবে না; এবং

(গ) যে উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা হইতেছে তাহার প্রয়োজন অনুসারে যতদূর সম্ভব, সেই বাটীর লোকদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের প্রতি সর্ব্বদা উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হইবে।

৩৬। কোন ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ডের সম্মতি লইয়া, এই আইনমতে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি লোকজন নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং উহাদিগকে যে বেতন দিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য লোকজন নিয়োগ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইউনিয়নের তহবিল।

ইউনিয়ন রেট ধার্য্যকরণ।

৩৭। ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যেক বৎসর ইউনিয়নের অন্তর্গত বিল্ডিংসমূহের মালিক বা অধিবাসীদিগের উপর রেট ধার্য্য করিবেন। ঐ রেটের পরিমাণ এইরূপ হইবে :—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে কোন টাকা দিয়া থাকিলে সেই টাকা বাদ দিয়া, ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার ও চৌকিদার-দিগের বেতন ও সাজসজ্জার জন্য এবং কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি লোকজনের বেতনের জন্য যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা; এবং

(খ) এই আইনানুযায়িক অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঐ বোর্ডের খরচের জন্য যে টাকা আবশ্যক বলিয়া আনুমানিক হিসাব করা হয়, তাহা যদি বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্যে আহূত সভার অধিবেশনে ঐ বোর্ডের মোট সভ্যদিগের অন্যূন তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্য কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হইয়া থাকে তাহা হইলে, সেই টাকা;

এবং ইহার উপর, আদায়ের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ এবং বাকীদারদের নিকট হইতে রেট অনাদায়ের জন্য যে ক্ষতি হয় তাহার পূরণার্থ, আরও শতকরা দশ টাকা হিসাবে ধরিতে হইবে।

টীকা। [খ] দফামতে, ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ সভ্য মঞ্জুর করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হইবে, সভায় যে কয়জন উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য মঞ্জুর করিলে সিদ্ধ হইবে না। যথা, যদি ইউনিয়ন বোর্ডে মোট ৯ জন সভ্য থাকে, কিন্তু সভার দিন ৬ জন উপস্থিত হন, তাহা হইলে ঐ ছয়জনই মত দিলে তবে ঐ মঞ্জুর সিদ্ধ হইবে, ৪ জন মঞ্জুর করিলে সিদ্ধ হইবে না।

৩৮। (১) ৩৭ ধারামতে ইউনিয়ন বোর্ড যে রেট ধার্য্য করিবেন তাহা, যাঁহাদের উপর ঐ রেট বসিতে পারে তাঁহাদের অবস্থা ও ইউনিয়নের মধ্যে তাঁহাদের যে সম্পত্তি আছে তাহা বিবেচনা করিয়া ধার্য্য করা হইবে।

কিরূপে আসেস্‌মেণ্ট করা হইবে।

কিন্তু কোন এক বৎসরে কোন ব্যক্তির উপর ৮৪৲ টাকার বেশী রেট ধার্য্য করা হইবে না।

(২) ইউনিয়ন বোর্ডের মতে যে ব্যক্তি এত গরীব যে মাসে দুই পয়সা দিতে অসমর্থ তাহাকে এই আইনের সর্ব্বপ্রকার রেট হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

টীকা। ইউনিয়নের মধ্যে কোন একান্নভুক্ত পরিবারের যদি সম্পত্তি থাকে, এবং ঐ পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়নের এলাকার বাহিরে বাস করেন এবং সেখান হইতে ঐ পরিবারে মাসে মাসে টাকা পাঠান, তাহা হইলে ঐ পরিবারের "সম্পত্তি এবং অবস্থা" বিবেচনা করিবার সময়ে, ঐ টাকাগুলিও ধর্ত্তব্য হইবে কিনা এবং ঐ পরিবারের উপর তদনুসারে রেট ধার্য্য হইবে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। হার্ট সাহেব তাঁহার পুস্তকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ টাকাও ধর্ত্তব্য হইবে, এবং তদনুসারে ঐ পরিবারের দেয় কর ধার্য্য করা হইবে।

৩৭ ধারামতে রেট ধার্য্য করিবার জন্য, ১০১ ধারামতে নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে আসেসমেণ্ট করা হইবে, এবং কোন ব্যক্তির উপর যে রেট ধার্য্য করা হয় তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলে, উক্ত নিয়মাবলীর নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ আসেসমেণ্টের সংশোধনের জন্য, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট মৌখিক বা লিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং ইউনিয়ন বোর্ড ঐ আসেস্‌মেণ্ট সংশোধন করিতে বা বজায় রাখিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক আসেস্‌মেণ্ট ও তাহার সংশোধনের প্রণালী।

৪০। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন সময়ে ৩৭ ধারামতে ধার্য্য ইউনিয়ন রেটের আসেস্‌মেণ্টসম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র চাহিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক অনুসন্ধানের পর উহার সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ হুকুম করিতে পারিবেন।

আসেস্‌মেণ্টের সংশোধন করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

৪১। ১০১ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে রেট দিতে হইবে, এবং এইরূপ কোন টাকা বাকী পড়িলে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কিংবা তাঁহার আদেশক্রমে ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট, তৎকর্ত্তৃক লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত চৌকিদার বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা, বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তির যথোপযুক্ত অংশ ক্রোক ও বিক্রয় করাইয়া তাহার বকেয়া, এবং সেই সঙ্গে দণ্ডস্বরূপ ঐ বকেয়ার অৰ্দ্ধেক পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা, আদায় করাইবেন।

বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা বাকী টাকা আদায় করা হইবে।

৪২। (১) ঐরূপ অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয়কার্য্য ১০১ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে চলিবে।

বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য কোন্ সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারিবে।

(২) হালের গো মহিষাদি এবং ব্যবসা ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ছাড়া অন্য যে সমস্ত দ্রব্য ও অস্থাবর সম্পত্তি কোন বাকীদারের অধিকৃত কোন বিল্ডিং বা জমিতে দেখা যাইবে, তাহা তাহার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং বকেয়া রেট ও ৪১ ধারামতে দেয় দণ্ডের টাকা আদায়ের জন্য তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

(৩) ক্রোকযোগ্য দ্রব্য ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের মধ্যে কোনও দ্রব্য যদি বাকীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি হয়, এবং ঐ ক্রোকের জন্য, কিংবা ঐ ক্রোক নিবারণার্থ বা ঐ ক্রোক অনুসারে কোন বিক্রয় নিবারণার্থ তিনি কোন টাকা দিয়া থাকিলে তজ্জন্য যদি তাঁহার

কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে বাকীদার উক্ত মালিকের ক্ষতিপূরণ করিতে দায়ী থাকিবেন।

ইউনিয়নের সীমার বাহিরে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়।

৪৩। ইউনিয়ন বোর্ড বকেয়া রেট এবং দণ্ড বাবদ টাকা ৪২ ধারামতে আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ডের আবেদন ক্রমে তাঁহার এলাকার অপর কোন অংশে, বাকীদারের কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা জিনিষপত্র ক্রোক ও বিক্রয় করিবার জন্য, কিংবা বঙ্গদেশের মধ্যে অপর কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে বাকীদারের কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন; এবং উক্ত অপর ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ওয়ারেণ্ট-পৃষ্ঠে নিজের নাম স্বাক্ষর করিবেন ও উহা জারী করাইবেন, এবং টাকা আদায় হইলে, যে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন তাঁহার নিকট তাহা প্রেরণ করাইবেন; এবং ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট সেই টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ক্রোক অসিদ্ধ হইবে না।

৪৪। কোন আসেসমেণ্টে, নোটিসে, সমনে, ক্ষমতায়, লিখনে, জিনিসের ফর্দ্দে, বা ক্রোক সংক্রান্ত অপর কার্য্যানুষ্ঠানে কোন ত্রুটি বা রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়ার দরুন কিংবা উহা ঠিকমত ফরমে না হওয়ার দরুণ কোন ক্রোক অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিংবা যে ব্যক্তি ক্রোক করেন তিনি অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, কিংবা ঐ ব্যক্তি পরে কোন রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তজ্জন্য তিনি আরম্ভ হইতে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না; কিন্তু এই রীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের দরুণ যে সকল লোক বিশেষ-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁহারা, ৬২ ধারার বিধানসমূহের অধীনে, উপযুক্ত বিচারাধিকারবিশিষ্ট আদালতে, সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন।

জেলা তহবিল হইতে সাহায্য দান।

৪৫। ইউনিয়ন বোর্ড যাহাতে এই আইনের কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় এইনিমিত্ত জেলা বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, জেলা তহবিল হইতে ইউনিয়ন বোর্ডকে সেইমত সাহায্য করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ সাহায্যদানের সহিত জেলা বোর্ড যেরূপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন সেইরূপ যে কোন সর্ত্ত সংযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু, সকল সময়েই, যে ইউনিয়ন বোর্ড ৩৭ ধারার (খ) দফামতে কোন রেট ধার্য্য করিয়াছেন তাহাকে জেলা বোর্ড উপযুক্ত সাহায্য দিবেন।

টীকা। ইউনিয়ন বোর্ড নূতন স্থাপিত হইবার পর জেলা বোর্ড হইতে সামান্য কিছু টাকা সাহায্য স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে; ইহা প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য দেওয়া হয়। তাহার পর যদি ইউনিয়ন বোর্ড সন্তোষজনক কার্য্য দেখাইতে পারেন তখন কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য (যথা, ভাল পানীয় জল সরবরাহ, চিকিৎসালয় স্থাপন) জেলা বোর্ড অধিক টাকা দিয়া থাকেন।

ইউনিয়ন তহবিল।

৪৬। (১) ৪১ ধারা অনুসারে আদায় করা সমস্ত টাকা, এবং ২২ ধারামতে ধার্য্য করা অর্থদণ্ড ছাড়া এই আইনমতে অর্থদণ্ড, ফী কিংবা খরচা স্বরূপ আদায় করা সমস্ত টাকা, এবং বোর্ডের হাত দিয়া মঞ্জুর করা কোন পরোয়ানা সম্পর্কে ইউনিয়ন বোর্ডকে প্রদত্ত কোন ফী, এবং কোন বেসরকারী ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোন এককালীন দান কিংবা চাঁদা পাওয়া যায় তাহা সমেত, ইউনিয়ন বোর্ডের, ইউনিয়ন বেঞ্চের, কিংবা ইউনিয়ন কোর্টের প্রাপ্য অন্য সমস্ত টাকা "ইউনিয়ন তহবিল" নামে অভিহিত তহবিলে জমা দেওয়া হইবে; ঐ তহবিলের হিসাব ১০১ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে রাখা হইবে

(২) এই আইনে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন বেঞ্চ, কিংবা ইউনিয়ন কোর্ট এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনের

জন্য যে সমস্ত খরচা করেন তাহা, এবং ৬১ ধারামতে ইউনিয়ন বোর্ড যে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন সেই ক্ষতিপূরণের টাকা, ইউনিয়ন তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

কিন্তু, ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার ও চৌকিদারদিগের বেতন ও সাজসজ্জার খরচ এবং কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি লোকজনের বেতন সর্ব্বাগ্রে ইউনিয়ন তহবিল হইতে দিতে হইবে।

এবং, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য কোন ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে যে সমস্ত টাকা দেওয়া হয় তাহা কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই খরচ করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে সাধারণ বিধান।

অন্যের প্রতি কার্য্যভার অর্পণ।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য সমূহ অন্যের প্রতি অর্পণ।

৪৭। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, লিখিত হুকুমের দ্বারা, তৃতীয় তফসীলের প্রথম স্তম্ভে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা বা কর্ত্তব্যসমূহ ঐ তফসীলের দ্বিতীয় স্তম্ভে লিখিত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবাদ।

ইউনিয়ন বোর্ডদিগের মধ্যে বিবাদ।

৪৮। (১) একটি লোকাল বোর্ডের অধীনে দুই বা তদধিক ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিষয় ঐ লোকাল বোর্ডে অর্পিত হইবে; ঐ বিষয়ে লোকাল বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

(২) একই জেলার অন্তর্গত কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকাল্ বোর্ডের অধীন দুই বা তদধিক ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিষয় জেলা বোর্ডে অর্পিত হইবে, এবং ঐ জেলা বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

কোন মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বিবাদ।

৪৯। একই জেলার অন্তর্গত কোন মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ ও কোন ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিষয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পিত হইবে, এবং উক্ত বিষয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মিউনিসিপালিটির সভ্য হইলে, এই ধারামতে তাঁহার কার্য্যসমূহ কমিশনার কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে

কর্ত্তৃত্ব।

লোকাল বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডগুলির পরিচালন ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিবেন।

৫০। দফাদার ও চৌকিদারদিগের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কোন লোকাল বোর্ডের এলাকার অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ডগুলির পরিচালন ব্যাপারের তত্ত্বাবধান, ঐ লোকাল বোর্ড (জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্বের অধীনে) করিবেন।

কমিশনারগণ এবং অপরাপর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তত্ত্বাবধান।

৫১। (১) ইউনিয়ন বোর্ডগুলির কার্য্যসমূহ যাহাতে আইনানুযায়ী হয় ও আইনমতে প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসারে হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সমস্ত কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সবডিভিশনাল অফিসার, সার্কল অফিসার, এবং জেলা ও লোকাল বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যানদিগের কর্ত্তব্য হইবে।

(২) যে কার্য্য আইনানুযায়ী হয় নাই ও উক্ত নিয়মাবলী অনুসারে হয় নাই বলিয়া কমিশনার মনে করেন, তাহা তিনি লিখিত হুকুম

দ্বারা বাতিল করিতে পারিবেন, এবং আইন ও নিয়মমতে কার্য্য হইবার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক সে সমস্ত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের নথিপত্র পরিদর্শন।

৫২। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড, সকল সময়েই কমিশনারকে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে, জেলা বোর্ডের কিংবা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে, অথবা তাঁহাদের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তিকে, সমস্ত বহি, কার্য্যবিবরণী ও কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি দিবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য বা সম্পত্তি পরিদর্শন।

৫৩। কোন ইউনিয়ন বোর্ডের দখলে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে, কিংবা উহার হুকুমে যে কোন কার্য্য চলিতে থাকে, কিংবা উহার কর্তৃত্বাধীনে যে কোন প্রতিষ্ঠান থাকে, কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, এবং তাঁহাদের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর যে কোন ব্যক্তি, সকল সময়ে তথায় প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে কিংবা অপর ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

চৌকিদারদিগের ও কর্ম্মচারীদের বেতন না দেওয়া হইলে বিশেষ বিধান।

৫৪। (১) যদি কোন সময়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন যে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন কিংবা সাজসজ্জার খরচা অথবা কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি লোকজনের বেতন বা তাহার কোন অংশ বাকী পড়িয়াছে, তাহা হইলে উক্ত বাকীর টাকা এবং উহা আদায় করিবার জন্য আনুষঙ্গিক খরচা (যদি কিছু হয়) আদায় করিবার জন্য, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, ইউনিয়ন তহবিলের নামে

যে উদ্বৃত্ত টাকা জমা থাকে তাহা হইতে, অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের নির্দ্ধারণমত ইউনিয়ন রেটের অনাদায়ী কোন অংশ আদায় করিয়া, অথবা ঐরূপে আদায় করা টাকা যথেষ্ট না হইলে অতিরিক্ত কোন কর ধার্য্য ও আদায় করিয়া, উক্ত বাকীর টাকা ও খরচা আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি, ইউনিয়ন রেট ধার্য্য করিবার ও আদায় করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের যে সকল ক্ষমতা আছে সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

(৪) উক্ত (২) প্রকরণমতে আদায় করা টাকা, (১) প্রকরণে উল্লিখিত চৌকিদার প্রভৃতির বেতন পরিশোধ ও খরচা দিবার জন্য ব্যয় করা হইবে, এবং কোন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহা ইউনিয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হইবে।

কোন ইউনিয়ন বোর্ড ২৭ বা ৩০ ধারামতে কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিলে তৎসম্পাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ক্ষমতা।

৫৫। (১) ২৭ বা ৩০ ধারামতে জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডের উপর যে কর্ত্তব্য ন্যস্ত হয় তৎ-সম্পাদনে ঐ বোর্ড ত্রুটি করিলে জেলা বোর্ড ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত একটি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) উক্ত নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই কার্য্য সম্পাদিত না হইলে, জেলা বোর্ড উহা করিবার জন্য আবশ্যকমত লোকজন নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং আদেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ কার্য্য করিবার খরচ ও ঐ লোকজনদের যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক, ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক অবিলম্বে প্রদত্ত হইবে।

প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করিবার বা কোন ইউনিয়ন বোর্ডকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা।

৫৬। (১) জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ও জেলা-বোর্ডের মতামত বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর, যদি কমিশনারের এই ধারণা হয় যে, কোন ইউনিয়ন বোর্ডের উপর এই আইন বা অন্য আইন দ্বারা যে

কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, উক্ত ইউনিয়ন বোর্ড সেই কর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে, কিংবা তাহা করিতে ক্রমাগত ত্রুটি করিতেছে, অথবা আপন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম বা তাহার অপব্যবহার করিতেছে, তাহা হইলে কমিশনার হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিত হুকুম দিয়া—

(ক) ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে তাঁহার প্রেসিডেণ্টপদ ও সভ্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন, কিংবা

(খ) ঐ হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কিছু কালের জন্য ঐ বোর্ডকে সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন।

(২) ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীতে যে প্রণালী নির্দ্ধারিত করা হইবে সেই প্রণালীতে ঐরূপ প্রত্যেক হুকুম সেই স্থানে প্রচারিত হইবে।

দ্রষ্টব্য :—এই ধারামত কমিশনারের আদেশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। উক্ত আদেশের বঙ্গানুবাদ ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে এবং ইউনিয়নের মধ্যে হাট বাজার প্রভৃতি সুপ্রকাশ্য স্থানগুলিতে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন, লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে ও থানায়, সাব-রেজিষ্ট্রারী অফিসে এবং মুনসেফী আদালতে উক্ত আদেশের নকল লটকাইয়া দেওয়া হইবে; এবং ইউনিয়নের মধ্যে ঢোল পিটাইয়া কমিশনারের উক্ত আদেশের কথা ঘোষণা করা হইবে।

৫৭। (১) ৫৬ ধারার (১) প্রকরণমতে কোন ইউনিয়ন বোর্ডকে সস্পেণ্ড করা গেলে, নিম্নলিখিত ফল হইবে :—

সস্পেণ্ড করার ফল।

(ক) উক্ত হুকুমের তারিখ হইতে ঐ বোর্ডের সমস্ত সভ্য আপন আপন সভ্যপদ পরিত্যাগ করিবেন ;

(খ) ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কমিশনার যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা

ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে পরিচালিত ও সম্পাদিত হইবে; এবং

(গ) ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি, কমিশনার যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের প্রতি ও সেইরূপ প্রণালীতে বর্ত্তিবে।

(২) যে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে সম্পেণ্ড করা হইয়াছিল সেই কাল শেষ হইলে পর, ৬ ধারার বিহিত প্রণালীমতে পুনর্নির্ব্বাচন বা পুনর্নিয়োগ দ্বারা ঐ ইউনিয়ন বোর্ড পুনঃ স্থাপিত হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য স্থগিতকরণের ক্ষমতা।

৫৮। যদি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ড মনে করেন যে তাঁহার এলাকার অন্তর্গত কোন ইউনিয়ন বোর্ডের মন্তব্য বা হুকুম অনুসারে কার্য্য করা হইলে, কিংবা ইউনিয়ন বোর্ড যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত আছেন বা করিতেছেন তাহা করিলে, সাধারণের বা কোন শ্রেণীর বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের হানি বা বিরক্ত হইবার কিংবা শান্তিভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে উক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ড লিখিত হুকুম দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের হুকুম বা মন্তব্য অনুসারে কার্য্য সম্পাদন কিংবা উক্ত কর্ম্মকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ডের ৫৮ ধারামতে হুকুম কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

৫৯। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা বোর্ড ৫৮ ধারামতে কোন হুকুম করিলে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বা বোর্ড অবিলম্বে কমিশনার সাহেবের নিকট উক্ত হুকুমের একখানি নকল, ও সেই সঙ্গে উহা করিবার হেতুর বিবরণ, ও ইউনিয়ন বোর্ড কোন কৈফিয়ত দিতে চাহিলে

তাহা, পাঠাইবেন এবং তাহার পর কমিশনার উক্ত হুকুম মঞ্জুর বা পরিবর্ত্তন বা রদ করিতে পারিবেন।

বিবিধ বিধান।

কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত যে চুক্তি করা যায় তাহাতে কোন সভ্যের, কর্ম্মচারীর বা ভৃত্যের স্বার্থ থাকিলে, তাহার দণ্ডের কথা।

৬০। (১) যদি লোকাল বোর্ডের মঞ্জুরী না লইয়া কোন ইউনিয়ন বোর্ডের কোন সভ্য, অথবা ঐ ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক পোষিত বা তদধীনে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের কৃত কোন কার্য্যের লাভের ভাগ লন বা লইতে স্বীকৃত হন, অথবা ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তির লাভের সহিত সম্পর্কিত থাকেন বা উহার ভাগ লন, তাহা হইলে কোন ফৌজদারী আদালতে অপরাধ প্রমাণ হইলে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু—

(ক) যে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত চুক্তি করেন, কিংবা তদ্দ্বারা বা তৎপক্ষে নিযুক্ত হন, সেই কোম্পানীতে বখরা আছে বলিয়া, কিংবা

(খ) যে সংবাদপত্রে উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই সংবাদপত্রে বখরা বা স্বার্থ আছে বলিয়া, কিংবা

(গ) উক্ত ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক বা তৎপক্ষে কোন ঋণের টাকা তোলা গেলে, তাহাতে ডিবেঞ্চার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কিংবা ঐ ঋণ সম্বন্ধে অন্য কোন স্বার্থ আছে বলিয়া, কিংবা

(ঘ) কো-অপারেটিভ সোসাইটিবিষয়ক ১৯১২ সালের ২ আইনমতে

রেজিষ্টারী করা যে সমিতি ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহার সভ্য আছেন বলিয়া,

কোন ব্যক্তি এই ধারা মতে দণ্ডযোগ্য হইবেন না।

(২) তথাপি উক্ত ইউনিয়ন বোর্ড ও উক্ত কোম্পানীর অথবা ঐ সংবাদপত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ বা প্রকাশকের মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, যে ব্যক্তির (ক) ও (খ) দফার লিখিতমত কোন বখরা বা স্বার্থ আছে তাহার পক্ষে ঐ চুক্তিসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে ঐ বোর্ডের সভ্যস্বরূপ কার্য করা আইনসঙ্গত হইবে না।

(৩) কোন আইনব্যবসায়ী তাঁহার আইন ব্যবসার হিসাবে যে কার্য্য করেন তজ্জন্য তাঁহাকে ফী দেওয়া সম্বন্ধে এই ধারার কোন বিধান প্রযুক্ত হইবে না।

৬১। এই আইন অনুসারে কোন ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন।

ক্ষতিপূরণ করিবার ক্ষমতা।

৬২। (১) কোন ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক বা তৎপক্ষে যে চুক্তি কিংবা খরচা করা হয় তাহার জন্য ঐ বোর্ডের কোন সভ্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

সভ্যদিগের দায়িত্ব।

(২) ইউনিয়ন বোর্ডের টাকা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকারে অপব্যবহার করা হইলে, যে সভ্য জানিয়া শুনিয়া তাহাতে পক্ষ থাকেন তিনি সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন, এবং জেলা বোর্ড তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

৬৩। এই আইন অনুসারে, কিংবা এই আইনমতে প্রণীত কোন নিয়ম অনুসারে, আইনসঙ্গতভাবে ও সরল বিশ্বাসে এবং উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ

মোকদ্দমায় বাধা।

সহকারে যাহা কিছু কার্য্য করা যায় তদ্দারা কাহারও ক্ষতি হইলেও তৎসম্বন্ধে কোন ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে অথবা ঐ বোর্ডের আদেশানুসারে কার্য্যকারী কোন সভ্যের বা কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে, কোন মোকদ্দমা বা অপর আইনঘটিত কার্য্যানুষ্ঠান চলিবে না।

৬৫। (১) এই আইনমতে কৃত কোন কার্য্যের জন্য কোন ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে কিংবা উক্ত বোর্ডের কোন সভ্য বা কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কিংবা তাঁহাদের আদেশমতে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে কিংবা উক্ত সভ্য বা কর্ম্মচারী বা ব্যক্তির বাসস্থানে, মোকদ্দমার হেতু ও যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে তাহার নাম ও বাসস্থান সম্বলিত লিখিত নোটিশ দিতে হইবে, এবং নোটিশ দেওয়ার পর একমাস অতীত না হইলে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না; এবং ঐরূপ নোটিশ দিবার কথা প্রমাণ করা না হইলে, আদালত বিবাদীর অনুকূলে রায় দিবেন।

মোকদ্দমার হেতুর নোটিশ একমাস থাকিতে দেওয়া না গেলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না।

(২) মোকদ্দমার হেতু ঘটিবার পর তিন মাসের মধ্যে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, ইহার পরে নহে।

(৩) যে ইউনিয়ন বোর্ডকে বা যে যে ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে নোটিশ দেওয়া যায়, উক্ত ইউনিয়ন বোর্ড বা ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিলে, উক্ত বাদী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন না।

টীকা। একমাসের নোটিস দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, হয়তো ঐ একমাসের মধ্যে ব্যাপারটী উভয় পক্ষের মধ্যে আপোসে মিটমাট হইতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগ।

সপ্তম অধ্যায়।

ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন আদালত।

ইউনিয়ন বেঞ্চ।

ইউনিয়ন বেঞ্চের গঠন।

৬৫। কোন ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইবার পর, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিজ্ঞাপন দিয়া, চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট অপরাধগুলি যদি ঐ ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে কৃত হয় তাহা হইলে, উক্ত ইউনিয়নে ঐ সকল অপরাধের বিচারের জন্য, ঐ বোর্ডের কোন দুইজন বা তাহার অধিক সভ্য লইয়া, তাঁহারা যতদিন ঐ বোর্ডের সভ্যপদে থাকিবেন ততদিনের জন্য, একটী ইউনিয়ন বেঞ্চ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বেঞ্চের এলাকা।

৬৬। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে (১৮৯৮ সালের ৫ আইন) কোন কথা থাকা সত্ত্বেও, চতুর্থ তফসীলের (ক) ভাগে লিখিত সমস্ত অপরাধের বিচারের জন্য, যে ফৌজদারী আদালতের এলাকার মধ্যে উক্ত ইউনিয়ন অবস্থিত, ঐ বেঞ্চের এলাকা সেই ফৌজদারী আদালতের এলাকার সমান হইবে; এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সবডিভিশনাল অফিসার বা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯০ ধারামতে নালিস গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন অপর কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ইউনিয়ন বেঞ্চের নিকট ৪র্থ তফসীলের (খ) ভাগে লিখিত অপরাধগুলির মোকদ্দমা পাঠাইলে, উক্ত বেঞ্চ উহাও বিচার করিতে পারিবেন।

আরও—

(ক) ইউনিয়ন বেঞ্চ যে অপরাধের বিচার করিতে পারেন, কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে, তিনি ইউনিয়ন বেঞ্চের নিকট সেই অভিযোগ প্রেরণ করিতে পারেন ;

(খ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সবডিভিশনাল অফিসার এক ইউনিয়ন বেঞ্চ হইতে আর এক ইউনিয়ন বেঞ্চের নিকট কিংবা তাঁহার অধীন অপর কোন আদালতের নিকট যে কোন মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন।

টীকা। 'বেঞ্চের এলাকা ফৌজদারী আদালতের এলাকার সমান হইবে' ইহার অর্থ এই যে ৪র্থ তফশীলের (ক) ভাগের লিখিত অপরাধগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন বিচার করিতে পারেন, ইউনিয়ন বেঞ্চও তেমনি বিচার করিতে পারিবেন ; এবং ফরিয়াদী ইচ্ছা করিলে ঐ অপরাধের নালিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতেও করিতে পারেন অথবা ইউনিয়ন বেঞ্চেও করিতে পারেন।

কিরূপে নালিশ রুজু করা যাইবে।

৬৭। কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের কোন সভ্যের নিকট বাচনিক বা লিখিত দরখাস্ত দিয়া ঐ বেঞ্চের নিকট নালিশ রুজু করিতে পারা যাইবে। বাচনিক দরখাস্ত করা গেলে, উক্ত সভ্য, দরখাস্ত-কারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির নাম, কিরূপ ধরণের অপরাধ, এবং ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ অপর কোন বিশেষ বিবরণ থাকিলে তাহা লিখিয়া লইবেন, এবং বেঞ্চের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য দরখাস্তকারীকে আদেশ করিবেন।

টীকা। এই দরখাস্তে কোন কোর্ট ফী লাগে না ; ৯৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

দরখাস্ত ডিস্মিস করিতে বা লইতে অস্বীকার করিতে বেঞ্চের ক্ষমতা।

৬৮। (১) যদি দরখাস্ত পাঠ করিয়াই কিংবা দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিয়া, ইউনিয়ন বেঞ্চ মনে করেন যে দরখাস্তটী তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা মিথ্যা, তাহা হইলে ঐ বেঞ্চ লিখিত হুকুম দ্বারা নালিস ডিস্মিস্ করিবেন।

(২) যদি কোন সময়ে বেঞ্চ বুঝিতে পারেন যে—

(ক) সেই মোকদ্দমা বিচার করিতে বেঞ্চের ক্ষমতা নাই; কিংবা

(খ) অপরাধটী এরূপ গুরুতর যে বেঞ্চ তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন; কিংবা

(গ) মোকদ্দমা এরূপ যে ইহার বিচার ঐ বেঞ্চ কর্ত্তৃক হওয়া উচিত নহে;

তাহা হইলে উক্ত বেঞ্চ দরখাস্তকারীকে উপযুক্ত আদালতে যাইতে নির্দ্দেশ করিবেন।

ত্রুটির জন্য মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করণ।

৬৯। যদি ইউনিয়ন বেঞ্চের নিকটে কোন মোকদ্দমায় দরখাস্ত-কারী নির্দ্দিষ্ট তারিখে হাজির না হয়, কিংবা যদি বেঞ্চ মনে করেন যে সে তাহার মোকদ্দমা চালাইতে অমনোযোগিতা করিতেছে, তাহা হইলে ত্রুটির জন্য বেঞ্চ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমা এইরূপে ডিসমিস্‌ হইলে, আসামীকে যেন খালাস দেওয়া হইল এইরূপ গণ্য হইবে।

বিচারের পূর্ব্বে কার্য্য।

৭০। (১) দরখাস্ত ডিস্‌মিস করা না হইলে, ইউনিয়ন বেঞ্চ, ৯৮ ধারার বিধানাবলীর অধীনে, সমন দিয়া বা প্রকারান্তরে, আসামীকে হাজির হইয়া দর-খাস্তের জবাব দিতে আদেশ করিবেন।

(২) আসামী হাজির না হইলে বা তাহাকে পাওয়া না গেলে বেঞ্চ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একথা জানাইবেন; উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন, এবং গ্রেপ্তার করা গেলে বিচারার্থ তাহাকে বেঞ্চের নিকট পাঠাইতে পারিবেন অথবা বেঞ্চের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য তাহার নিকট হইতে জামিন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) যে দিন কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের সম্মুখে আসামী হাজির হয় বা তাহাকে হাজির করা হয়, সম্ভব হইলে সেই দিনই উক্ত বেঞ্চ সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন; কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে পরে যে বা যে যে তারিখে মোকদ্দমার শুনানী হইবে, সেই বা সেই সেই তারিখে বেঞ্চের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য আসামী ২৫৲ টাকার অনধিক টাকার মুচলেখা লিখিয়া দিলে উক্ত বেঞ্চ তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

টীকা। ম্যাজিষ্ট্রেট কোন আসামীর নিকট হইতে হাজির জামিন লইলে তিনি ঐ মুচলেখা ইউনিয়ন বেঞ্চে পাঠাইয়া দিবেন। যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে আসামী অনুপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন বেঞ্চ পুনরায় ঐ কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন এবং ঐ মুচলেখা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ইউনিয়ন বেঞ্চের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল বা মোশন চলিবেনা; কিন্তু পুনর্ব্বিচারের হুকুম দিবার ক্ষমতা।

৭১। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে কোন কথা থাকা সত্ত্বেও, ইউনিয়ন বেঞ্চ যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় আসামী কোন আপীল করিতে পারিবে না।

কিন্তু, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, অথবা কোন সাবডিভিশনাল অফিসার, মোকদ্দমায় অবিচার ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইলে, আপনা হইতে বা মোকদ্দমার পক্ষগণের দরখাস্তমতে, কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের দণ্ডাজ্ঞা বা ক্ষতিপূরণের হুকুম রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, অথবা তাঁহার অধীনস্থ উপযুক্ত বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন আদালত কর্ত্তৃক মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বেঞ্চের অর্থদণ্ড কিংবা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিবার ক্ষমতা।

৭২। (১) ইউনিয়ন বেঞ্চ আপন মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাকে পঁচিশ টাকার অনধিক জরিমানা দিবার আজ্ঞা, অথবা জরিমানার টাকা না দিলে সাত দিনের অনধিক কালের জন্য কারা-দণ্ডের আজ্ঞা, দিতে পারিবেন।

(২) কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের যদি প্রতীতি হয় যে তাঁহাদের সম্মুখে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে বা অন্য বেঞ্চ বা আদালত হইতে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহা বিরক্তিকর বা তুচ্ছ, তাহা হইলে ঐ বেঞ্চ এই আদেশ করিতে পারিবেন যে ফরিয়াদী আসামীকে ২৫৲ টাকার অনধিক (বেঞ্চ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন) ক্ষতিপূরণ দিবে, এবং উহা না দিলে বেঞ্চ ফরিয়াদীকে সাত দিনের অনধিক কালের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন।

(৩) যখন (১) বা (২) প্রকরণমতে টাকা না দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন দণ্ডাজ্ঞার বা হুকুমের সময় হইতে দশ দিনের মধ্যে, অথবা বেঞ্চ যদি আরও সময় দেন সেই অতিরিক্ত সময় মধ্যে, ঐ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বা আদায় না হইলে, বেঞ্চ তাহাকে গ্রেপ্তার করাইতে পারিবেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ জেলে পাঠাইতে পারিবেন।

কিন্তু, দণ্ডবিধি আইনে কোন কথা থাকা সত্ত্বেও—

(ক) যে ব্যক্তি জরিমানার বা ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে তাহার নিকট হইতে আর জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা হইবে না;

(খ) কারাদণ্ডের কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে আসামী জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হইবে।

জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ার জন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবে না।

(৪) ইউনিয়ন বেঞ্চ যে সমস্ত জরিমানার টাকা আদায় করেন তাহা ইউনিয়ন তহবিলে জমা হইবে।

টীকা। ইউনিয়ন বেঞ্চ আসামীর উপর প্রধানতঃ জরিমানার আদেশ করিবেন; সে জরিমানা দিতে না পারিলে তবে তাহার উপর কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। প্রধানতঃ তাহার উপর কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে না।

জরিমানা না দিতে পারিলে আসামীর উপর যে কারাদণ্ডের আদেশ হইবে তাহা সশ্রম বা বিনাশ্রম হইতে পারে। কিন্তু দণ্ডবিধি আইনে ঐ অপরাধে যদি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান না থাকে, তাহা হইলে ইউনিয়ন বেঞ্চ ঐ আসামীকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন না।

এই আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমা রফা করিবার কোন বিধান নাই।

ইউনিয়ন কোর্ট।

ইউনিয়ন কোর্টের গঠন।

৭৩। কোন ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইবার পর, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিজ্ঞাপন দিয়া, উক্ত ইউনিয়নে বা উহার কোন অংশে ৭৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল শ্রেণীর বা কোন শ্রেণীর দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য, ঐ বোর্ডের যে কোন দুইজন বা তাহার অধিক সভ্যকে লইয়া, তাঁহারা যতদিন ঐ বোর্ডের সভ্যপদে থাকিবেন ততদিনের জন্য ইউনিয়ন কোর্ট গঠিত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন কোর্টের বিচারাধিকার।

৭৪। বঙ্গীয় দেওয়ানী আদালতবিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১২ আইনে, মফঃস্বলের ছোট আদালতবিষয়ক ১৮৮৭ সালের ৯ আইনে, ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে (১৯০৮ সালের ৫ আইন) কোন কথা থাকা সত্ত্বেও, এবং ৭৫ ও ৭৬ ধারার বিধান সমূহের অধীনে, যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের সীমানার মধ্যে ঐ ইউনিয়ন অবস্থিত সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার ও ইউনিয়ন কোর্টের বিচারাধিকার নিম্নলিখিত শ্রেণীর মোকদ্দমাগুলির বিচার বিষয়ে সমান হইবে—

(ক) চুক্তিমূলে প্রাপ্য টাকার জন্য মোকদ্দমা ;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি বা ঐরূপ সম্পত্তির মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা ; এবং

(গ) অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ বা ক্ষতিকরণ হেতু ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা,

(যদি মোকদ্দমার তায়দাদ দুইশত টাকার অধিক না হয়)।

কিন্তু, যদি বিবাদী ৮১ ধারার বিধান অনুসারে দরখাস্ত করেন তাহা হইলে, যে ছোট-আদালত কিংবা মুনসেফী-আদালতের বিচারাধিকারের সীমানার মধ্যে উক্ত ইউনিয়ন অবস্থিত, সেই আদালত স্বয়ং বিচার করিবার জন্য কোন ইউনিয়ন কোর্ট হইতে—

(৵০) কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারিবেন, যদি উহার তায়দাদ পঁচিশ টাকার অধিক না হয় ; এবং

(৶০) কোন মোকদ্দমা অবশ্য উঠাইয়া লইবেন যদি উহার তায়দাদ পঁচিশ টাকার অধিক হয়।

[ইউনিয়ন কোর্টে কি কি মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিবে এবং তাহার তামাদির মিয়াদ, এই পুস্তকের পরিশিষ্টে "তামাদি আইন" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

ইউনিয়ন আদালতে যে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে না।

৭৫। কোন ইউনিয়ন আদালতে নিম্নলিখিত মোকদ্দমাগুলি চলিবে না :—

(১) অংশিত্ব কারবারের হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকার জন্য মোকদ্দমা ;

(২) ওয়ারিশ কর্ত্তৃক সম্পত্তির কোন ভাগ বা ভাগের কোন অংশের জন্য মোকদ্দমা, অথবা উইলমূলে প্রাপ্য কোন সম্পত্তি বা তাহার অংশের জন্য মোকদ্দমা ;

(৩) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, অথবা সরকারী কর্ম্মচারীরূপে কোন সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা ;

(৪) নাবালক বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের দ্বারা বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমা;

(৫) স্থাবর সম্পত্তির খাজনা নির্দ্ধারণ করা, বৃদ্ধি করা, হ্রাস করা, কমাইয়া দেওয়া, যথোচিত অংশমত ভাগ করিয়া দেওয়া বা আদায় করার জন্য মোকদ্দমা; কিংবা

(৬) ফোরক্লোজের দ্বারা বা সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা বা প্রকারান্তরে বন্ধকের টাকা আদায় করিবার জন্য স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক-গ্রহীতা-কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমা, অথবা বন্ধক উদ্ধার করিবার জন্য স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদাতা কর্ত্তৃক মোকদ্দমা।

ইউনিয়ন আদালতের বিচারের এলাকা।

৭৬। ইউনিয়ন আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিবার সময় বিবাদীগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন ঐ আদালতের বিচারের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, এবং ঐ সীমার মধ্যে নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে উত্থিত না হইয়া থাকিলে, সেই ইউনিয়ন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

কিরূপে মোকদ্দমা রুজু করা যাইবে।

৭৭। (১) বাচনিক বা লিখিত দরখাস্ত করিয়া, কোন ইউনিয়ন আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারা যাইবে। বাচনিক দরখাস্ত করা হইলে, ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর নির্দ্দিষ্ট বিবরণ সমূহ ঐ কোর্ট লিখিয়া রাখিবেন।

(২) মোকদ্দমা রুজু করিবার সময় বাদী দাবার মূল্য বলিবেন।

মোকদ্দমা ইউনিয়ন কোর্ট কর্ত্তৃক বিচার্য্য না হইলে কি কার্য্য করিতে হইবে।

৭৮। (১) ইউনিয়ন আদালত যদি মোকদ্দমা তামাদি হইয়াছে বলিয়া কোন সময়ে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে লিখিত হুকুম দিয়া ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবেন।

(২) উক্ত আদালত যদি বিবেচনা করেন যে তাঁহাদের সেই মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে উপযুক্ত আদালতে যাইতে নির্দ্দেশ করিবেন।

তামাদি সম্বন্ধে এই পুস্তকের পরিশিষ্টে "তামাদি আইন" দ্রষ্টব্য।

ত্রুটির জন্য মোকদ্দমা ডিস-মিস্ করণ।

৭৯। ইউনিয়ন আদালতে কোন মোকদ্দমায় বাদী নির্দ্দিষ্ট দিনে হাজির না হইলে, কিংবা সে মোকদ্দমা চালাইতে অমনোযোগিতা করিতেছে বলিয়া আদালত বিবেচনা করিলে, ত্রুটির জন্য মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে পারিবেন।

কিন্তু, ঐরূপে ডিস্‌মিস্ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি বাদী আদালতের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন যে তাঁহার হাজির হইতে না পারার যথেষ্ট হেতু ছিল, তাহা হইলে ইউনিয়ন আদালত উক্ত ডিস্‌মিস্ করা মোকদ্দমার পুনঃস্থাপন করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইয়া জবাব দিবার জন্য বিবাদীকে সমন দেওয়া।

৮০। দরখাস্ত পাইবার পর ইউনিয়ন আদালত যদি বিবেচনা করেন যে ঐ মোকদ্দমা চলিতে পারে, তাহা হইলে আদালত সমন দিয়া বা প্রকারান্তরে, বিবাদীকে হাজির হইতে এবং মোকদ্দমায় বাচনিক বা লিখিত জবাব দিতে আদেশ করিবেন।

এক কোর্ট হইতে অন্য কোর্টে মোকদ্দমা পাঠাইবার দরখাস্ত করা হইলে মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা।

৮১। মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যদি বিবাদী ইউনিয়ন কোর্টকে জানান যে ৭৪ ধারার বিধিমতে ছোট-আদালতে বা মুনসেফী আদালতে ঐ মোকদ্দমা পাঠাইবার জন্য তিনি দরখাস্ত করিয়াছেন বা দরখাস্ত করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন, তাহা হইলে ইউনিয়ন কোর্ট ঐ বিচারকার্য্য

এরূপভাবে মুলতুবী রাখিবেন যাহাতে বিবাদী উক্ত দরখাস্ত করিবার ও তাহার উপর হুকুম পাইবার ন্যায্য সময় পাইতে পারেন।

একতরফা নিষ্পত্তি।

৮২। বিবাদী যদি হাজির না হন, এবং যদি ইউনিয়ন কোর্ট বিবেচনা করেন যে মোকদ্দমার শুনানীর জন্য যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নোটিশ বিবাদী পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত কোর্ট মোকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

কিন্তু, যে বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তি হয়, তিনি ডিক্রীজারীর পরোয়ানা জারী হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ হুকুম রদ করাইবার জন্য ইউনিয়ন আদালতের নিকটে বাচনিক বা লিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং আদালতের যদি প্রতীতি হয় যে বিবাদী মোকদ্দমার শুনানীর তারিখের উপযুক্ত নোটিশ পান নাই বা কোন যথেষ্ট হেতুতে হাজির হইতে পারেন নাই, তাহা হইলে আদালত ঐ নিষ্পত্তি রদ করিবেন ও মোকদ্দমার বিচারের জন্য একটি তারিখ ধার্য্য করিবেন।

অপর পক্ষকে নোটিস না দিয়া কোন হুকুম রদ করা যাইবে না।

৮৩। ইউনিয়ন আদালত অপর পক্ষের উপর লিখিত নোটিশ জারী না করিয়া, কোন নিষ্পত্তি বা হুকুম ৭৯ ধারা বা ৮২ ধারামতে রদ করিবেন না।

আবশ্যক পক্ষ স্থির করিতে ইউনিয়ন আদালতের ক্ষমতা।

৮৪। (১) ইউনিয়ন আদালত মোকদ্দমার উপযুক্ত নিষ্পত্তির জন্য পক্ষরূপে যে ব্যক্তিদিগের হাজিরী আবশ্যক মনে করেন, সেই ব্যক্তিদিগকে সেই মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করিবেন ও মোকদ্দমার রেজিষ্টারী বহিতে ঐ ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবেন, এবং যে পক্ষদিগের নাম উক্ত রেজিষ্টারী বহিতে লেখা হইয়াছে সেই পক্ষ-

দিগেরই মধ্যে মোকদ্দমা হইতেছে এই ভাবে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবে।

কিন্তু, কোন ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইলে তাঁহাকে নোটিশ দেওয়া হইবে এবং মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে হাজির হইবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

(২) যেস্থলে কোন মোকদ্দমার বিচার চলিতে থাকিবার কালে (১) প্রকরণমতে কোন নূতন পক্ষ হাজির হন, সে স্থলে সেই পক্ষ পুনরায় গোড়া হইতে বিচার আরম্ভ হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন আদালত-কর্ত্তৃক যে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে না।

৮৫। একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন ইউনিয়ন কোর্টে বা অপর কোন আদালতে যদি কোন মোকদ্দমা রুজু করা হইয়া থাকে এবং তাহার বিবাদীয় বিষয় নিষ্পত্তির জন্য বিচারাধীন থাকে, অথবা একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যদি কোন মোকদ্দমার শুনানী হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে, এবং প্রত্যক্ষ ও প্রধানভাবে সেই একই বিবাদীয় বিষয় লইয়া কোন দ্বিতীয় মোকদ্দমা ঐ ইউনিয়ন কোর্ট বিচার করিবেন না।

টীকা। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১ ধারা দ্রষ্টব্য। ইহাকে "দোবরা দোষ" (res judicata) বলে। কোন বিষয় লইয়া একবার মোকদ্দমা হইয়া গেলে বা মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকিলে, পুনরায় সেই বিষয় লইয়া আর মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

ইউনিয়ন কোর্টের নিষ্পত্তি।

৮৬। পক্ষদিগের কিংবা তাহাদের কার্য্যকারকদিগের কথা শুনা হইলে ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া দেখা হইলে পর ইউনিয়ন কোর্ট লিখিত হুকুম দিয়া, যেরূপ উচিত, ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মবুদ্ধিসম্মত বোধ হয় সেইরূপ ডিক্রী

দিবেন, এবং ৯০ ধারামত ফী স্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে তাহা, এবং ৯৬ ধারার (৩) প্রকরণমতে সাক্ষীদিগকে কোন টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা, এবং ঐ ঐ টাকা কোন্ পক্ষ দিবেন তাহাদের নাম ঐ ডিক্রীতে ব্যক্ত করিবেন।

কিস্তির কথা।

৮৭। কোন ইউনিয়ন আদালত কোন টাকা দিবার বা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করিবার হুকুম দিবার সময়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ টাকা দিতে বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারা যাইবে।

ইউনিয়ন কোর্টের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ; কিন্তু পুনর্ব্বিচারের হুকুম দিবার ক্ষমতা।

৮৮। প্রত্যেক মোকদ্দমায় ইউনিয়ন কোর্টের নিষ্পত্তি সেই মোকদ্দমার পক্ষদিগের মধ্যে চূড়ান্ত হইবে।

কিন্তু, ইউনিয়ন কোর্টের ডিক্রীর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ জেলার জজের নিকট দরখাস্ত করিলে, জজের যদি প্রতীতি হয় যে মোকদ্দমায় কোন অবিচার হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইউনিয়ন কোর্টের হুকুম রদ বা বদল করিতে পারিবেন, অথবা সেই ইউনিয়ন কোর্ট কর্ত্তৃক বা অপর কোন ইউনিয়ন কোর্ট কর্ত্তৃক বা তাঁহার (জজের) অধীনস্থ অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক সেই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

পক্ষদিগের মৃত্যু।

৮৯। কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমার বাদী বা বিবাদীর মৃত্যু হইলে, মৃত বাদী বা বিবাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্তগণের পক্ষে বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারিবে। কিন্তু ৭৫ ধারার (৪) দফার লিখিত ব্যক্তিগণ স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না।

ফী। ৯০। (১) ইউনিয়ন আদালতে যে সকল মোকদ্দমা রুজু ও নিষ্পত্তি হয় সেই সকল মোকদ্দমায়, পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর পরিমাণের উপর টাকায় এক আনা হিসাবে ফী দিতে হইবে, এবং পঁচিশ টাকার উর্দ্ধে দাবীর প্রতি টাকায় আধ আনা হিসাবে ফী দিতে হইবে।

(২) দাবীর পূরা টাকার ডিক্রী দেওয়া হইলে, ডিক্রীর টাকাসমেত ফীর টাকা দেনদারের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৩) দাবীর টাকা আংশিকভাবে ডিক্রী দেওয়া হইলে, ফীর টাকা ডিক্রীদার ও দেনদারের নিকট হইতে অনুপাত অনুযায়ী আদায় করা যাইবে।

(৪) মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা হইলে, বাদীর নিকট হইতে ফী আদায় করা যাইবে।

(৫) ইউনিয়ন কোর্ট এইরূপে যে সমস্ত ফী আদায় করেন তাহা ইউনিয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হইবে; কোন পক্ষকে তাহা দেওয়া হইবে না।

টীকা। দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার ন্যায় ইউনিয়ন আদালতে কোন অগ্রিম কোর্টফী দিতে হয় না; মোকদ্দমা ডিক্রী বা ডিসমিস হইলে যথাক্রমে বিবাদী বা বাদীর নিকট হইতে এই ধারার লিখিত ফী আদায় করা হয়।

ডিক্রীজারীর কথা। ৯১। (১) যে ইউনিয়ন কোর্ট ডিক্রী দিয়াছেন, সেই কোর্ট ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, ডিক্রী-দারকে সেই মর্ম্মে এক সার্টিফিকেট দিবেন; উহাতে তাঁহার পাওনা টাকার পরিমাণ ও ৯০ ধারামত ফী বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ লিখিত থাকিবে।

(২) কোন ডিক্রীদার কোন ইউনিয়ন কোর্টের ডিক্রী জারী করিতে ইচ্ছা করিলে, যে মুন্সেফী আদালতের বিচারাধিকারের এলাকার মধ্যে

ঐ ইউনিয়ন অবস্থিত সেই মুন্সেফী আদালতে তিনি দরখাস্ত করিতে পারিবেন ও তাঁহার দরখাস্তের সহিত ঐ ইউনিয়ন কোর্টের হুকুমের একখানি জাবেদা নকল দিবেন ; কিন্তু—

(ক) ইউনিয়ন কোর্ট ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে অসমর্থ, এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট না দিলে, এবং

(খ) ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন মাস অতীত হইবার পর দরখাস্ত করা না হইলে,

মুন্সেফ কোন ডিক্রী জারীর দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন ইউনিয়ন কোর্টের ডিক্রী জারী করিবার সময়, মুন্সেফ তাঁহার নিজের দেওয়া ডিক্রী জারি করিতে যে ক্ষমতা পরিচালন ও যে প্রণালী অনুসরণ করেন সেই ক্ষমতার পরিচালন ও সেই প্রণালী অনুসরণ করিবেন ; কিন্তু ৯০ ধারামতে ফী বাবদ কোন টাকা আদায় হইলে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া হইবে।

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণোক্ত বাদীর "পাওনা টাকার" মধ্যে সাক্ষীদের আনাইবার খরচও অন্তর্ভুক্ত করা হইবে (৮৬ ধারা দ্রষ্টব্য) এবং তাহাও ডিক্রীর টাকার ন্যায় ৯৯ ধারার লিখিত বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

দাবীর আংশিক পরিশোধের জন্য আদায় করা টাকা হারাহারিভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

৯২। ৮৬ ধারামতে যে টাকার ডিক্রী দেওয়া হয় তাহা, এবং ৯০ ধারামতে ফী বাবদ দেয় টাকা, পূরা আদায় না হইলে, যে টাকা আদায় হয় তাহা—

(ক) যদি ইউনিয়ন কোর্ট আদায় করেন তবে ডিক্রীদার ও ইউনিয়ন তহবিলের মধ্যে, এবং

(খ) যদি মুন্সেফী আদালত আদায় করেন তবে ডিক্রীদার ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে,

হারাহারিভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্ট সম্বন্ধে সাধারণ বিধানসমূহ।

ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের কার্য্যপ্রণালী।

৯৩। (১) কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন বিচার, মোকদ্দমা বা কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আইনগুলির বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে না—

(ক) আদালতের রসুম (কোর্টফী) বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইন;

(খ) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন (১৮৯৮ সালের ৫ আইন);

(গ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন (১৯০৮ সালের ৫ আইন)।

কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন বিচার বা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী, এবং তাহার নিষ্পত্তি ও হুকুমসমূহ বলবৎ করিবার এবং কোরাম গঠন করিবার প্রণালী, এই আইনের ১০১ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অনুযায়ী হইবে।

ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টে যাঁহারা সভাপতিত্ব করিবেন।

৯৪। (১) ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট যদি ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের সভ্য হন, তাহা হইলে তিনিই ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্টে সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট যদি ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত হন, কিংবা তিনি যদি ঐ বেঞ্চ বা কোর্টের সভ্য না হন, তাহা হইলে ঐ বেঞ্চ বা কোর্ট নিজ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন।

(৩) বেঞ্চ বা কোর্টের সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে, বেঞ্চ বা কোর্টের নিষ্পত্তি বা হুকুম, যে সমস্ত সভ্য উপস্থিত থাকিয়া ভোট দিবেন তাঁহাদের অধিকাংশের মতানুযায়ী হইবে।

(৪) ভোটের সংখ্যা সমান সমান হইলে, যে ব্যক্তি বেঞ্চ বা কোর্টে সভাপতিত্ব করেন তাঁহার একটি দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট থাকিবে।

ইউনিয়ন বেঞ্চ বা কোর্টের সভ্য যে মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার বিচার করিবেন না।

৯৫। কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন সভ্য যদি কোন মোকদ্দমা বা অপর কার্য্যানুষ্ঠানে পক্ষ হন অথবা স্বার্থযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার বিচার করিবেন না।

ব্যাখ্যা—কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন সভ্য কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য আছেন বলিয়া শুধু এইমাত্র কারণে, তিনি কোন মোকদ্দমায় পক্ষ বা স্বার্থযুক্ত আছেন বলিয়া মনে করা যাইবে না।

সাক্ষীদিগের হাজিরা।

৯৬। (১) ৯৮ ধারার বিধানাবলীর অধীনে, কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট, সমন দিয়া বা প্রকারান্তরে, কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কিংবা কোন দলিল উপস্থিত করিবার বা উপস্থিত করাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

কিন্তু, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের (১৯০৮ সালের ৫ আইন) ১৩৩ ধারার (১) প্রকরণমতে যে ব্যক্তি আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত তাঁহাকে কোন ইউনিয়ন আদালতে হাজির হইতে আদেশ করা যাইবে না।

(২) কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট যদি মনে করেন যে কোন সাক্ষীকে হাজির করাইতে অসঙ্গত বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে সেই বেঞ্চ বা কোর্ট সেই সাক্ষীকে সমন করিতে, বা সেই সাক্ষীর বিরুদ্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সমন বাহির করা হইয়াছে তাহা বলবৎ করিতে, অস্বীকার করিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি কোন ইউনিয়নের বাহিরে বাস করেন, সেই ইউনিয়ন বেঞ্চে বা কোর্টে সেই ব্যক্তির হাজির হইবার ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য এবং সেখানে একদিন হাজিরার জন্য তাহার যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচের (যথা খোরাকীর) যথেষ্ট টাকা সেই ব্যক্তিকে না দেওয়া গেলে, উক্ত বেঞ্চ বা কোর্ট সেই ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করিবেন না।

(৪) কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট যে ব্যক্তিকে লিখিত হুকুম দ্বারা হাজির হইতে বা সাক্ষ্য দিতে বা কোন দলিল উপস্থিত করিতে সমন করেন, সেই ব্যক্তি, ঐ সমন অমান্য করিলে কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ সেই অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রতি পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

টীকা। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৩৩ ধারায় এই বিধান আছে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির পদমর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের সম্মুখে পক্ষদিগের হাজিরা।

৯৭। (১) ইউনিয়ন বেঞ্চকর্ত্তৃক বিচার্য্য মোকদ্দমার পক্ষগণ উক্ত বেঞ্চের সমক্ষে স্বয়ং হাজির হইবেন।

কিন্তু, ইউনিয়ন বেঞ্চ, উপযুক্ত কারণ দেখিলে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া প্রতিনিধি দ্বারা হাজির হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) কোন ইউনিয়ন কোর্ট কর্ত্তৃক বিচার্য্য মোকদ্দমার পক্ষগণ প্রতিনিধি দ্বারা হাজির হইতে পারিবেন।

কোন পক্ষের যে ভৃত্য, অংশীদার; বা আত্মীয়কে ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট সেই পক্ষের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন এবং যিনি ঐ পক্ষের পরিবর্ত্তে হাজির হইতে ও যুক্তিতর্ক করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, (১) ও (২) প্রকরণে লিখিত "প্রতিনিধি" বলিতে, তাঁহাকে বুঝাইবে।

(৩) আইন-ব্যবসায়ী সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনে যে বিধান থাকুক না কেন, আইন-ব্যবসায়ীগণকে কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টে ওকালতি করিতে দেওয়া হইবে না।

টীকা। কোন পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া যদি প্রতিনিধি পাঠান, তাহা হইলে ঐ প্রতিনিধিকে কোন লিখিত ক্ষমতাপত্র দিবার আবশ্যক হয় না।

এই আইন অনুসারে, ইউনিয়ন বেঞ্চে বা ইউনিয়ন কোর্টে কোন মোকদ্দমায় কোন পক্ষে উকীল বা মোক্তার উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ইহার কারণ এই যে, মোকদ্দমা যাহাতে সহজে এবং শীঘ্র নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তাহাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এইজন্য দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সুদীর্ঘ কার্য্যপ্রণালী ইউনিয়ন বেঞ্চের বা কোর্টের কোন বিচারে প্রযোজ্য হইবে না। উকীল বা মোক্তার উপস্থিত হইলে তাঁহারা নানাপ্রকার আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া সামান্য সামান্য মোকদ্দমাগুলি অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিবেন, এবং মোকদ্দমার বিচারে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে; সেইজন্য তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের উপস্থিতি।

৯৮। কোন স্ত্রীলোককে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ইউনিয়ন বেঞ্চের সমক্ষে আসামীস্বরূপ অথবা কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের সমক্ষে সাক্ষীরূপে স্বয়ং হাজির হইতে বাধ্য করা হইবে না।

ফী, জরিমানা প্রভৃতি আদায়।

৯৯। কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট এই আইনমতে যে সকল ফী ও জরিমানা ধার্য্য করেন তাহা, এবং মুচলেকার দরুণ টাকা, ও অন্য যে সকল টাকার ডিক্রী দেন এবং যে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন তাহার টাকা,

৩৭ ধারামতে ধার্য্য রেটের বকেয়া যে প্রণালীতে আদায় করা হয় সেই প্রণালীতে, ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের হুকুমমত আদায় করিতে পারা যাইবে।

রেজিষ্টারী ও রেকর্ড।

১০০। প্রত্যেক ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট ১০১ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলীর নির্দ্ধারিতমতে রেজিষ্টারী বহি ও কাগজপত্র রাখিবেন ও রিটার্ণ দাখিল করিবেন।

তৃতীয় ভাগ।

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ।

১০১। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিয়া, এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

নিয়ম প্রণয়ন করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে, এবং উপরিলিখিত ক্ষমতার সাধারণ ভাবের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ক) ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের সভ্যদিগের নিয়োগ বা নির্ব্বাচনের প্রণালী ও সময় নিরূপণ, কোন নির্ব্বাচন না হইলে ৬ ধারার (৪) প্রকরণ অনুসারে যে যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ, ভোটদাতা ও সভ্যপদপ্রার্থীদিগের নাম রেজিষ্টারী করা ও যে প্রণালীতে ভোট লইতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ, এবং সাধারণতঃ এই আইনমতে সমস্ত নির্ব্বাচনের সুব্যবস্থা করা, ও যে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন তাহা নিরূপণ ;

(খ) যে সময়ের মধ্যে কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইবে, এবং অকস্মাৎ ঐ পদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য যে সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন হইবে, সেই সময় নির্দ্ধারণ ;

(গ) সম্পত্তি হস্তান্তর করণে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতার সুব্যবস্থা করা ;

(ঘ) কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট যে ক্ষমতা পরিচালন করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ ;

(ঙ) যে প্রকারে ইউনিয়ন বোর্ডের অধিবেশন পরিচালিত হইবে ও কোরাম (quorum) গঠিত হইবে তাহার ব্যবস্থা করা;

(চ) ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন বেঞ্চ, ও ইউনিয়ন কোর্ট যে সমস্ত রেজিষ্টারী বহি ও কাগজপত্র রাখিবেন ও রিটার্ণ দাখিল করিবেন তাহা নির্দ্ধারিত করা;

(ছ) ইউনিয়নের মধ্যে দফাদার ও চৌকিদারদিগের উপর ইউনিয়ন বোর্ড যে কর্তৃত্ব পরিচালন করিবেন তৎসম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নিয়মিত করা;

(জ) দফাদার ও চৌকিদারদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করা, এবং ইউনিয়ন বোর্ড যে সময়ে ও যে প্রকারে দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন ও তাহাদের সাজসজ্জার খরচ দিবেন তাহা স্থির করা;

(ঝ) যে সকল পরোয়ানা দফাদার ও চৌকিদারদিগের দ্বারা জারী করাইতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ, ও ঐ সকল পরোয়ানা জারীর ব্যবস্থা করা;

(ঞ) ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ও ৩৫ ধারামতে স্বাস্থ্যরক্ষা, ময়লা পরিষ্কার, জলনিকাশ, বিল্ডিং, রাস্তা, সেতু ও জল সরবরাহ সম্বন্ধে ও ৩২ ধারামতে বিদ্যালয় ও ঔষধালয় সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নিয়মিত করা;

(ট) ৩৯ ধারামতে ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক আসেসমেণ্টকরণ, ৩৭ ধারামতে রেট ধার্য্যকরণ, এবং ৪১ ধারামতে ঐ রেট দিবার প্রণালী ও সময় নির্দ্ধারণ;

(ঠ) ৪২ ধারামতে বাকীদারদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের কার্য্য পরিচালন;

(ড) যে প্রণালীতে ইউনিয়ন তহবিলের হিসাব রাখিতে ও পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা নিদ্ধারণ;

(ঢ) ৫৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট বকেয়া শোধ দিবার জন্য যে টাকা আবশ্যক তাহা ঐ ধারামতে আদায় ও খরচের ব্যবস্থা করা ;

(ণ) যে প্রণালীতে ৫৬ ধারামতে বিহিত হুকুম সকল প্রকাশিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ ;

(ত) ৬৭ ও ৭৭ ধারামতে কৃত দরখাস্তসমূহের যে যে বিশেষ কথা ইউনিয়ন বেঞ্চের ও ইউনিয়ন কোর্টের রেজিষ্টারী বহিতে লিখিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ ;

(থ) ফৌজদারী মোকদ্দমা ও দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু, বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট যে প্রণালী অনুসরণ করিবেন তাহার ব্যবস্থা করা, এবং কোরাম গঠন করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ করা ;

(দ) ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট কর্ত্তৃক সমন, ও অন্যান্য পরোয়ানা বাহির, জারী বা তামিল করণের এবং ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক নোটিশ বাহির ও জারী করণের ব্যবস্থা করা ;

(ধ) ইউনিয়ন কোর্ট ও ইউনিয়ন বেঞ্চের ডিক্রী, হুকুম, ও দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করার প্রণালী নির্দ্দেশ ;

(ন) সাধারণ আদালত দ্বারা সমন ও অন্যান্য পরোয়ানা সমূহ জারী বা তামিল করাইবার জন্য, ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্ট-কর্ত্তৃক ঐ আদালতের নিকট সমন ও অন্যান্য পরোয়ানা প্রেরণের ব্যবস্থা করা ; এবং

(প) দলিলের নকলের জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্ট সমূহ যে ফী লইবেন তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং ঐ নকল দিতে যে প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ করেন সেই প্রকারে (২) প্রকরণমতে প্রণীত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির সভ্যগণ বিক্রীত সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে বা উহা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

১০২। কোন ইউনিয়ন বোর্ডের, ইউনিয়ন বেঞ্চের, বা ইউনিয়ন কোর্টের কোন সভ্য কিংবা এই আইনমতে অনুষ্ঠিত কোন নিলাম সম্বন্ধে যাঁহাকে কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এমন অপর কোন কর্ম্মচারী, ঐরূপ নিলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডাক দিতে পারিবেন না বা ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ অর্জ্জন করিতে পারিবেন না।

সভ্যপদ মোকদ্দমার বিচারে বাধা জন্মাইবে না।

১০৩। কোন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য আছেন বলিয়া শুধু সেই কারণে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের (১৮৯৮ সালের ৫ আইন) ৫৫৬ ধারার অর্থমতে, এই আইনানুসারে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত আছেন বা উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে এরূপ বিবেচনা করা যাইবে না।

টীকা। ৯৫ ধারার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রথম তফসীল।

[অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না]

দ্বিতীয় তফসীল।

চৌকিদার যে যে অপরাধের সংবাদ দিবে।

[২৩ ধারা দ্রষ্টব্য।]

নরহত্যা, অপরাধযুক্ত নরহত্যা, বলাৎকার (যে স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার হইয়াছে অপরাধী সেই স্ত্রীলোকের স্বামী না হইলে), ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, অগ্নি দ্বারা ক্ষতি, সিঁদ দেওয়া, কারেন্সী নোট বা মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প জাল করা, ঐরূপ জাল করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রাদি ও উপকরণ নিকটে রাখা, গুরুতর আঘাত করা, দাঙ্গা, যাহাতে চেতনা

লোপ হয় এরূপ ঔষধ প্রদান করা, মানুষ চুরি, আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া মিথ্যা পরিচয়দান, লাইসেন্স বিনা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা বা বিক্রয় করা বা নিকটে রাখা ও লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গমন করা ; এবং উক্ত অপরাধসমূহ করিবার জন্য সমস্ত চেষ্টা, আয়োজন ও ষড়যন্ত্র এবং সহায়তা করা।

তৃতীয় তফসীল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য অন্যের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন। [৪৭ ধারা দ্রষ্টব্য।]

ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।	কাহার হস্তে অর্পণ করা যাইবে।
১	২
১। ২০ ধারামতে দফাদার ও চৌকিদারদিগের নিয়োগ ও পদচ্যুতি।	সবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বা সার্কল অফিসার।
২। ২২ ধারামতে দফাদার ও চৌকিদারদিগের অর্থদণ্ড করা।	ঐ ঐ
৩। ২৩ (॥০) ধারামতে স্থানীয় সংবাদ দিবার জন্য চৌকিদারকে আদেশ করা।	সবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪। ৪০ ধারামতে আসেস্‌মেণ্টের কাগজপত্র তলব করা এবং তাহার উপর হুকুম দেওয়া।	ঐ ঐ
৫। ইউনিয়ন রেট আদায়ের জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য ৪৩ ধারামতে ওয়ারেণ্ট বাহির করা।	ঐ ঐ

চতুর্থ তফসীল।

ইউনিয়ন বেঞ্চ কর্ত্তৃক বিচার্য্য অপরাধসমূহ।

[৬৫ ও ৬৬ ধারা দ্রষ্টব্য।]

(ক) ভাগ।

১। গবাদির অনধিকার প্রবেশবিষয়ক (Cattle Trespass Act) ১৮৭১ সালের ১ আইনের ২৪, ২৬ ও ২৭ ধারামতে অপরাধসমূহ।

২। দণ্ডবিধি আইন ছাড়া অন্যান্য আইন মতে, বা ঐ সকল আইন অনুসারে প্রণীত কোন নিয়ম বা উপবিধিমতে, যে সকল অপরাধের জন্য কেবলমাত্র পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে সেই সকল অপরাধ।

৩। পুলিশ আইনের (১৮৬১ সালের ৫ আইন) ৩৪ ধারামত অপরাধসমূহ।

৪। বঙ্গদেশের খেয়াঘাটবিষয়ক ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ২৮ ও ৩০ ধারামতে অপরাধসমূহ ছাড়া ঐ আইনমতে অন্য সমস্ত অপরাধ।

৫। দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারাসমূহমতে অপরাধ, যথা— ১৬০, ১৭৮, ১৭৯, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫০৪ ও ৫১০ ধারা; এবং সম্পত্তির মূল্য কুড়ি টাকার অধিক না হইলে, ৩৭৯ ও ৪১১ ধারা।

(খ) ভাগ।

দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারাসমূহমতে অপরাধ, যথা— ২৮৩, ৪২৮, ৪৩০, ৫০৬ ও ৫০৯ ধারা; এবং সম্পত্তির মূল্য কুড়ি টাকার অধিক না হইলে, ৪০৬ ধারা।

[এই তফশীলে লিখিত আইনগুলি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

নিয়মাবলী।

সভ্য, প্রেসিডেণ্ট ও ভাইসপ্রেসিডেণ্ট-দিগের নির্ব্বাচন।

[১০১ ধারার (ক) ও (খ) দফা দ্রষ্টব্য।]

উপক্রমণিকা।

১। এই আইনের ৬ ধারা অনুসারে কোন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে এই নিয়মাবলী অনুসারে সেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম ইলেক্‌সন (নির্ব্বাচন) হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, যে কোন সময়ে লিখিত হুকুম দিয়া, এই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

২। প্রত্যেক ইউনিয়নকে কি প্রণালীতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভাগ করা হইবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য কয়জন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করা হইবে, তাহা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থির করিয়া দিবেন।

কিন্তু, যদি সুবিধাজনক মনে করা হয়, তাহা হইলে কোন ইউনিয়নে একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকিতে পারিবে।

ভোটার রেজিষ্টারী করা।

৩। সার্কল অফিসার প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য এক এক ওয়ার্ড অনুসারে, ভোট দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের একখানি রেজিষ্টারী প্রস্তুত করাইবেন।

৪। এই আইনের ৭ ধারার (১) প্রকরণের (৵০) দফা অনুসারে, কোন অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যক্তিগণ, কোন নির্ব্বাচনে তাঁহাদের পক্ষে ভোট দিবার জন্য সেই পরিবারের একজন অন্যূন একুশ বৎসর বয়স্ক ও সেই ইউনিয়নবাসী পুরুষকে মনোনীত করিবেন। ঐরূপে মনোনীত ব্যক্তির নাম, নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে, সার্কেল অফিসারকে জানাইতে হইবে, এবং ঐ নাম ভোটারদের রেজিষ্টারীতে লিখিয়া রাখা হইবে।

৫। নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে, কোন ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে ভোট দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের তালিকার একটি নকল ঐ ওয়ার্ডের মধ্যে কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশিত করা হইবে।

৬। যে ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারীতে নাই অথচ যিনি ভোট দিবার অধিকারী তিনি, এবং যে ব্যক্তি মনে করেন যে ঐ রেজিষ্টারী হইতে কোন নাম উঠাইয়া দেওয়া উচিত তিনি, তাঁহার নাম রেজিষ্টারীতে বসাইবার জন্য, অথবা ঐ অপর ব্যক্তির নাম. রেজিষ্টারী হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য, সার্কেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐরূপ দরখাস্তে দরখাস্ত করিবার হেতু স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে, এবং নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে ঐ দরখাস্ত করিতে হইবে। ঐ সকল ব্যক্তিকে তদন্তের তারিখ পূর্ব্বে জানাইয়া সেই তারিখে সার্কেল অফিসার ঐ সকল দরখাস্তের বিষয় তদন্ত করিবেন। এ বিষয়ে সার্কেল অফিসারের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৭। ৬ নিয়ম অনুসারে দাবীর এবং আপত্তির নিষ্পত্তি হইবার পর যেরূপ সংশোধন করা হয়, সেইরূপে সংশোধিত ভোটারদের রেজিষ্টারী ভোটারদিগের চূড়ান্ত রেজিষ্টারী বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যাঁহার নাম ঐ রেজিষ্টারীতে না থাকিবে তিনি ভোট দিতে পারিবেন না।

নির্ব্বাচিত হইবার প্রার্থী।

৮। সার্কল অফিসার, নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে যাঁহারা সভ্যপদের প্রার্থী তাঁহাদের নাম চাহিয়া নোটিশ প্রচার করিবেন। ঐ সমস্ত নোটিশ ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করা হইবে। নোটিশ প্রচারের তারিখ হইতে চারি সপ্তাহের মধ্যে, নির্ব্বাচনপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তি সার্কল অফিসারের নিকট তাঁহার নাম লিখিয়া পাঠাইবেন; তিনি স্বয়ং ও পাঁচ জন ভোটার উহাতে স্বাক্ষর করিয়া উহার সমর্থন করিবেন।

কিন্তু, সার্কল অফিসার এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিশেষ-ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন কারণে, ভোট দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত, বাচনিক বা লিখিত মনোনয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যে পদপ্রার্থী বা ভোটার তাঁহার নাম লিখিতে অক্ষম তিনি টিপসহি দ্বারা ঐ মনোনয়ন পত্র স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

৯। পদপ্রার্থীগণ এই আইনের ৭ ধারার (২) প্রকরণ অনুসারে যোগ্য ব্যক্তি কি না, তাহা সার্কল অফিসার স্থির করিবেন; এবং এ বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

নির্ব্বাচনের প্রণালী।

১০। যতগুলি সভ্যের প্রয়োজন, পদপ্রার্থীদের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক না হইলে, সেই পদপ্রার্থীগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন। (এস্থলে আর ভোট লইবার প্রয়োজন হইবে না)।

১১। যতগুলি সভ্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা পদপ্রার্থীদিগের সংখ্যা অধিক হইলে,একটি তালিকায়,এক এক ওয়ার্ড অনুসারে, যথারীতি যোগ্যতাসম্পন্ন পদপ্রার্থীদিগের নাম লিখিয়া উহা, নির্ব্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং ঢোল পিটাইয়া দিয়া প্রচারিত হইবে।

১২। সার্কল অফিসার যেরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, সেই বা সেই সেই তারিখে ও ইউনিয়নের অন্তর্গত সেই বা সেই সেই স্থানে নির্ব্বাচন কার্য্য হইবে। যে স্থানে, ও যে সময়ের মধ্যে, ভোট দিবার জন্য ভোটারদিগকে হাজির হইতে হইবে তাহা, ১১ নিয়ম অনুসারে যে সময়ে পদপ্রার্থীদিগের তালিকা প্রচার করা হয় সেই সঙ্গেই, নোটিশ প্রচার করিয়া ও ঢোল পিটাইয়া ইউনিয়নের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

১৩। ইউনিয়নের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের নির্ব্বাচন পর পর বা এক সময়েই হইবে, এবং সার্কল অফিসার অথবা এই উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ (যাঁহারা নিজেরা পদপ্রার্থী নহেন) ঐ সকল নির্ব্বাচনে সভাপতিত্ব করিবেন।

১৪। উক্ত সভাপতি উপস্থিত ভোটারদিগকে সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে পর, প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্ব্বাচনের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাহার পর তিনি পদপ্রার্থীদিগের তালিকা পড়িয়া শুনাইবেন এবং সেই ওয়ার্ডে কতগুলি পদ শূন্য হইয়াছে তাহা বলিবেন।

১৫। তারপর সভাপতি প্রত্যেক পদপ্রার্থী কত ভোট পান তাহা গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; প্রত্যেক পদপ্রার্থীকে যত ভোট দেওয়া হয় তাহা তিনি স্বহস্তে লিখিবেন।

১৬। যে বাড়ীতে বা ঘেরা যায়গায় নির্ব্বাচন কার্য্য চলে, তাহার ভিতরে যে সমস্ত ভোটার নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের ভোট লিখিয়া লওয়া হইবে। নোটিশে উল্লিখিত সময়ের পর, সেই বাড়ীতে বা ঘেরা যায়গায় কোন ভোটারকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

১৭। যে বা যে যে ওয়ার্ডে কোন ভোটারের বাসস্থান থাকে, সেই ভোটার সেই বা সেই সেই ওয়ার্ডের জন্য ভোট দিবার অধিকারী হইবেন, অন্য কোন ওয়ার্ডের জন্য নহে।

১৮। যতগুলি পদ শূন্য হয় ততগুলি পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে প্রত্যেক ভোটার অধিকারী হইবেন, কিন্তু তিনি কোন পদপ্রার্থীকে একের অধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

[উদাহরণ:—কোন ওয়ার্ডে দুইজন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবেন, কিন্তু ৫ জন পদপ্রার্থী আছেন; এস্থলে প্রত্যেক ভোটার ঐ পাঁচজনের মধ্যে দুইজনকে প্রত্যেককে একটী করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু কোন ভোটার একজন পদপ্রার্থীকে দুইটী ভোট দিতে পারিবেন না।]

১৯। যাঁহারা ভোট দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা স্বয়ং নির্ব্বাচনে উপস্থিত হইবেন; প্রতিনিধি (প্রক্সি) দ্বারা বা লিখিয়া কোন ভোট দেওয়া হইলে তাহা গৃহীত হইবে না।

২০। যে ভোটারের নাম করিয়া কোন ব্যক্তি ভোট দিতেছেন সেই ব্যক্তি সেই ভোটার নহেন, কেবলমাত্র এই হেতুতে কোন ভোটারের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হইবে, অন্য কোন হেতুতে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। নির্ব্বাচনের সভাপতি এই সকল আপত্তি সরাসরিভাবে নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২১। যে সকল পদপ্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবেন, উক্ত সভাপতি সেইখানেই তাঁহাদিগকে যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। দুই বা ততোধিক পদপ্রার্থীর পক্ষে যদি সমান সমান ভোট লিখিত হইয়া থাকে ও যদি তাঁহাদের সকলকেই নির্ব্বাচিত করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে, সভাপতি যেরূপ করা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে, লটারী করিয়া ঐ সকল পদপ্রার্থীদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা হইবে। এইরূপে নির্ব্বাচিত পদপ্রার্থীকে যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

২২। ২১শ নিয়ম অনুসারে যথারীতি নির্ব্বাচিত হইবার পর, যদি কোন পদপ্রার্থী পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে

অকৃতকার্য্য পদপ্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকেই যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। কোন অকৃতকার্য্য পদপ্রার্থী না থাকিলে এইরূপে যে শূন্য পদের সৃষ্টি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য নূতন নির্ব্বাচন করা হইবে।

২২ ক। কোন পদপ্রার্থী একাধিক ওয়ার্ডে নির্ব্বাচিত হইলে, তিনি নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে জানাইবেন যে তিনি কোন্ ওয়ার্ডের জন্য সভ্য থাকিবেন। তিনি ইহা জানাইতে অক্ষম হইলে সার্কেল অফিসার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন যে তিনি কোন্ ওয়ার্ডের সভ্য থাকিবেন। এইরূপে তিনি সেই ওয়ার্ডের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। এবং অপর ওয়ার্ডে তিনি যেন পদপ্রার্থী ছিলেন না, এবং কোন ভোট পান নাই, এইরূপ বিবেচনা করা হইবে।

কিন্তু এই শেষোক্ত ওয়ার্ডে যদি তাঁহার শূন্যপদ পূরণ করিতে অপর কোন পদপ্রার্থী না থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ওয়ার্ডের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচন করা হইবে।

[উদাহরণ :—কোন ইউনিয়ন বোর্ডের ১নং ওয়ার্ডে, আশু, বিপিন ও চন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়াছেন এবং ভোটাধিক্যে বিপিন ও চন্দ্রবাবু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৩নং ওয়ার্ডে চন্দ্র ও দেবেনবাবু দাঁড়াইয়াছেন ও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ২ জন করিয়া মেম্বর চাই। চন্দ্রবাবু যদি স্থির করেন যে তিনি ৩নং ওয়ার্ডে থাকিবেন, তাহা হইলে ১নং ওয়ার্ডে চন্দ্রবাবুর নাম উঠাইয়া দিয়া আশু ও বিপিন বাবু নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু যদি চন্দ্রবাবু ১নং ওয়ার্ডের মেম্বর থাকিতে চাহেন, তাহা হইলে ৩নং ওয়ার্ডের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচন আবশ্যক হইবে, কারণ এখানে মাত্র একজন (দেবেন বাবু) রহিয়াছেন এবং চন্দ্র বাবুর শূন্যপদ পূরণের জন্য আর কেহ নাই।]

২৩। শূন্যপদ অপেক্ষা পদপ্রার্থীদের সংখ্যা অধিক হইলে, ভোটারদিগের শতকরা ১০ জন ব্যক্তি নির্ব্বাচনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভোট দিয়া না গেলে কোন পদপ্রার্থীকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না। এরূপস্থলে নির্ব্বাচন পণ্ড হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

২৪। ২৩ নিয়ম অনুসারে কোন নির্ব্বাচন পণ্ড হইলে, নির্ব্বাচনের সভাপতি, যে যে ঘটনায় পণ্ড হইয়াছে তাহা বিশদরূপে লিখিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কথা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন। ঐ শূন্য পদে তিনি মেম্বর নিযুক্ত করিবেন, কি আর একটি নির্ব্বাচন করা হইবে, তাহা সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থির করিবেন। ভোটারদের কোন ক্রটি বা অমনোযোগিতায় নির্ব্বাচন পণ্ড হয় নাই বলিয়া যদি তাঁহার ধারণা হয়, তাহা হইলে তিনি আর একটি নির্ব্বাচনের আদেশ করিবেন ও ঐ নির্ব্বাচনের তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন; এই নির্ব্বাচনের জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত করা ভোটারদের রেজিষ্টারীতেই চলিবে।

২৫। এই নিয়মাবলী অনুসারে যে নির্ব্বাচন করা হয় তাহা, অন্য ২২ ও ২৩ নিয়মের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ছাড়া কোন হেতুতেই অসিদ্ধ হইবে না।

২৬। নির্ব্বাচনের পর এক সপ্তাহের মধ্যে যথারীতি নির্ব্বাচিত পদপ্রার্থীদের তালিকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে।

সভ্যদিগের নিয়োগ।

২৭। ২৬ নিয়মের উল্লিখিত নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের তালিকা পাইবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এই আইনের ৬ ধারার (৩) ও (৪) প্রকরণ অনুসারে প্রয়োজন হইলে সভ্য নিযুক্ত করিবেন।

সভ্যদিগের নাম প্রকাশ করা।

২৮। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতা গেজেটে প্রকাশের জন্য, যথারীতি নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত সভ্যদিগের একটি তালিকা ডিভিশনের কমিশনারের নিকট পাঠাইবেন।

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন।

২৯। সভ্যদের নাম কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ বিজ্ঞাপনের এক প্রস্ত নকল সার্কল

অফিসারের নিকট, অথবা (সভ্য নহেন এমন) যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত করিবেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন; এবং সেই সঙ্গে এই হুকুম করিবেন যে তিনি যেন, ঐ হুকুমের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, সভ্যদের মধ্য হইতে একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে, সভ্যদের একটী সভা আহ্বান করেন।

৩০। এই সভায় কোরাম করিতে সভ্যসংখ্যার অৰ্দ্ধেকের আবশ্যক হইবে। কিন্তু যদি বোর্ডে ৭ জন বা ৯ জন সভ্য থাকেন, তাহা হইলে যথাক্রমে ৪ জন বা ৫ জন সভ্যে কোরাম হইবে। কোরাম উপস্থিত না থাকিলে প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচন হইবে না।

৩১। যে সার্কল অফিসার বা অপর ব্যক্তি ২৯ নিয়ম অনুসারে ঐ সভা আহ্বান করেন, তিনিই উহার সভাপতিত্ব করিবেন; তিনি সভ্যদিগকে তাঁহাদের ভোট লিখিয়া দিতে বলিবেন; এবং যে সভ্যেরা ভোট দেন তাঁহাদের প্রত্যেকে তাঁহার স্বাক্ষরিত ও যাঁহাকে তিনি ভোট দিতেছেন তাঁহার নামসম্বলিত একখানি ভোট দিবার কাগজ ঐ সভাপতির হস্তে দিবেন। কোন সভ্য একাধিক পদ-প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন না।

কোন সভ্য যদি লিখিতে না জানেন, তবে তিনি মুখে যাহা বলিবেন তদনুসারে সভাপতি ভোট লিখিয়া লইবেন।

৩২। যে পদপ্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পান, উক্ত সভাপতি তাঁহাকে সেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিবেন। ভোট সমান সমান হইলে, উক্ত সভাপতি একটী কাষ্টিং বা অতিরিক্ত ভোট দিবেন।

৩৩। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম পাইবার এক মাসের মধ্যে সভ্যগণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম হইলে, সে কথা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান হইবে; তখন তিনি, এই আইনের ৮ ধারা অনুসারে, সভ্যদের

মধ্য হইতে একজনকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার জন্য জেলা বোর্ডকে বলিবেন।

ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন।

৩৪। এইরূপে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইলে পর, সভ্যগণ যদি একজন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট আবশ্যক মনে করেন, তবে ৩০ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত নিয়মাবলীতে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের যে প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই প্রণালীতে তাঁহারা তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিবেন। এই নির্ব্বাচনসভায় ঐ নূতন নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত প্রেসিডেণ্ট সভাপতির কার্য্য করিবেন, এবং তিনি সাধারণ ভোট ও আবশ্যক হইলে একটি কাষ্টিং ভোটও দিবেন।

আকস্মিক কারণে শূন্য পদ।

৩৫। কোন নির্ব্বাচিত সভ্যের পদচ্যুতি, পদত্যাগ বা মৃত্যুহেতু এই আইনের ১৩ ধারা অনুসারে অকস্মাৎ কোন পদ শূন্য হইলে উপরি-লিখিত ৮ হইতে ২২ পর্য্যন্ত নিয়মাবলীর নির্দ্ধারিত প্রণালীতে নির্ব্বাচনের দ্বারা ঐ শূন্য পদ পূর্ণ করা হইবে, এবং ১৩ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত নিয়মাবলীর বিধান সকল এইরূপ নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে খাটিবে। এরূপস্থলে, ভোটার-দের রেজিষ্টারী বা তাহা হইতে উদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে ঐ রেজিষ্টারী সকল সময়েই ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে সর্ব্বসাধারণে পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তির দাবী ৬ নিয়ম অনুসারে গ্রাহ্য করা হইয়াছে তাঁহারা ঐ নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক বাই-ইলেক্সনের সময়, প্রেসিডেণ্ট একটী নোটিশ প্রচার করিবেন ; ভোটাররূপে রেজিষ্টারীভুক্ত হইবার দাবী কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে তাহা ঐ নোটিশে লিখিত থাকিবে।

৩৬। কোন নিযুক্ত সভ্যের পদচ্যুতি, পদত্যাগ বা মৃত্যুহেতু যখনই

এই আইনের ১৩ ধারা অনুসারে কোন পদ শূন্য হয়, তখনই প্রেসিডেণ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই কথা জানাইবেন; জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ শূন্য পদ পূরণ করিবার জন্য আর একজন সভ্যকে নিযুক্ত করিবেন।

৩৭। (১) ইউনিয়ন বোর্ডে তাঁহার সভ্যপদ শূন্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ১৭ ধারা অনুসারে প্রেসিডেণ্টের প্রেসিডেণ্টপদ শূন্য হয়, তাহা হইলে, ৩৫ নিয়ম অনুসারে তাঁহার স্থানে কোন সভ্য নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, প্রেসিডেণ্টের শূন্য পদ ৩০ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত নিয়মাবলীর নির্দ্ধারিত প্রণালীতে পূরণ করা হইবে। যদি তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করেন বা ঐ পদ হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তথাপি যদি তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য থাকেন, তাহা হইলে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক ঐ পদত্যাগ গ্রাহ্য করা হইবার বা পদ হইতে সরাইয়া দিবার হুকুমের এক মাসের মধ্যে, প্রেসিডেণ্টের শূন্য পদ উক্তরূপে পূরণ করা হইবে।

(২) যিনি নিজে প্রেসিডেণ্টপদ-প্রার্থী নহেন, ইউনিয়ন বোর্ডের এমন কোন সভ্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

বিবিধ।

৩৮। অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করা না হইয়া থাকিলে, এই নিয়মাবলীর লিখিত বিষয়গুলি সংক্রান্ত সমস্ত বিবাদের মীমাংসা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট করিবেন, অথবা যে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে ইউনিয়নটি অবস্থিত সেই মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সাধারণ বা বিশেষ আদেশানুসারে, করিবেন।

৩৯। যিনি জেলা-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড বা ইউনিয়ন-বোর্ডের অধীনে চাকরি করেন বা তাঁহাদের নিকট হইতে বেতন পান এমন কোন ব্যক্তি,

এই নিয়মাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত কোন সভ্যপদপ্রার্থীর নির্ব্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোট সংগ্রহ করিতে বা অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবেন না; তবে তিনি তাঁহার নিজের ভোট দিতে পারিবেন। কোন প্রকারে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা যাইতে পারিবে।

৪০। ভোটারদের রেজিষ্টারী প্রস্তুত করিবার, নোটিশ প্রচার করিবার, মেম্বর নির্ব্বাচন করিবার, অথবা এই নিয়মাবলী অনুসারে অপর কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার সমস্ত খরচা ইউনিয়ন ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। যে স্থলে ইউনিয়ন বোর্ড নূতন স্থাপিত হইয়াছে ও যেখানে কোন ইউনিয়ন ফণ্ড গঠিত হয় নাই, সেস্থলে আবশ্যকমত টাকা জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্রিম দিবেন; এবং ঐ টাকা ছয় মাসের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে আদায় করা যাইবে।

মন্তব্য।—৩-৭-১৯২৫ তারিখের ২১৪১-২১৪৫ এল-এস-জি নং সারকুলার দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী প্রেরিত হইবে তাহাদের রাহা খরচ সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের সভার অধিবেশন।

[১০১ ধারার (ঙ) দফা দ্রষ্টব্য।]

সভার অধিবেশন।

১। ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে কিংবা প্রেসিডেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান স্থির করিয়া দিবেন সেই স্থানে সভা হইবে।

২। সভাগুলি সাধারণ (general) সভা বা বিশেষ (special) সভা হইবে।

৩। বোর্ডের সভ্যগণ কোন অধিবেশন করিয়া যে দিন স্থির করিয়া দিবেন, প্রতিমাসে সেই দিনে একবার ইউনিয়ন বোর্ডের সাধারণ সভা হইবে। কিন্তু যদি কোন কারণে এইরূপে নির্ব্বাচিত দিনে কোন সভার অধিবেশন অসুবিধাজনক বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট সেই সভার জন্য অন্য এক দিন নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

৪। প্রেসিডেণ্ট যে কোন সময়ে ইউনিয়ন বোর্ডের কোন বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫। অন্যূন তিন জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া দরখাস্ত করিলে প্রেসিডেণ্ট বিশেষ সভার অধিবেশন করিবেন। এইরূপ কোন প্রার্থনা করার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি তিনি সভা অহ্বান না করেন, তাহা হইলে যে কয়জন সভ্য প্রার্থনাপত্রে সহি করিয়াছিলেন তাঁহারা, ৮ ও ১০ নিয়মের বিহিত প্রণালীতে, ঐ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কেবলমাত্র বিশেষ সভাতে আলোচিত হইবে:—

(ক) কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ (৩৬ ধারা);

(খ) ইউনিয়ন রেট ধার্য্য করা (৩৭ ধারা);

(গ) আসেস্‌মেণ্টের পুনরালোচনার জন্য দরখাস্ত (৩৯ ধারা);

(ঘ) বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বিবরণী (বাজেট);

(ঙ) প্রেসিডেণ্ট, ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট অথবা কোন সভ্যের পদচ্যুতি [১২ (১) (গ) এবং ১৬ ধারা];

(চ) চৌকিদার এবং দফাদারদের বেতন, নিয়োগ এবং পদচ্যুতি [২০ ও ২১ ধারা];

(ছ) ঋণ গ্রহণ।

৭। অন্য যে সকল বিষয় ইউনিয়ন বোর্ডের অধিকারের মধ্যে আসে তাহা সাধারণ অথবা বিশেষ সভায় আলোচিত হইতে পারিবে।

অধিবেশনের নোটিশ।

৮। প্রত্যেক সভ্যকে সভার অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে, কিন্তু বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বিবরণীর আলোচনার জন্য যে দিন নির্দ্ধারিত হইবে তাহার অন্ততঃ পনর দিন পূর্ব্বে বোর্ডের প্রত্যেক সভ্যের নিকট উহা পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিন দিনের নোটিশ দিয়া বিশেষ (extraordinary) সভা করা যাইতে পারিবে।

৯। দৈবক্রমে যদি কোন সভ্যের নিকট নোটিশ পাঠান না হয় তাহা হইলে কোন সভার কার্য্য বাতিল হইবে না।

১০। সভায় কি কি বিষয় আলোচিত হইবে তাহা নোটিশে স্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণরূপে লিখিত থাকিবে।

কোরাম এবং সভার কার্য্য পরিচালন।

১১। (১) ইউনিয়ন বোর্ডের সাধারণ সভায় ৩ জন মেম্বর লইয়া কোরাম গঠিত হইবে।

(২) বিশেষ সভায় মেম্বরসংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক লইয়া কোরাম্ গঠিত হইবে; কিন্তু যে স্থলে ইউনিয়ন বোর্ডে ৭ জন বা ৯ জন মেম্বর থাকেন, সে স্থলে যথাক্রমে ৪ বা ৫ জন মেম্বর লইয়া কোরাম্ গঠিত হইবে।

(৩) কোন সাধারণ বা বিশেষ সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিংবা তাহার পর এক ঘণ্টার মধ্যে, যদি কোরাম্ উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে সভা স্থগিত রাখা হইবে এবং প্রেসিডেণ্ট ভবিষ্যতে যে দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন সেইদিনে পুনর্ব্বার উহা আহূত হইবে। এইরূপ স্থগিত সভায় উপস্থিত মেম্বরগণের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কোরাম্ হইবে।

১২। প্রেসিডেণ্ট, কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট (যদি কেহ থাকেন), প্রত্যেক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট উভয়ের অনুপস্থিতিতে, সভাগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে কাহাকেও সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন।

কিন্তু, যে সভা প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের জন্য আহূত হইয়াছে সেই সভার সম্বন্ধে এই নিয়মের ও ১১ নিয়মের বিধানগুলি খাটিবে না।

১৩। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিতক্রমে কার্য্য পরিচালিত হইবে :—

(ক) গত সাধারণ সভার, এবং তাহার পর কোন বিশেষ সভা হইয়া থাকিলে তাহার, কার্য্যবিবরণী পঠিত হইবে, এবং শুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে বলিয়া অনুমোদিত হইলে, এই সভার প্রেসিডেণ্ট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন;

(খ) গত সাধারণ সভার পর হইতে যে সব কার্য্যের আলোচনা স্থগিত আছে তাহা আলোচিত হইবে;

(গ) কোন্ কোন্ কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার একটী রিপোর্ট সভ্যগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ;

(ঘ) হিসাবপত্র আলোচিত ও মঞ্জুর করা হইবে ;

(ঙ) যথারীতি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হইবে।

১৪। কোন বিশেষ সভায় কেবলমাত্র যে কার্য্যের জন্য ঐ সভা আহূত হইয়াছে তাহাই আলোচিত হইবে।

১৫। ১৩ এবং ১৪ নিয়মে যাহাই থাকুক না কেন, যদি উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশের অভিমত হয়, তাহা হইলে ৮ নিয়মানুযায়ী নোটিশে যে কার্য্যের কথা লেখা থাকে তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যও ইউনিয়ন বোর্ড কোন সভায় সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৬। যথারীতি প্রস্তাবিত প্রত্যেক প্রস্তাব এবং সংশোধক (amendment) প্রস্তাব সমর্থিত (seconded) হওয়া আবশ্যক ; কোন প্রস্তাব যে পর্য্যন্ত সমর্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইতে পারিবে না।

১৭। প্রত্যেক প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব সমর্থিত হইলে পর ভোটে দেওয়ার পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং প্রস্তাবক ও সমর্থক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। এইরূপ প্রত্যেক প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাব এবং তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যাঁহারা ভোট দেন তাঁহাদের নাম ও সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে কার্য্য বিবরণীতে লিখিত হইবে।

১৮। সভার সভাপতি—

(ক) কোন প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাব বে-আইনী অথবা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন ; এবং

(খ) কোন প্রস্তাবে অথবা সংশোধক প্রস্তাবে এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন যাহাতে তাঁহার মতে উহা আইনসঙ্গত এবং নিয়মানুযায়ী হয় ;

এবং এইরূপ করিবার হেতু তিনি কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। তিনি (ক) দফা স্থলে ঐ প্রস্তাব অথবা সংশোধক প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, ও (খ) দফার স্থলে যে পর্য্যন্ত প্রস্তাবক ও সমর্থক ব্যক্তি বিহিত পরিবর্ত্তনগুলি স্বীকার ও তাহাতে স্বাক্ষর না করেন সে পর্য্যন্ত ঐ প্রস্তাব অথবা সংশোধক প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। উভয় বিষয়েই সভাপতির নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

১৯। কোন প্রস্তাব প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্কের যে কোন অবস্থায় কোন সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারিবে।

২০। আলোচনা শেষ হইলে, যদি অনেকগুলি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সভাপতি সর্ব্বশেষে-উত্থাপিত সংশোধক প্রস্তাবটী সর্ব্বপ্রথমে ভোটে দিবেন; যদি উহা অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে ঠিক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবটী ভোটে দিবেন; এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বপ্রথম সংশোধক প্রস্তাবটী ভোটে দিবেন। যদি সমস্ত সংশোধক প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে মূল প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হইবে।

২১। সভায় যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে তাহা ভোটের আধিক্যানুসারে নিষ্পত্তি হইবে। উভয় পক্ষে সমান সমান ভোট হইলে, সভাপতির একটী দ্বিতীয় বা কাষ্টিং ভোট থাকিবে।

২২। প্রতিনিধি (প্রক্সি) দ্বারা ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ; এবং কোন প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব যে সময়ে ভোটে দেওয়া হইবে, সেই সময়ে কোন সভ্য স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে তিনি সে সম্বন্ধে (পূর্ব্বে বা পরে) ভোট দিতে পারিবেন না।

২৩। যে বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই তাহা কোন সভায় আলোচিত হইলে, সেই সভায় যে সিদ্ধান্ত করা হয় বা যে মন্তব্য

গৃহীত হয় তাহা তৎপরবর্ত্তী সাধারণ সভায় কিংবা সেই উদ্দেশ্যে আহূত কোন বিশেষ সভায় দৃঢ়ীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্যকর হইবে না।

২৪। যে কোন সভ্য কোন আলোচনা কিংবা সভা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন। ঐ প্রস্তাব সমর্থিত হইলে উহা ভোটে দেওয়া হইবে। যে বিষয়টি স্থগিত রহিল তাহা পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় বা তাহার পূর্ব্বে সভা করিয়া আলোচনা করিতেই হইবে; তাহার পরে নহে।

২৫। সভা স্থগিত হইলে নূতন করিয়া নোটিশ দিয়া সভ্যগণকে স্থগিত অধিবেশনের তারিখ জানাইতে হইবে ৮ নং নিয়ম এস্থলে খাটিবে না।

২৬। মূল সভায় যে কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া অন্য কোন কাজ কোন স্থগিত অধিবেশনে করা যাইবে না।

বিবিধ।

২৭। সভ্যদের মধ্যে অন্যূন তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্য কোন প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন না করিলে, যে বিষয়ের একবার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, ছয় মাসের মধ্যে তাহার পুনরালোচনা হইতে পারিবে না।

২৮। কার্য্যবিবরণী বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে হইবে।

২৯। কার্য্যবিবরণী একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং সভার সভাপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং সাধারণে এই পুস্তক পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৩০। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাগুলির বা কোন বিশেষ সভার কার্য্যবিবরণগুলির নকল বিভাগীয় কমিশনার কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবার আদেশ করিতে পারেন; তদনুসারে ইউনিয়নবোর্ড তাঁহার নিকট উক্ত কার্য্যবিবরণ পাঠাইবেন।

প্রেসিডেণ্ট ও ভাইসপ্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা।

[১০১ ধারার (ঘ) দফা দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নিম্নলিখিত নিয়মাবলী দফাদার ও চৌকিদার সম্বন্ধে খাটিবে না।

১। এই আইনানুসারে কোন কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অথবা কোন হুকুম দিবার উদ্দেশ্যে, এই আইন ও নিয়মাবলী দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ডকে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন ; কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের সভায় যে আদেশ পাশ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহা লঙ্ঘন করিয়া, প্রেসিডেণ্ট কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, এবং, যে ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ড সভাধিষ্ঠিত হইয়া পরিচালন করিবেন বলিয়া এই আইনানুসারে প্রণীত কোন নিয়মে বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ কোন ক্ষমতা শুধু প্রেসিডেণ্ট একাকী পরিচালন করিতে পারিবেন না।

২। ইউনিয়ন বোর্ডের শিলমোহর প্রেসিডেণ্টের জিম্মায় থাকিবে।

৩। প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মতি লইয়া বোর্ডের মঞ্জুর করা কাজ ও খরচপত্র সম্বন্ধে চুক্তি করিতে পারিবেন।

৪। এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে কর্তৃত্ব ও শাসন সম্বন্ধে যে সমস্ত সাধারণ ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডকে প্রদত্ত হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা, (ইউনিয়ন বোর্ড সময়ে সময়ে যে মন্তব্য পাশ করেন তাহার অধীনে) প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

৫। ইউনিয়ন বোর্ড যে সকল কর্ম্মচারী রাখেন তাহাদের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব করার ভার প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত হইবে ও তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

৬। কর্ম্মচারীবর্গের যে সংখ্যা এবং বেতনের হার ইউনিয়ন বোর্ড স্থির করিয়া দিয়াছেন ও যাহা লোকাল বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা বজায় রাখিয়া, প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ম্মচারী ও চাকর নিযুক্ত ও ডিস্‌মিস্ করিতে পারিবেন; কিন্তু সমস্ত নিয়োগ ও ডিস্‌মিসের কথা, অনুমোদনের জন্য বোর্ডের পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় রিপোর্ট করিতে হইবে। কোন কর্ম্মচারীকে সরাইবার অথবা ডিস্‌মিস্ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে জানাইতে হইবে, এবং তিনি কোন উত্তর দিলে, তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৭। অসদাচরণ ও অযোগ্যতার জন্য বোর্ডের কোন কর্ম্মচারীকে অথবা চাকরকে প্রেসিডেণ্ট সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন। কিন্তু বোর্ডের হুকুমের জন্য, পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় ঐ বিষয় উপস্থিত করিতে হইবে।

৮। যাঁহার কাজের আর কোন আবশ্যকতা নাই, বোর্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত এমন কোন ব্যক্তিকে, প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের মঞ্জুরী লইয়া এক মাসের নোটিশ অথবা নোটিশের পরিবর্ত্তে এক মাসের বেতন দিয়া বরখাস্ত করিতে পারিবেন। বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী বা চাকর, পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া এক মাসকাল কার্য্য না করিলে প্রেসিডেণ্ট তাহার এক মাসের বেতন কাটিবার হুকুম দিতে পারিবেন।

৯। কাজে অবহেলার জন্য, ইউনিয়ন বোর্ডের কোন কর্ম্মচারীর অথবা চাকরের সিকি মাসের বেতন জরিমানা করিতে প্রেসিডেণ্ট ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কিন্তু যে কর্ম্মচারী বা চাকর মাসিক দশ টাকা বা তদধিক বেতন পায় তাহাকে প্রেসিডেণ্ট জরিমানা করিলে তাহা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পরবর্ত্তী সাধারণ সভায় উপস্থিত করিতে হইবে।

১০। * * *

১১। ইউনিয়ন বোর্ড যে সকল কর্ম্মচারী ও চাকরকে যেরূপ

জামিন দিতে আদেশ করেন, প্রেসিডেণ্ট তাহাদিগকে সেই মত জামিন দিতে আহ্বান করিবেন।

১২। প্রেসিডেণ্ট লিখিত হুকুমের দ্বারা, সময়ে সময়ে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের উপর যেরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিবেন, ভাইস-প্রেসিডেণ্টের সেইরূপ ক্ষমতা হইবে। এই সমস্ত ক্ষমতা যে কোন সময়ে লিখিত হুকুমের দ্বারা প্রত্যাহার অথবা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে; কিন্তু প্রেসিডেণ্টের স্পষ্ট অথবা ভাবতঃ অনুমতিক্রমে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট যাহা করেন তাহা ঐরূপ লিখিত হুকুমের অভাব হেতু বা হুকুমে কোন দোষ থাকা হেতু অসিদ্ধ হইবে না।

১৩। প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিতে অথবা পীড়া হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহাদের কোন অধিবেশনে ভাইস্-প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা প্রদান করিলে, তিনি প্রেসিডেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

দফাদার ও চৌকিদারদের শাসন, নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

[১০১ ধারার (ছ), (জ) ও (ঝ) দফা দ্রষ্টব্য।]

(এই সকল নিয়মে "জেলা ম্যাজিস্ট্রেট" বলিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, অথবা তিনি যে কর্তৃপক্ষকে ৩য় তফসীল অনুসারে ক্ষমতা অর্পণ করেন তাঁহাকে বুঝাইবে)।

(১)—দফাদার ও চৌকিদারদের নিয়োগ।

১। দফাদার অথবা চৌকিদারদের পদ খালি হইলে, বোর্ড তৎক্ষণাৎ সার্কল অফিসারের মারফতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, এবং যে থানার অধীনে ইউনিয়ন অবস্থিত তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট, উক্ত বিষয় রিপোর্ট করিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, "এ" ফরমে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত খবর দিয়া একখানা মনোনয়ন তালিকা দাখিল করিবেন। মনোনয়ন কার্য্য বোর্ড কর্ত্তৃক সভায় নির্ব্বাহিত হইবে।

২। দফাদার অথবা চৌকিদার নিয়োগ করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সার্কল অফিসারের মারফতে সেই খবর বোর্ডকে জানাইবেন এবং "বি" ফরমে একখানা সনদ দফাদার অথবা চৌকিদারকে দিবার জন্য পাঠাইবেন। ইহা মাহিনার খাতার (ডি ফরম) একপ্রস্ত নকলের সহিত বাঁধাই করা হইবে।

(২)—দফাদার অথবা চৌকিদারদিগকে বরখাস্ত করা।

৩। ইউনিয়ন বোর্ড কোন সভায় দফাদার অথবা চৌকিদারকে বরখাস্ত করা উচিত বিবেচনা করিলে, সার্কল অফিসারের নিকট এক

বর্ণনাপত্র "জি" ফরমে দাখিল করিবেন। সার্কল অফিসার উহা তাঁহার মন্তব্যসহ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। বোর্ড যে বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন তাহাতে বিস্তারিতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(ক) চৌকিদারের বা দফাদারের অসদাচরণ বা অমনোযোগিতার প্রকৃতি ও বিশেষ বিবরণ ;

(খ) প্রতিবাদীর কৈফিয়ত ;

(গ) তাহার পূর্ব্বেকার শাস্তির অথবা পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ ; এবং

(ঘ) বোর্ডের নির্দ্ধারণ ও প্রস্তাব।

৪। কোন দফাদার অথবা চৌকিদারকে বরখাস্ত করিয়া, কিংবা তাহাদের বরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট "জি" ফরমে একখানা রোবকারি লিখিবেন এবং উহার একপ্রস্ত নকল বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন।

(৩)—দফাদার ও চৌকিদারদিগের শিক্ষা।

৫। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীনে, বোর্ড প্রত্যেক চৌকিদারের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এবং একাধিক দফাদার থাকিলে কোন্ দফাদারের অধীনে চৌকিদার কাজ করিবে তাহাও ঠিক করিয়া দিবেন ; যে যে চৌকিদার কোন দফাদারের অধীনে থাকে তাহাদের বিট দফাদারের বিটের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরী লইয়া, বোর্ড নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে, বোর্ডের আফিসে, দফাদার ও চৌকিদারগণকে মাষ্টার প্যারেডে হাজির হইতে আদেশ করিতে পারিবেন। এইরূপ প্যারেড এক পক্ষের মধ্যে এক দিনের বেশী হইতে পারিবে না। বোর্ড ঐ প্যারেডে হাজিরা লিখিয়া রাখিবেন।

৭। বোর্ড কোন অধিবেশনে দফাদার অথবা চৌকিদারকে শাস্তিস্বরূপ যথারীতি নিন্দা অথবা ভৎসনা করিতে পারিবেন।

৮। কোন দফাদার অথবা চৌকিদারকে জরিমানা করিতে হইলে, বোর্ডকে তাহা সভা করিয়া করিতে হইবে; এবং তাহার অসদাচরণ, তাহার কৈফিয়ত ও যে টাকা জরিমানা করা হয়, এই সকল বিবরণ সহ একটি রোবকারি "জি" ফরমে বোর্ড লিপিবদ্ধ করিবেন।

৯। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোন দফাদার অথবা চৌকিদারকে জরিমানা করিলে, তিনি তাহার একটি রোবকারি "জি" ফরমে লিখিয়া রাখিবেন; এবং ইহার একপ্রস্থ নকল সার্কল অফিসারের মারফতে বোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

১০। বোর্ড যখন কোন সভায় এইরূপ বিবেচনা করেন যে; কোন দফাদার অথবা চৌকিদারের একমাসের বেতনের সিকি ভাগের বেশী জরিমানা করিতে হইবে, তখন বোর্ড ৩ নিয়মের কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন এবং সার্কল অফিসারের নিকট কার্য্যবিবরণ "জি" ফরমে লিখিয়া পাঠাইবেন। সার্কল অফিসার তাঁহার মন্তব্যসহ উহা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

১১। কোন দফাদার অথবা চৌকিদারকে সদাচরণের জন্য যে ব্যাজ অথবা ষ্ট্রাইপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে, বোর্ড কোন অধিবেশনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিতে পারিবেন। এইরূপ অনুরোধের সঙ্গে ১০ নিয়মে উল্লিখিত সমগ্র রিপোর্ট থাকিবে এবং উহা সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে। সার্কল অফিসার তাঁহার মন্তব্য সহ উহা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

১২। যে দফাদার অথবা চৌকিদারের বিরুদ্ধে বোর্ড অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথবা যাহার সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

স্বয়ং অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহাকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন। এইরূপ সস্পেণ্ডের কথা বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করা হইবে। বোর্ড রিপোর্ট পাইয়া বদলি অন্য লোক লইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

১৩। বোর্ড কোন সভায় কোন দফাদার বা চৌকিদারকে নিম্নলিখিত প্রকারের পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন :—

(ক) নগদ টাকা পুরস্কার ;

(খ) সদাচরণের ব্যাজ অথবা ষ্ট্রাইপের আকারে পুরস্কার ;

(গ) কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কালে গ্রাচুয়িটী।

১৪। বোর্ড কোন অধিবেশনে যখন এইরূপ বিবেচনা করেন যে, কোন দফাদার অথবা চৌকিদারকে পুরস্কৃত করা উচিত, তখন বোর্ড তাহার বিবরণ সার্কল অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন। সার্কল অফিসার তাঁহার মন্তব্য সহ উহা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন ; বোর্ড যে বিবরণ দাখিল করিবেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে থাকিবে :—

(ক) যে কাজের জন্য পুরস্কারের অনুরোধ করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ ;

(খ) যে পুরস্কারের জন্য অনুরোধ করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ ;

(গ) ঐ দফাদার অথবা চৌকিদার পূর্ব্বে কোন পুরস্কার বা দণ্ড পাইয়াছে কি না।

১৫। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যখন কোন দফাদার অথবা চৌকিদারের পুরস্কার মঞ্জুর করেন, তখন তিনি এক হুকুম লিপিবদ্ধ করিয়া বোর্ডের নিকট তাহার একপ্রস্ত নকল পাঠাইবেন। উক্ত মঞ্জুরীর পর বেতন লইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম যে প্যারেডে সম্ভব সেই প্যারেডের দিনে ঐ পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১৬। ডিষ্ট্রীক্ট চৌকিদারী পুরস্কার তহবিল হইতে নগদ টাকা পুরস্কার এবং সদাচরণের ব্যাজ ও ষ্ট্রাইপের ব্যয় দেওয়া হইবে।

(৪)—দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন ও পুরস্কার দেওয়া, এবং জরিমানা আদায় করা।

১৭। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশমত নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে দফাদার ও চৌকিদারগণকে পূর্ব্ব মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাপ্য বেতন দিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেতন লইবার প্যারেডের তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া বোর্ডকে জানাইবেন।

১৮। বেতন দিবার নির্দ্দিষ্ট প্রতি তারিখের পূর্ব্বে বোর্ড "সি" ফরমে একখানা রেজিষ্টারী প্রস্তুত করাইবেন। তাহাতে দফাদার ও চৌকিদারগণের নাম, প্রত্যেকের প্রাপ্য বেতনের হার ও পরিমাণ, যে সময়ের বেতন দিতে হইবে তাহা, সমন জারী করিবার জন্য তাহাকে যে টাকা দিতে হইবে তাহা, এবং বেতন হইতে যদি কোন জরিমানা বাদ দিতে হয় তাহা হইলে তাহার পরিমাণ, লিখিত থাকিবে।

১৯। নির্দ্ধারিত তারিখে সমস্ত দফাদার ও চৌকিদার বোর্ডের আফিসে উপস্থিত হইবে এবং প্রেসিডেণ্ট সেখানে তাহাদের বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

২০। বেতন লইবার প্যারেড বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইবে, অথবা তিনি পরিচালনা করিতে অসমর্থ হইলে, প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সেই কাজ করিবার জন্য প্রেরিত বোর্ডের অন্য কোন সভ্য দ্বারা পরিচালিত হইবে।

২১। যে সময়ের বেতন দেওয়া হয় তাহার পূর্ব্বের সময়ের বেতন কোন দফাদার অথবা চৌকিদারের প্রাপ্য আছে কি না তাহা প্রেসিডেণ্ট প্রথমতঃ ঠিক করিয়া দেখিবেন এবং এইরূপ যে বেতন তিনি প্রাপ্য

দেখেন প্রথমতঃ তাহাই দিবেন ; তাহার পর তিনি চল্‌তি সময়ের বেতন দিবেন।

২২। যাহা দেওয়া হয় তাহা নগদ টাকায় এবং পূরাপূরি ভাবে দিতে হইবে। অগ্রিম কোন বেতন কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

২৩। কোন দফাদার অথবা চৌকিদারের নিকট হইতে প্রাপ্য জরিমানার টাকা তাহার প্রাপ্য বেতন শোধ করিবার অব্যবহিত পরেই, প্রেসিডেণ্ট আদায় করিয়া লইবেন। বেতন দেওয়ার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়েই জরিমানা আদায় করা হইবে না।

২৪। প্রদত্ত সমস্ত টাকা, এবং যে সমস্ত জরিমানা আদায় করা হয় তাহা, দফাদার বা চৌকিদারের বেতন শোধের খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। উহা "ডি" ফরমে রাখা হইবে এবং প্রেসিডেণ্ট তৎক্ষণাৎ ও সেই স্থানে উহাতে তারিখ বসাইবেন ও দস্তখত করিবেন।

২৫। ঐরূপে প্রদত্ত সমস্ত টাকা ও আদায়ী জরিমানা ঐ প্রকারে তখনই প্রেসিডেণ্ট "সি" ফরমে বোর্ডের বেতনের রেজেষ্টারীতে লিখিয়া রাখিবেন।

২৬। কোন দফাদার অথবা চৌকিদারের প্রাপ্য টাকা দেওয়া না হইলে সেই কথা ও না দেওয়ার হেতু প্রেসিডেণ্ট বেতনের রেজেষ্টারীর মন্তব্যের ঘরে সেই দফাদার বা চৌকিদারের নামের পাশে লিখিয়া রাখিবেন।

২৭। কোন দফাদার অথবা চৌকিদার যদি বেতনের প্যারেডে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য টাকা বোর্ডের আফিসে আমানত রাখা হইবে এবং বোর্ডের কোন মেম্বরের সম্মুখে প্রথম যে সুযোগ উপস্থিত হইবে তখনই উহা তাহাকে দেওয়া হইবে। বেতন

শোধের খাতায় এবং বেতনের রেজেষ্টারীতে উক্ত মেম্বর ঐ টাকা দেওয়া সম্বন্ধে তত্ত্বদিক করিবেন।

২৮। প্রেসিডেণ্ট দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন শোধ করিয়া, বিতরণের জন্য বোর্ডের নিকট প্রেরিত পুরস্কারগুলি বিতরণ করিবেন।

২৯। তলবের প্যারেড শেষ হইবামাত্র, সর্ব্বসমেত যে পরিমাণ অর্থদণ্ড আদায় করা হয় তাহা জেলার চৌকিদারী পুরস্কার তহবীলে জমা দিবার জন্য বোর্ড সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ট্রেজারীতে পাঠাইবেন। সেই সঙ্গে যত জরিমানা আদায় হইয়াছে তাহার মোট টাকার জন্য তিন প্রস্থ চালান পাঠাইতে হইবে; উহার উপর আদায়ের বিশেষ বিবরণগুলি লিখিত থাকিবে। ট্রেজারী হইতে যে দুই খানি চালান ফেরৎ পাওয়া যাইবে, তাহার একখানি সার্কল অফিসারের নিকট পাঠান হইবে এবং আর একখানি বোর্ডের আফিসে গাঁথিয়া রাখা হইবে। অথবা বোর্ড মণি-অর্ডার করিয়া ঐ টাকা সোজাসুজি ট্রেজারীতে পাঠাইতে পারিবেন; সেই সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিঠি লিখিয়া এই সংবাদ দিবেন। ট্রেজারী ঐ মণি-অর্ডারের কুপনটী চৌকিদারী বিভাগে দেখাইবেন; চৌকিদারী বিভাগ টাকা দিবার কথা লিখিয়া লইবেন এবং সার্কল অফিসারকে জানাইবেন।

৩০। বেতনের প্যারেড শেষ হইবামাত্র, বোর্ড কার্য্যপদ্ধতির একটী রিপোর্ট "ই" ফরমে সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইবেন।

(৫)—দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজসরঞ্জামের খরচা শোধ।

৩১। দফাদার ও চৌকিদারদের বাৎসরিক সাজসরঞ্জামের খরচা (উহা আনা নেওয়ার খরচাসহ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বোর্ডের অভিমত বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৩২। সার্কল অফিসার আগামী বৎসরের জন্য চৌকিদারী সাজসজ্জার খরচ চাহিবার এক নোটিস "এফ" ফরমে ৩১ই ডিসেম্বর নাগাইত বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন।

৩৩। চৌকিদার ও দফাদারগণের সাজসজ্জার খরচ বোর্ড প্রতি তিন মাস অন্তর এক এক কিস্তিতে দিবেন। দফাদারগণের কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলকেই এই টাকা পূরাপুরি দেওয়া হইবে। বোর্ড ঐ টাকা তিন প্রস্ত চালানের সহিত ট্রেজারীতে পাঠাইবেন; প্রতি তিন মাসে তলবের যে শেষ প্যারেড্ হয়, ঐ টাকা পাঠাইতে সেই প্যারেডের পরের দিন অপেক্ষাও যেন দেরী করা না হয়। চালানের যে দুই প্রস্ত ট্রেজারী ফেরৎ পাঠাইবেন, তাহার একটী সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে, অপরটী বোর্ডের আপিসেই ফাইল করিয়া রাখা হইবে। অথবা, বোর্ড ঐ টাকা মণি-অর্ডার করিয়া সোজাসুজি ট্রেজারীতেই পাঠাইতে পারেন; সেই সঙ্গে চিঠি লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই খবর পাঠাইতে হইবে। ট্রেজারী মণিঅর্ডারের কুপনটী চৌকিদারী বিভাগে দেখাইবেন; চৌকিদারী বিভাগ টাকা দিবার কথা লিখিয়া সার্কল অফিসারকে জানাইবেন।

৩৪। সার্কল অফিসার যখন সাজসরঞ্জামের কোন চালান পান তখন "এইচ" ফরমে একখানা ইনভইস্ সহ উহা ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সেই ফরমের ১ম ভাগ সার্কল অফিসার পূরণ ও দস্তখৎ করিবেন এবং বোর্ড সেই সাজসরঞ্জাম পরবর্ত্তী বেতনের প্যারেডে বিতরণ করিবেন। বিতরণ শেষ হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড ২য় ভাগ পূরণ করিয়া সার্কল অফিসারের নিকট ইনভইস্ ("এইচ" ফরম) ফেরৎ পাঠাইবেন। বিতরণের বিস্তৃত বিবরণের নথিস্বরূপ ইউনিয়ন বোর্ড এই দ্বিতীয় ভাগের একটী নকল রাখিবেন।

(৬)—দফাদার ও চৌকিদারগণের কর্ত্তব্য।

৩৫।[১] * * *

৩৬। চৌকিদারদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি থাকিবে :—

(ক) ইউনিয়ন বোর্ড তাহার জন্য যে বিট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সে বোর্ডের আদেশমত নিয়মিতরূপে পাহারা দিবে, এবং ইউ-নিয়নের মধ্যে অন্যত্র পাহারা দিতে বোর্ড আদেশ না করিলে, সমস্ত রাত্রি সেই বিটে উপস্থিত থাকিবে ;

(খ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে যে মাষ্টার প্যারেড নির্দ্দেশ করেন সেই সেই প্যারেডে তাহাকে থানায় উপস্থিত হইতে হইবে ;

(গ) সে যে ইউনিয়নের অধীন সেই ইউনিয়নের যে কোন দফাদারের সমস্ত আইনসঙ্গত আদেশ সে পালন করিবে ;

(ঘ) সে যথাসাধ্য পুলিশকে তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করিবে এবং এই সকল কর্ত্তব্যপালনের সময়ে পুলিশ তাহাকে যে সব আইনসঙ্গত আদেশ দিবে সে তাহা পালন করিবে ;

(ঙ) অসুখের জন্য অথবা অন্য কোন যথেষ্ট কারণে যদি সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে যে দফাদারের অধীনে কাজ করে সেই দফাদারের নিকট অবিলম্বে সেই কথা রিপোর্ট করিবে।

৩৭। বিশেষ প্রয়োজন অথবা কোন কয়েদীকে পাহারা দেওয়া বা তাহাকে লইয়া যাওয়া ছাড়া, খুচরা কাজ বা অন্য কাজের জন্য, কোন চৌকিদারকেই তাহার বিট হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইবে না। পুলিশ কর্ত্তৃক, বোর্ড কর্ত্তৃক, বোর্ডের কোন মেম্বর কর্ত্তৃক, অথবা অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক, নিজের চাকররূপে বা নীচ কাজের জন্য তাহাকে খাটান একেবারে নিষিদ্ধ।

৩৮। দফাদারের কর্ত্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি থাকিবে :—

(ক) অপরাধ নিবারণ ও শান্তিরক্ষাকার্য্যে সে যথাসাধ্য পুলিশকে

সাহায্য করিবে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন তাহা সে সম্পাদন করিবে ;

(খ) সে একখানা বাঁধা নোটবহি রাখিবে। সেই নোটবহি বোর্ড সরবরাহ করিবে। তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সে সেইমত খবর লিখিয়া রাখিবে ;

(গ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি আদেশ করেন তাহা হইলে নিম্নলিখিত ফরমে সে একখানি ডায়েরি রাখিবে :—

তারিখ।	যে গ্রাম পরিদর্শন করা হইয়াছে।	মন্তব্য—অপরিচিত লোকের ও দুষ্ট লোকের গতিবিধি ইত্যাদি।

এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যখন চাহিবেন তখনই এই ডায়েরি তাঁহার নিকট দাখিল করিবে ;

(ঘ) দিনে রাত্রে উভয় সময়েই ইউনিয়নের অথবা তাহার বিটের গ্রামসমূহ সে সময়ে সময়ে পাহারা দিবে ; এবং ইউনিয়নের মধ্যে পাহারা বিষয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের আদেশ মান্য করিবে ;

(ঙ) তাহার অধীন চৌকিদারগণ ঠিকমত তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করে কি না, তাহা সে পরীক্ষা করিবে, তাহা দেখিবার জন্য সে দায়ী থাকিবে, এবং চৌকিদারগণের যে সব কাজ তাহার দেখা উচিত সেই সব কাজ করিতে যদি চৌকিদারেরা অমনোযোগিতা করে তবে তাহার কৈফিয়ৎ সে দিবে ;

(চ) সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ চারি রাত্রিতে সে অন্ততঃ দুই জন চৌকিদারের বিটে পূর্ব্বে না জানাইয়া যাইবে, এবং চৌকিদারগণ সতর্ক

আছে কি না ও তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে কি না তাহা দেখিবে ;

(ছ) থানা অথবা বোর্ডের আফিসে সে মাষ্টার প্যারেডে উপস্থিত থাকিবে। সেখানে সে তাহার অধীন চৌকিদারগণের অসদাচরণ সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবে এবং যে চৌকিদার অনুপস্থিত থাকে তাহার অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিবে ও যাহারা উপস্থিত থাকে তাহারা ঠিকমত উর্দ্দি পরিয়া আসিয়াছে কি না তাহা দেখিবে ;

(জ) তাহার অধীন কোন চৌকিদার যদি অসুখের জন্য অথবা অন্য কোন যথেষ্ট কারণে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে তৎসম্বন্ধে বোর্ডকে অবিলম্বে সংবাদ দিবে এবং তাহার বদলে যাহাতে অন্য লোক নিযুক্ত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে ;

(ঝ) এই আইনের ২৩ (১) ধারার (।০), (।/০), (।৶০) এবং (৷।০) প্রকরণে উল্লিখিত খবর গুলি পুলিশের নিকট দিতে সে বিশেষভাবে বাধ্য থাকিবে যথা :—

(/০) বেসরকারী লোক কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার ;

(৶০) ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত দুষ্ট লোকের গতিবিধি ;

(৷/০) নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের আগমন ;

(।০) কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কোন স্থানীয় খবর চাহিলে সে দিবে ; এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সময়মত খবর দেওয়ার জন্যও সে বাধ্য থাকিবে—

(১) ইউনিয়নের মধ্যে অপরিচিত লোকদের অথবা যে সব দুষ্ট লোক দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের গতিবিধি ;

(২) শান্তিভঙ্গ হইলে অথবা তাহার সম্ভাবনা ঘটিলে ; এবং

বোর্ড যখনই আদেশ করিবেন তখনই সে উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে চৌকিদারগণ অথবা সে নিজে কি করিয়াছে তাহা বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করিবে ;

(ঞ) ফেরারী আসামীদের গ্রেপ্তার করাইতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে সব খবর পাওয়া যাইতে পারে তাহা পুলিশকে দিতে সে বিশেষভাবে তৎপর হইবে ;

(ট) সে ইউনিয়ন রেট আদায়কারী ব্যক্তিকে উহা আদায় করিতে সাহায্য করিবে।

৩৯। যে কাজে কোন দফাদারকে তাহার ইউনিয়নের বাহিরে যাইতে হয়, অথবা (অনেক দফাদারের মধ্যে যদি সে একজন হয় তাহা হইলে) তাহার নির্দ্দিষ্ট বিটের বাহিরে যাইতে হয়, সেই কাজে তাহাকে সাধারণতঃ নিযুক্ত করা হইবে না।

(৭)—দফাদার ও চৌকিদার কর্ত্তৃক পরোয়ানা জারী।

৪০। ইউনিয়ন বেঞ্চ অথবা ইউনিয়ন কোর্ট যে সব পরোয়ানা বাহির করেন তাহা দফাদার ও চৌকিদারগণ জারী করিবে। তাহারা নিম্নলিখিত পরোয়ানাগুলিও জারী করিবে :—

(৴০) রাজস্ব—

গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট ছাড়া অথবা সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট ছাড়া সমস্ত পরোয়ানা ;

(৵০) ফৌজদারী—

গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট অথবা খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট অথবা সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট ছাড়া সমস্ত পরোয়ানা।

কিন্তু, কোন কোর্ট কোন পরোয়ানা দফাদার অথবা চৌকিদারের

দ্বারা জারী করাইবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডে না পাঠাইয়া, সেই কোর্টের পরোয়ানাজারীকারী কর্ম্মচারী দ্বারা জারী করাইতে পারিবেন।

৪১। যে সব পরোয়ানা দফাদার অথবা চৌকিদার দ্বারা জারী করাইতে হইবে তাহা সরাসরিভাবে বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে। কোন্ দফাদার অথবা চৌকিদার কর্তৃক প্রত্যেক পরোয়ানা জারী করা হইবে তাহা প্রেসিডেণ্ট ঠিক করিবেন এবং যে দফাদার অথবা চৌকিদার পরোয়ানা জারী করিবে তাহার নাম প্রত্যেক পরোয়ানাতে পৃষ্ঠলিপি করিবেন। দফাদার নিজে যে সব পরোয়ানা জারী করিবে এবং তাহার অধীন চৌকিদারগণ যে সব পরোয়ানা জারী করিবে, তাহা প্রেসিডেণ্ট দফাদারের হাতে দিবেন এবং চৌকিদারগণ যে সব পরোয়ানা জারী করিবে তাহা দফাদার চৌকিদারদিগের হাতে দিবে। এই ভাবে জারীর পর দফাদার সমস্ত পরোয়ানা প্রেসিডেণ্টের নিকট দিবে,এবং যে কর্তৃপক্ষ পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রেসিডেণ্ট তাহা ফেরৎ পাঠাইবেন।

৪২। যে সকল পরোয়ানা প্রেসিডেণ্টের নিকট জারীর জন্য প্রেরিত হয়,তিনি "আই" ফরমে সেই পরোয়ানাগুলির একটী রেজিষ্টারী রাখিবেন।

৪৩। পরোয়ানা লইবার জন্য যে যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, প্রত্যেক দফাদার প্রেসিডেণ্টের নিকট সেই সেই সময়ে উপস্থিত হইবে, এবং চৌকিদারদের দ্বারা জারীর জন্য যে সব পরোয়ানা পৃষ্ঠলিপি করা হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে সেই সেই চৌকিদারগণের নিকট দিবে।

সমস্ত পরোয়ানাই যথাসম্ভব সত্বর জারী করা হইবে এবং ফেরত পাঠান হইবে।

৪৪। (১) প্রত্যেক পরোয়ানা জারীর জন্য ইউনিয়ন তহবিলে ৵০ আনা ফি দিতে হইবে। কালেক্টর অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাজেট হইতে ফিসের খরচা দেওয়া হইবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে পরোয়ানা জারী করে তাহাকে ঐ ফী হইতে অন্ততঃ ছয় পয়সা দেওয়া হইবে। বাকী দুই পয়সা, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মতিক্রমে, যাহার উপর পরোয়ানার রেজিষ্টারী রাখিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা জারীকারককে দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) প্রত্যেক তিন মাসের শেষে কালেক্টর অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের নাজির এক একটী ইউনিয়ন করিয়া বিল তৈয়ারী করিবেন, এবং সেই সকল বিল ভাঙ্গাইয়া প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

৪৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৬৮ (২) ধারামতে দফাদার ও চৌকিদারগণ রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। পরোয়ানা কি ভাবে জারী করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি উপদেশাবলী প্রত্যেক দফাদার ও চৌকিদারকে বোর্ড সরবরাহ করিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাবসংক্রান্ত নিয়মাবলী।

[১০১ ধারার (চ) এবং (ড) দফা দ্রষ্টব্য।]

বাজেট এষ্টিমেট।

১। (১) ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেটের এষ্টিমেট, যাহা আগামী বাঙ্গালা বৎসরের জন্য ১ নং ফরমে প্রস্তুত করা হইবে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে, যথা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ।

(২) প্রথম ভাগে এই আইনের ৩৭ (ক) ধারামতে কেবলমাত্র আদায় গুলি, এবং ঐ সমস্ত টাকা আদায় করিতে যে খরচ হয় ও চৌকিদার ও দফাদারদের জন্য যে খরচ হয়, তাহা লেখা হইবে।

(৩) দ্বিতীয় ভাগে জমার দিকে এইগুলি থাকিবে :—

(ক) এই আইনের ৩৭ (খ) ধারা অনুযায়ী আদায় ;

(খ) এই আইনের ৩৩ ধারার নিয়মবিধি অনুযায়ী জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের নিকট হইতে যে টাকা প্রাপ্য থাকে ; এবং

(গ) সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহে সাহায্যকরণার্থ, ৪৫ ধারার প্রথম ভাগ অনুসারে জেলা বোর্ড অপর যে সকল টাকা দেন।

এবং খরচের দিকে –

রাস্তা, ড্রেণ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, জঙ্গাল পরিষ্কার, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতিতে যে খরচ হয় তাহা,

লেখা থাকিবে।

(৪) উপরোক্ত (খ) দফায় উল্লিখিত টাকার পরিমাণ, যে কাজের

জন্য উহা অভিপ্রেত তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দিবার সময়, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ড পাকাপাকিভাবে স্থির করিয়া দিবেন ; ঐরূপে হস্তান্তরিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের প্রকৃত গড় খরচ ধরিয়া উহা হিসাব করা হইবে। উপরোক্ত (গ) দফায় যে সমস্ত টাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প ; সুদক্ষভাবে পরিচালিত হউক বা না হউক, জেলার সকল ইউনিয়ন বোর্ডকেই, তাহারা যাহাতে তাহাদের সাধারণ দৈনন্দিন খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ঐ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকাগুলি কয়েক বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত হইবে। (খ) ও (গ) এই উভয় দফা অনুযায়ী টাকার পরিমাণ, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ড, যে বৎসরের বাজেট তাহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩শে ডিসেম্বরের পরে না হয় এমন সময়ে জানাইবেন।

(৫) সুদক্ষভাবে পরিচালিত হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ, ৪৫ ধারা অনুসারে, অথবা ঐ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে, ইউনিয়ন বোর্ড পরবর্ত্তী বৎসরে জেলা বোর্ডের নিকট হইতে যে বিশেষ টাকা পাইবেন তাহা, এবং ঐ টাকা হইতে যে খরচ করা হইবে তাহা, তৃতীয় ভাগে লিখিত হইবে।

(৬) ডিসেম্বর মাসে নিজের বাজেট আলোচনার সময়, জেলা বোর্ড, (৫) প্রকরণে উল্লিখিত বিশেষ অর্থদান হিসাবে ও উপরোক্ত (খ) ও (গ) দফায় উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট দান হিসাবে সমস্ত জেলার জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করিবেন তাহা স্থির করিবেন ; কিন্তু (৫) প্রকরণ অনুসারে কোন ইউনিয়ন বোর্ডকে যে টাকা দেওয়া হইবে তাহা, যে বৎসরের জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হয় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধে সার্কল অফিসারের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া জেলা বোর্ড স্থির করিবেন। যেখানে ৩৭ ধারার (খ) দফা

অনুসারে কোন রেট ধার্য্য করা না হয় সেখানে, উপরোক্ত (খ) ও (গ) দফা অনুসারে প্রদত্ত সাধারণ গ্রাণ্ট ছাড়াও, সুপরিচালনের পুরস্কার স্বরূপ (৫) প্রকরণ অনুসারে বিশেষ অতিরিক্ত গ্রাণ্টও দেওয়া যাইতে পারিবে। ১৯ বিধি অনুসারে সার্কল অফিসারের হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট ৩০শে জুন বা তাহার পূর্ব্বে জেলা বোর্ডের নিকট পৌছান চাই; এবং জেলা বোর্ড, ঐ রিপোর্ট হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যদক্ষতার যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া এবং ৩৭ ধারার (খ) দফা অনুসারে গত বৎসরে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করিয়া, ৪৫ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে বিশেষ অর্থদান স্বরূপ জেলা বোর্ডের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। এইরূপে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তাহা জেলা বোর্ড ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ডকে জানাইবেন।

১ক। (১) দফাদার ও চৌকিদারদের সম্পর্কীয় দফাগুলি ছাড়া হিসাবের অন্য দফাগুলির মঞ্জুরীর জন্য ইউনিয়ন বোর্ড বাজেট এষ্টিমেটের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রতি বৎসর ২৫শে জানুয়ারির তারিখে বা তৎপূর্ব্বে জেলা বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন। দফাদার ও চৌকিদারদের সম্পর্কীয় দফাগুলি (অর্থাৎ প্রথম ভাগের এক প্রস্ত নকল), মঞ্জুরীর জন্য ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে, সার্কল অফিসারের ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) বাজেট এষ্টিমেটের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের একখানি বাঙ্গালা নকল, ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিগৃহীত হইবামাত্র, সাধারণের পরিদর্শনের জন্য, ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে রাখিতে হইবে।

(৩) যে সকল ইউনিয়ন বোর্ড উপরোক্ত ১ বিধির (৫) প্রকরণে উল্লিখিত বিশেষ টাকা পাইবেন, তাঁহারা ৩০শে সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্ব্বে

বাজেট এষ্টিমেটের তৃতীয় ভাগ জেলা বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন ; ঐ ইউনিয়ন বোর্ড কি ভাবে ঐ বরাদ্দ টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ঐ ভাগে দেখাইতে হইবে।

১খ। বাজেট এষ্টিমেটের তৃতীয় ভাগে প্রদর্শিত প্রস্তাবিত খরচ দেখিয়া জেলা বোর্ড যদি সাধারণতঃ সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে অবিলম্বে ঐ টাকা দিতে প্রবৃত্ত হইবেন, যাহাতে ইউনিয়ন বোর্ড কাজের সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ইউনিয়ন বোর্ড পূর্ব্ব বৎসরে আপন কাজের দ্বারা যে বিশেষ গ্রাণ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার খরচ বিষয়ে উহাকে যতদূর সম্ভব আপন বিবেচনা মতে কাজ করিতে দেওয়া হইবে।

জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, বাজেটের তৃতীয় ভাগের একখানি নকল, সাধারণের পরিদর্শনের জন্য, ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে রাখিতে হইবে।

১গ। কোন স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রথম গঠিত হইলে, যে বৎসরে উহা গঠিত হয়, সেই বৎসরের অথবা তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের কেবল মাত্র কিয়দংশের জন্য উহা প্রথম এষ্টিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে পারিবে।

২। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের, (অথবা স্থলবিশেষে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের) মঞ্জুরী পূর্ব্বে না লইয়া, কোন দফাতেই বাজেটের অতিরিক্ত খরচা করা হইবে না, এবং ইউনিয়ন বোর্ড কোন সভা করিয়া মঞ্জুরী না দিলে একই দফার অধীন এক উপদফার টাকা অন্য উপদফায় খরচ করা হইবে না ; কিন্তু খুব জরুরী কাজ উপস্থিত হইলে প্রেসিডেণ্ট দশ টাকার অনধিক টাকা একই দফার অধীন এক উপদফা হইতে অন্য উপদফা বাবদে খরচ করিতে পারিবেন। প্রেসিডেণ্ট পরবর্ত্তী সভায় তাহা ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লইবেন।

ইউনিয়ন তহবিলের হেপাজত।

৩। ইউনিয়নের তহবিল প্রেসিডেণ্টের হেফাজতে থাকিবে অথব সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে ইউনিয়ন বোর্ড যদি মহকুমার সদরে বা সদরের নিকটে স্থিত হয়, তাহ হইলে প্রেসিডেণ্ট ঐ সদরের ট্রেজারী বা সব-ট্রেজারিতে একটি হিসা খুলিয়া ইউনিয়ন তহবিলের আমদানী টাকা জমা দিতে পারিবেন শেষোক্ত স্থলে একটী পাশবহি ও একটী চেকবহি প্রেসিডেণ্টকে দেওয় হইবে; প্রেসিডেণ্ট যে সমস্ত চেক বাহির করিবেন তাহা পাশ করিবা আদেশ ট্রেজারী অফিসারকে দেওয়া হইবে। চেক বহি প্রেসিডেণ্টে হেফাজতে থাকিবে।

যে স্থলে ইউনিয়নের তহবিল প্রেসিডেণ্টের হেফাজতে থাকে, সে স্থলে যদি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পোষ্টআফিস-সেভিংস্ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারি ব সব্-ট্রেজারি ইউনিয়ন বোর্ড আফিসের সাত মাইলের মধ্যে থাকে তবে ১০০৲ টাকার অধিক সমস্ত টাকা, এবং যদি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি ব সব্ট্রেজারি উক্ত আফিস হইতে অধিকতর দূরে থাকে, তাহা হইলে ১৫০৲ টাকার অধিক সমস্ত টাকা, ঐ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে, ট্রেজারিতে বা সব্ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে।

পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে, ট্রেজারিতে বা সব্-ট্রেজারিতে যে সমস্ত টাকা জমা দেওয়া হয় তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের নামে হইবে।

ক্যাশবহি।

৪। কোন ট্রেজারিতে অথবা সব-ট্রেজারিতে যাহার হিসাব রাখ হয় নাই এমন ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত আমদানী টাকা ও খরচা, যে তারিখে টাকা আদায় হয় অথবা খরচা হয় সেই তারিখেই, ২ নং ফরমে একটি ক্যাশবহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে; এবং কোন

ট্রেজারীতে অথবা সব-ট্রেজারীতে যাহার হিসাব আছে এমন ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত আমদানী টাকা ৩ নং ফরমে একটি ক্যাশবহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেই ট্রেজারি অথবা সব-ট্রেজারিতে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এবং চেকগুলি প্রেসিডেণ্ট দস্তখৎ করিবামাত্রই ক্যাশবহিতে খরচাগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। চাঁদা হিসাবে যে সব চেক পাওয়া যায় তাহার টাকা, চেকগুলি ভাঙ্গাইবার পরই ক্যাশবহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে; কিন্তু ট্রেজারী অথবা সব-ট্রেজারীতে যদি ইউনিয়ন বোর্ডের কোন হিসাব থাকে, তাহা হইলে প্রাদেশিক ও জেলার তহবিল হইতে চাঁদা বাবদে যে সব চেক পাওয়া যায় তাহা ঐ সকল ফণ্ডের হিসাবে বিপরীত দিকে জমা করিয়া লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের নামে জমা করা হইবে এবং যখন জমা পাশ-বহিতে উঠে তখন ক্যাশবহিতে ধরা হইবে।

প্রত্যেক মাসের শেষে ক্যাশবহিতে কৈফিয়ৎ কাটা হইবে। কিন্তু, যদি কাজের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া সার্কল অফিসার মনে করেন যে আরও অল্প সময় অন্তর অন্তর কৈফিয়ৎ কাটা দরকার, তাহা হইলে তিনি যেরূপ অন্তর অন্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন সেইরূপ অন্তর অন্তর কৈফিয়ৎ কাটিবার আদেশ দিবেন।

দ্রষ্টব্য।—যে তারিখে কৈফিয়ৎ কাটা হইয়াছে কেবল তাহার পরের দিনই ৩ নং ফরমের চতুর্থ ঘরে কোন লিখন করা যাইবে।

ইউনিয়ন রেট ধার্য্য ও সংগ্রহ করা।

৫। এই আইনের ৩৭ ধারামতে যে রেট বসান হইয়াছে তাহা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত হিসাবগুলি রাখা হইবে:—

(ক) আদায়ের রেজিষ্টারী (৪ নং ফরম);

(খ) দৈনিক আদায়ের বহি (৫ নং ফরম)।

আদায়ের রেজিষ্টারীর ২ এবং ৪ ঘর বৎসরের প্রারম্ভে পূরণ করা হইবে এবং ১ ও ৩ ঘর চলিত বৎসরের আসেস্‌মেন্ট নির্দ্ধারিত হইবামাত্র পূরণ করা হইবে।

৬। আদায়কারী মেম্বর অথবা কর্ম্মচারী প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ সমেত টাকা তৎক্ষণাৎ দৈনিক আদায়ের বহিতে জমা করিবেন। দৈনিক আদায়ের রেজিষ্টারী ও রসিদের মুড়িগুলি আদায়ী টাকা সহ প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে, এবং যে দিন আদায়কারী মেম্বর কিংবা কর্ম্মচারীর হাতে ২৫৲ টাকা বা তাহার অধিক পরিমাণ টাকা জমা হয় সেই তারিখে, প্রেসিডেণ্টের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে, এবং প্রেসিডেণ্ট আদেশ করিলে অন্য যে কোন সময়ে দাখিল করা যাইতে পারিবে। ইউনিয়ন তহবিলে জমা করিবার জন্য আদায়ী টাকা প্রেসিডেণ্টের নিকট দেওয়া হইবে এবং দৈনিক আদায় বহিতে তাঁহার রসিদ লওয়া হইবে। পরের দিন আদায়ী টাকা এই বহি হইতে আদায়ের রেজিষ্টারীতে তুলিয়া লওয়া হইবে। যে কোয়ার্টারে টাকা আদায় করা হয় সেই কোয়ার্টারের ঘরে টাকা জমা করিতে হইবে, যে কোয়ার্টারের বাবদে টাকা আদায় করা হয় সেই কোয়ার্টারের ঘরে নয়।

খোঁয়াড় ও খেয়ার ভাড়া।

৭। খোঁয়াড় ও খেয়ার ভাড়া কত আদায় হয় তাহা দেখিবার জন্য ও তাহার হিসাব দিবার জন্য ৬ নং ফরমে একটি রেজিষ্টারী রাখা হইবে।

৮। পাট্টা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে, খোঁয়াড় ও খেয়ার পাট্টাগ্রহীতাদিগকে ৬নং ফরমের ৯ম ঘরে নাম দস্তখৎ করিতে হইবে এবং বৎসরের অন্ততঃ এক কোয়ার্টারের ভাড়া অগ্রিম দিতে হইবে।

৯। যে সব পাট্টাগ্রহীতাদের পাট্টা শেষ হইয়াছে এবং যাহাদের পাট্টা নূতন করিয়া দেওয়া হয় নাই তাহাদের নিকট প্রাপ্য বকেয়ার জের টানিয়া আনিয়া এই রেজিষ্টারী খোলা হইবে। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব হইতে টাকাগুলি বসাইতে হইবে এবং তাহা ৬নং ফরমের ৬ ঘরে, যে বৎসরের বকেয়া প্রাপ্য থাকে তদনুসারে সাজাইয়া একটির নীচে আর একটি ক্রমিকভাবে লিখিতে হইবে। এইরূপ শেষ হওয়া পাট্টা সম্বন্ধে ৭ হইতে ৯ ঘর পূরণ করার আবশ্যকতা নাই। চলিত পাট্টার বাবদে সমস্ত তলব এবং যে যে তারিখে সেই বাবদে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা যথাক্রমে ৭ ও ৮ ঘরে লিখিতে হইবে। ৬ ও ৭ ঘরে যাহা লেখা হয় তাহার প্রত্যেক দফা প্রেসিডেণ্ট তজ্‌দিক্ করিয়া, ১০ ঘরে প্রত্যেক দফার পাশে তারিখ সহ তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিবেন।

১০। সমস্ত আদায় ও আদায়ের তারিখ যথাক্রমে ১১ ও ১২ ঘরে লিখিত হইবে এবং এইরূপভাবে আদায় করা সমস্ত টাকা একেবারে "খোঁয়াড় বাবদ আদায়" শীর্ষক ক্যাশবহির ৫ ঘরে অথবা "খেয়া বাবদ আদায়" শীর্ষক ৩ ঘরে জমা করা হইবে। ১১ ঘরে যে সব দফা লেখা থাকে তাহা প্রেসিডেণ্ট ক্যাশবহির সহিত মিলাইয়া লইবেন এবং ১৫ ঘরে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিবেন।

১১। যখন কোন কারণে কোন পাট্টা রদ করা হয় এবং খোঁয়াড় অথবা খেয়া পুনরায় বিক্রয় করা হয় বা তুলিয়া দেওয়া হয়, তখন উপস্থিত তারিখ পর্য্যন্ত প্রাপ্য টাকার হিসাব করিয়া উপস্থিত তারিখ পর্য্যন্ত যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে।

রসিদ।

১২। ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়ন রেট বাবদে ছাড়া অন্য যে সমস্ত টাকা পান তাহার জন্য প্রেসিডেণ্টের যথারীতি স্বাক্ষরিত ৭ নং ফরমে একটি রসিদ, যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহাকে দিতে হইবে।

রেহাই।

১৩। ইউনিয়ন বোর্ড অধিবেশন করিয়া মঞ্জুর না করিলে কাহাকেও কোন রেহাই দেওয়া হইবে না।

দাবী শোধ।

১৪। প্রত্যেক বিলে, বা ইউনিয়নের তহবিল হইতে টাকা পাইবার অন্য দাবীতে, পাওনা টাকার বিস্তারিত বিবরণ থাকিবে, এবং যে সব ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে টাকা পাইবে তাহারা উহাতে দস্তখৎ করিবে এবং (১৫ নিয়মানুসারে প্রদত্ত অগ্রিম টাকা ছাড়া) উহাতে এইরূপ সার্টিফিকেট থাকিবে যে, যে কাজের জন্য বিল করা হইয়াছে তাহা যথার্থ সম্পন্ন হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট অথবা লোকাল্ বোর্ডের কোন কর্ম্মচারীর তত্বাবধানে যখন কাজ সম্পাদিত হয়, তখন সেই কর্ম্মচারী সার্টিফিকেটে দস্তখত করিবেন। অন্যান্য স্থলে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যেক স্থলে আপন পক্ষে স্বাক্ষর করিবার জন্য যে মেম্বরকে ক্ষমতা দেন তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। নগদ টাকায় শোধ করিবার সময় অথবা চেক বাহির করিবার সময়, প্রেসিডেণ্ট পাওনাদারের নিকট হইতে রসিদ লইবেন। সেই রসিদ দরকার হইলে ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে। প্রেসিডেণ্ট নিম্নলিখিত কথাগুলি বিলের পৃষ্ঠে লিখিবেন “ টাকা—নগদ / নং চেক দ্বারা—দেওয়া হইল”। কথায় ও অঙ্কে টাকার পরিমাণ লিখিতে হইবে। পৃষ্ঠ-লিপিতে তারিখ সহ প্রেসিডেণ্টের নাম স্বাক্ষরিত থাকিবে এবং ক্যাশবহিতে যেরূপ থাকে সেইমত ভাউচারের নম্বর থাকিবে। নিরক্ষর লোককে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা যে কর্ম্মচারী টাকা দেন তিনি ছাড়া আর একজন উপযুক্ত সাক্ষী তজ্‌দিক্ করিবেন।

অগ্রিম দেওয়া।

[দ্রষ্টব্য—ইউনিয়ন বোর্ডের কোন মেম্বরের অথবা কোন কর্ম্মচারীর কিংবা ডিষ্ট্রিক্ট বা লোকাল বোর্ডের কোন কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে, কোন কণ্ট্রাক্টর দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ ভাবে ইউনিয়ন বোর্ডের কোন মেম্বর দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত কাজ সম্পাদিত হইতে পারিবে ; কিন্তু ঐরূপ মেম্বর, লোকাল বোর্ডের মঞ্জুরী ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষভাবে ঐ কাজে লাভের অংশী হইতে পারিবেন না কিংবা ঐ কাজের সম্পর্কে কোন চুক্তিতে অংশী থাকিতে পারিবেন না।]

১৫। ইউনিয়ন বোর্ডের কোন মেম্বর দ্বারা অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের কোন মেম্বরের তত্ত্বাবধানে কোন কণ্ট্রাক্টর দ্বারা যদি কোন কাজ সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন বোর্ডের মঞ্জুরী লইয়া ঐ মেম্বরকে অথবা কণ্ট্রাক্টরকে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে। যে ব্যক্তিকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয় তিনি তাহার যথাযথ হিসাব রাখিবেন এবং ভাউচার দ্বারা সমর্থিত একটী হিসাব, যে তারিখে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট দাখিল করিবেন। পূর্ব্বেকার অগ্রিম টাকা না মিটিলে পুনর্ব্বার অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে না।

১৬। ১৫ নিয়মানুসারে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবামাত্র. প্রেসিডেন্ট ক্যাশবহির খরচার দিকে (৩নং অথবা ২নং ফরম—স্থানীয় ট্রেজারীতে ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাব থাকিলে বা না থাকিলে) "অগ্রিম দেওয়া টাকা"—এই দফার নীচে খরচা বলিয়া উহা লিখিয়া রাখিবেন এবং খরচার দিকে (২নং ফরমে ১৫, ১৬, ১৭ ও ২৯ ঘর অথবা ৩নং ফরমে ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ৩৪ ঘর, যখন যেরূপ খাটে) আবশ্যকমত দফাগুলি লিখিবেন। টাকা দিবার আদেশগুলি ভাউচারস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে এবং উহাতে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হইবে, এবং ঐ ক্রমিক নম্বরগুলি

খরচের দিকে (২নং ফরমের ১৭ ঘর কিংবা ৩নং ফরমের ২১ ঘর) লিখিতে হইবে। অগ্রিম টাকা দেওয়ার রেজিষ্টারীর খরচার দিকে ১ হইতে ৪ ঘরে অগ্রিম দেওয়া টাকা লিখিতে হইবে, এবং যাহাদিগকে অগ্রিম দেওয়া হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রেজিষ্টারীতে একটী পৃথক্ হিসাব রাখিতে হইবে। একাধিক কাজের জন্য একই ব্যক্তিকে অগ্রিম যে টাকা দেওয়া হয় তাহা ক্যাশবহি ও অগ্রিম টাকা দেওয়ার রেজিষ্টারী দুইটীতেই পৃথক্ দফারূপে লিখিয়া রাখিতে হইবে। নগদ টাকাতে অথবা কাজের বিলে যখন অগ্রিম টাকা আদায় করা হয়, তখন অগ্রিম টাকা দেওয়ার রেজিষ্টারীর জমার দিকে ৬ হইতে ৯ ঘরে আবশ্যকমত দফাগুলি লিখিতে হইবে। যদি অগ্রিম দেওয়া টাকা নগদ টাকায় আদায় করা হয়, তাহা হইলে উহা ক্যাশবহির জমার দিকে (২ অথবা ৩নং ফরম) 'অগ্রিম আদায়' বলিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু, যদি কাজের বিলে টাকা আদায় করা হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ টাকা হিসাব নিকাশের রেজিষ্টারীতে (৯নং ফরম) শুধু ৪ ঘরে জমা বলিয়া নহে পরন্তু খরচার দিকেও (৬ হইতে ১১ ঘরে) উপযুক্ত শীর্ষাধীনে লিখিতে হইবে। এক এক মাসের হিসাবনিকাশের রেজিষ্টারীর মোট টাকাগুলি ক্যাশবহির উপযুক্ত শীর্ষাধীনে (২নং ফরমের খরচার দিকের ১৩ ঘর ও ২০ হইতে ২৬ ঘর, অথবা, স্থলবিশেষে, ৩নং ফরমের খরচার দিকের ১৩ ঘর ও ২৫ হইতে ৩০ ঘর) লিখিয়া রাখিতে হইবে।

বাৎসরিক হিসাব।

১৭। বৎসর শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব, ইউনিয়ন বোর্ডের বাৎসরিক হিসাব প্রস্তুত করা হইবে। তাহাতে হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষের অধীনে সেই বৎসরের মোট জমা ও খরচ, এবং হিসাব খুলিবার সময় গত বৎসরের যে জের টানা হয় তাহা, ও গত বৎসরের জের বাকী

দেখান হইবে। ঐ হিসাব ক্যাসবহির মত একটি ফরমে প্রস্তুত করা হইবে। জের বাকী প্রকৃত প্রস্তাবে গণনা করিবার পর এবং ট্রেজারি অথবা সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাসবহির সহিত মিলাইবার পর, এই হিসাব ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে। উহার এক প্রস্ত নকল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটও দাখিল করিতে হইবে।

১৮। চৌকিদার ও দফাদারের বাবদে যে খরচা হয় তাহার এবং অন্য সেরিস্তা খরচা থাকিলে তাহার বর্ণনাসহ বাৎসরিক খরচার একটি চুম্বক ১০ নং ফরমে প্রস্তুত করিয়া, বৎসর শেষ হইবার পর এক মাসের অনধিক কালের মধ্যে, তাহার এক প্রস্ত নকল ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বরদের স্বাক্ষরসহ ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে অথবা সেই ইউনিয়নের গ্রামবাসীরা সচরাচর যে নিকটবর্ত্তী হাটে যায় সেই হাটে টাঙ্গাইয়া প্রকাশিত করা হইবে।

হিসাব পরীক্ষা ও পরিদর্শন।

১৯। (১) সার্কল অফিসার ইউনিয়নের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাব সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং ঐরূপ পরীক্ষার উপর ও গত বৎসরের ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যের উপর একটি রিপোর্ট তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের ৩০শে জুন বা তাহার পূর্ব্বে জেলা বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন। পরীক্ষার সময়ে প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত হিসাব এবং হাতে যে নগদ টাকা মজুত থাকে তাহাও উপস্থিত করিবেন; এই টাকা সার্কেল অফিসার গণিয়া দেখিবেন। সার্কেল আফিসার হিসাব ও পাশবহি পরীক্ষা করিবার পর ও ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য পরিদর্শন করিবার পর ঐ রিপোর্ট লিখিবেন। ইউনিয়নে তাঁহার আগমনের নোটিশ দেওয়া হইলে পর তিনি প্রকাশ্যে ঐ পরিদর্শন করিবেন।

(২) এই আইনের ৫২ ধারায় উল্লিখিত বা তদধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত

কোন ব্যক্তি যখন ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করেন তখন হাতে যে টাকা মজুত থাকে তাহা প্রেসিডেণ্টকে উপস্থিত করিতে বলা হইলে তিনি তাহা উপস্থিত করিবেন।

মন্তব্য।—(১) হিসাব পরীক্ষার সময় সার্কল অফিসারকে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে :—

রেজিষ্টারের কোন লিখনের সঙ্গে রসিদ মিলাইয়া দেখা বা এক রেজিষ্টারের সঙ্গে আর এক রেজিষ্টার মিলাইয়া দেখা, কেবলমাত্র ইহাই সার্কল অফিসারের কাজ হইবে না। সেই বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ড আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা আদায় করিয়াছেন কি না তাহা তিনি ঠিক করিয়া জানিবেন, এবং বাকী পড়িলে টাকা আদায়ের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা তিনি লিখিবেন। যেমন, খোঁয়াড়ের সম্বন্ধে তিনি ঠিক করিয়া জানিবেন যে, যে টাকায় প্রত্যেক খোঁয়াড় বিলি করা হইয়াছিল সেই পুরা টাকা ইউনিয়ন বোর্ড সেই বৎসরে আদায় করিয়াছেন কি না ; আদায় না করা হইয়া থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতি কোয়ার্টারে অগ্রিম টাকা আদায়ে কড়াকড়ি করিয়াছেন কি না, এবং ইজারাগ্রহীতা টাকা দিতে অক্ষম হইলে, ইউনিয়ন বোর্ড তাহার পাট্টা বাতিল করিয়া বৎসরের অবশিষ্ট অংশের জন্য খোঁয়াড় পুনরায় বিলি করিয়াছেন কি না তাহা তিনি লিখিবেন। ইউনিয়ন রেট্ সম্বন্ধে, সার্কল অফিসার দেখিবেন, বৎসরের মধ্যে যাহাতে রেট্গুলি নিশ্চয় আদায় হয় সে সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ড তৎপর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না ; যেমন ইউনিয়ন বোর্ড বাকিদারদের তালিকা প্রচার করিয়াছিলেন কি না ; যথাসময়ে ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করিয়াছিলেন কি না ; এবং বাকিদারদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বকেয়া রেট্ আদায়ের জন্য তৎপর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না। তাহা না করা হইয়া থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ডের কোন কৈফিয়ৎ দিবার আছে কি না তাহা সার্কল অফিসার ঠিক করিয়া জানিবেন। যে সমস্ত বকেয়া টাকা তামাদি হয় নাই তাহা আদায় করিতে তখনও কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও সার্কল অফিসার বোর্ডকে পরামর্শ দিবেন। খরচ সম্বন্ধে সার্কল অফিসারকে মনে রাখিতে হইবে যে, রসিদে ও ক্যাশবহিতে যে উদ্দেশ্যে খরচা দেখান হইয়াছে, টাকা যে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই উদ্দেশ্যে খরচ হইয়াছে, তাহা ভাউচার বা রসিদ দ্বারা সকল সময়ে প্রমাণিত না। দুইটি বা তিনটি দফা যদৃচ্ছাক্রমে বাছিয়া

লইয়া সার্কল অফিসার স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরিমাণ টাকা খরচ করা হইয়াছে কি না।

(২) হিসাব-পরীক্ষা হইবার পর যত সত্বর সম্ভব ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সার্কল অফিসার কোন আপত্তি ও প্রস্তাব করিয়া থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য এবং তদ্বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বোর্ডের একটী সভা আহ্বান করিবেন। হিসাব পরীক্ষক যে সমস্ত ত্রুটি বা অনিয়ম প্রদর্শন করেন, প্রেসিডেন্ট তাহার প্রতীকার করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তৎসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ সহ একটী বর্ণনাপত্র সভার অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তিনি সার্কল অফিসারকে দিবেন; সার্কল অফিসার উক্ত বর্ণনাপত্রের এক প্রস্থ নকল সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং (চৌকিদার ও দফাদারগণের সম্পর্কিত সকল দফা বাদ দিয়া) অপর এক প্রস্থ নকল লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাইবেন। সবডিভিসনাল অফিসার বর্ণনাপত্রের একটী নকল ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

জমি ও সাধারণের পথস্বত্বের রেজিষ্টারী।

২০। মালিক অথবা তত্ত্বাবধায়করূপে ইউনিয়ন বোর্ডের অধিকারে রাস্তা সমেত যে সমস্ত জমি, রাঁস্তার পাশের জমি, বাড়ীর ও পুকুরের জায়গা প্রভৃতি থাকে, তাহার একটি যথাযথ লিখন ১১ নং ফরমে রাখা হইবে। এই রেজিষ্টারীতে প্রদর্শিত কোন জমি যদি বিক্রয় করা হয় অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের অধিকার হইতে অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে যে লিখন থাকে তাহা কাটিয়া দিতে হইবে এবং হস্তান্তর বা বিক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় মন্তব্যের ঘরে লিখিতে হইবে ও উহাতে প্রেসিডেন্ট তাঁহার নাম সহি করিবেন। রেজিষ্টারী প্রত্যেক বৎসর প্রেসিডেন্ট পরীক্ষা করিবেন এবং উহা তাঁহার স্বাক্ষর ও তারিখ দ্বারা তজ দিক্ করা হইবে।

এই রেজিষ্টারীতে, স্থল কিংবা জলপথে, সাধারণের সমস্ত পথস্বত্ব

(right of way) লিখিয়া রাখা হইবে। যাহাতে সাধারণের পথস্বত্ব আছে এমন কোন রাস্তা যদি গবর্ণমেণ্ট বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যথা-রীতি গ্রহণ করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ৭, ১১ এবং ১২ ঘরে তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক স্থলেই, খুব আধুনিক সেটেলমেণ্টের অথবা প্রামাণিক অন্য কোন ম্যাপে যে সব দাগ আছে তাহাদের নম্বর ১২ ঘরে লিখিয়া রাখিতে হইবে। লিখন সম্পর্কিত জমির অন্তর্গত সমস্ত দাগগুলি যাহাতে ধরা হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ইউনিয়ন রেট ধার্য্য ও আদায় করণ।

[১০১ ধারার (ট) ও (ঠ) দফা দ্রষ্টব্য।]

ইউনিয়ন রেট ধার্য্য করা ও বসান।

১। (১) ১নং হিসাব ফরমে কোন বৎসরের বাজেট এষ্টিমেট তৈয়ারী করিবার পর, সেই বৎসরের অন্যূন আড়াই মাস পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ড একটি সভা করিয়া, যে সকল ব্যক্তির উপর রেট ধার্য্য করা যাইতে পারে তাহাদের অবস্থা ও ইউনিয়নের মধ্যস্থিত তাহাদের সম্পত্তি অনুসারে ইউনিয়ন রেট ধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কিন্তু, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পরিবর্ত্তনের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্ত সময় পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(২) কোন ইউনিয়নে যে বৎসরে কোন ইউনিয়ন বোর্ড প্রথম

গঠিত হয় সেই বৎসরের অথবা উহার পরবর্ত্তী বৎসরের কোন অংশবিশেষের জন্য উক্ত বোর্ড ইউনিয়ন রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন।

২। ইউনিয়ন বোর্ড প্রথমতঃ এক এক গ্রাম ধরিয়া (১ নং আসেসমেণ্ট ফরমে) যাহারা ইউনিয়নের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাড়ীর মালিক বা দখলিকার হয়, (সেই বাড়ীর সঙ্গে জমি থাকুক বা না থাকুক) সেই সকল ব্যক্তির একটী তালিকা প্রস্তুত করিবেন। সেই তালিকাতে ইউনিয়নের মধ্যে তাহাদের ব্যবসা, কারবার প্রভৃতির কথা, এবং ইউনিয়নের মধ্যে বাড়ী বা অন্য সম্পত্তি বা কারবার হইতে তাহাদের আনুমানিক বাৎসরিক আয় লিখিতে হইবে। যদিও পরে কাহাকেও কাহাকেও রেহাই দেওয়া হয়, তাহা হইলেও এইরূপ সকল ব্যক্তির নাম ঐ তালিকাতে লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের দখলিভুক্ত রেলওয়ে হোল্ডিংগুলির সম্বন্ধে রেলওয়ে কোম্পানীকেই দখলিকার বলিয়া ধরিতে হইবে এবং সেই হোল্ডিংএ যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ বাস করেন তাঁহাদিগকে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে না।

৩। যাহার উপর রেট ধার্য্য করা হইবে তাহার দেনা ও দায় থাকিলে তাহা বিবেচনা করিয়া, বোর্ড ঐ ব্যক্তির আসেস্‌মেণ্টের যোগ্য মোট আয় নির্দ্ধারণ করিবেন, অর্থাৎ ইউনিয়নের মধ্যে,কারবার চালাইয়া বা অধিকৃত বাড়ী হইতে বা অন্য সম্পত্তি হইতে সেই ব্যক্তির যে আয় হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

৪। গবর্ণমেণ্ট অথবা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা রেলওয়ে কোম্পানি ইউনিয়নের মধ্যে কোন বাড়ীর মালিক হইলে বা বাড়ীতে বাস করিলে, ইউনিয়নের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বা উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অথবা রেলওয়ে কোম্পানির যে মোট সম্পত্তি আছে তাহার বাৎসরিক মূল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের উপর রেট ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট অথবা উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ বা রেলওয়ে কোম্পানি ইউনিয়ন বোর্ডকে যে বাৎসরিক রেট দিবেন তাহার মোট পরিমাণ ৮৪৲ টাকার অধিক হইবেনা।

ব্যাখ্যা। (১)—ঐ সম্পত্তি হইতে মোটের উপর ন্যায্যমত যে বাৎসরিক ভাড়া আশা করা যাইতে পারে তাহাই উহার বাৎসরিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে।

ব্যাখ্যা। (২)—যদি ঐ সম্পত্তি জমি ও ইমারত লইয়া হয়, এবং ঐ ইমারত নির্ম্মাণ করিবার প্রকৃত খরচা জানা যায় বা অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্য—ইমারত নির্ম্মাণের খরচার উপর শতকরা সাড়ে সাত টাকা করিয়া ধরিলে যাহা হয় সেই টাকা, ও ঐ সম্পত্তির অন্তর্গত জমির ন্যায্য ভাড়া, এই উভয়ের সমষ্টির পরিমাণের বেশী ধরা হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে বিষয়ক ১৮৯০ সালের ৯ আইনের ১৩৫ ধারা অনুসারে, তাঁহারা রেট্ দিতে বাধ্য বলিয়া যে পর্য্যন্ত রেলওয়ে কোম্পানীগণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ইউনিয়ন রেট্ দিতে বাধ্য নহেন।

৫। যে ব্যক্তি ইউনিয়নের মধ্যে কোন বাড়ীর মালিক নয় বা বাড়ীতে বাস না করে তাহার উপর রেট ধার্য্য করা যাইবে না। যে ব্যক্তি রেট দিতে বাধ্য সে যদি ইউনিয়নের মধ্যে বাস না করে, তাহা হইলে ইউনিয়নের মধ্যে সে যে সমস্ত বাড়ীর মালিক বা দখলিকার হয় সেই সমস্ত বাড়ীর উপর, এবং ইউনিয়নের মধ্যে কারবার চালাইয়া বা অধিকৃত ভূসম্পত্তি বা অন্য সম্পত্তি হইতে সেই ব্যক্তির যে আয় হয় সেই আয়ের উপর তাহার রেট ধার্য্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—কেহ কোন বাড়ীর এক অংশের মালিক হইলে বা এক অংশে বাস করিলেও সে ঐ বাড়ীর মালিক বা দখলিকার বলিয়া ধরা হইবে; এবং কোন বাড়ীতে বা বাড়ীর কোন অংশে বৎসরের কিয়দংশ

কাল মালিকীস্বত্ব থাকিলে বা বাস করিলেও সেই মালিক বা দখলিকার রেট দিতে বাধ্য হইবে।

মন্তব্য।—যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বাড়ীর ভাড়া দেয় সে ব্যক্তি ঐ বাড়ীতে বাস করে বলিয়া ধরা হইবে।

৬। উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত আসেস্‌মেণ্টের তালিকা ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক এক সভায় অনুমোদিত হইবে, এবং উহার যে অংশ যে গ্রামের পক্ষে খাটে সেই অংশ সেই গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে, বৎসর আরম্ভ হইবার অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে, প্রচার করিতে হইবে।

কিন্তু, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ঐ সময় পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৭। আসেস্‌মেণ্টের তালিকা প্রচারিত হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহাদের এক সভায় শুনিবেন ও তৎসম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন। যে সব আদেশ দেওয়া হইবে তাহা বোর্ডের মিনিটবহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৮। ৭ নিয়মে লিখিত তিন সপ্তাহ কাল অতীত হইলে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আসেস্‌মেণ্ট তালিকার একখানা দোকর প্রতিলিপি, ও তৎসঙ্গে বাজেটের একপ্রস্ত নকল, এবং যে তারিখে ও যে স্থানে আসেস্‌মেণ্টের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া একখানা সার্টিফিকেট, সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইবেন।

৯। আসেস্‌মেণ্টের তালিকা পাইয়া সার্কল অফিসার দেখিবেন যে—

(ক) তালিকায় সমস্ত কিংবা অধিকসংখ্যক সভ্যগণ দস্তখত করিয়াছেন কিনা, এবং উহা প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে কিনা;

(খ) বাজেটে ইউনিয়ন রেটের এষ্টিমেট্‌ বিশুদ্ধভাবে করা হইয়াছে কিনা ; এবং

(গ) রেট এষ্টিমেট্‌ করার সময়, পূর্ব্ব বৎসরের যে টাকা হাতে মজুত আছে তাহা ধরা হইয়াছে কি না।

যদি সার্কল অফিসার মনে করেন যে আসেস্‌মেণ্ট অন্যায় হইয়াছে অথবা বৎসরের জন্য আইনসঙ্গতভাবে যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে, কিংবা তাহা হইতে কম ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিবেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডকে আসেস্‌মেণ্ট সংশোধন করিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং বোর্ড তদনুসারে একটি সংশোধিত তালিকা তৈয়ারী করিবেন।

১০। সার্কল অফিসার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলে পর, আসেস্‌মেণ্টের তালিকা অথবা ৯ নিয়মানুসারে প্রস্তুত সংশোধিত তালিকা, ইউনিয়ন বোর্ড উপরোক্ত ৬ নিয়মে নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে বৎসরের প্রথম দিনের পূর্ব্বে (এবং যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাহার পর যথাসম্ভব সত্বর) প্রচার করিবেন।

১১। আসেসমেণ্টের তালিকা ১০ নিয়মানুসারে প্রচারিত হইবার পর যে কোন সময়ে, কোন ব্যক্তি যে বাড়ীতে বাস করা হেতু তাহার উপর রেট ধার্য্য হইয়াছে যদি সেই বাড়ীতে আর বাস না করে অথবা যে আয় বা সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহার উপর রেট ধার্য্য হইয়াছে যদি তাহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে ইউনিয়ন বোর্ড এক সভা করিয়া আসেস্‌মেণ্ট হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন, অথবা তাহার আসেস্‌মেণ্ট সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং বোর্ড যে তারিখ নির্দ্দেশ করেন সেই তারিখ হইতে ঐরূপ অব্যাহতি বা সংশোধন কার্য্যকর হইবে।

১২। উপরোক্ত ১০ নিয়মানুসারে আসেস্‌মেণ্টের তালিকা প্রকাশিত হইবার পর যে কোন সময়ে এবং অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নোটিশ

দিয়া, ইউনিয়ন বোর্ড এক সভা করিয়া, যে ব্যক্তি তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে তাহার উপর, অথবা অতঃপর যে ব্যক্তি আসেস্‌মেণ্টের যোগ্য হইয়াছে তাহার উপর, রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং যে আসেস্‌মেণ্ট কম হইয়াছে বলিয়া মনে করেন ও যাহা ভুল বা প্রতারণা-বশতঃ কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এই নিয়মানুসারে যে আসেস্‌মেণ্ট করা হয়, অথবা বৃদ্ধি করা হয় তাহা, যে কোয়ার্টারে উহা করা হয় তাহার আরম্ভ কাল হইতে, অথবা যে তারিখে আসেস্‌মেণ্টের যোগ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে, এই দুই তারিখের মধ্যে যাহা পরবর্ত্তী, সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

১৩। অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া, ইউনিয়ন বোর্ড আসেস্‌মেণ্টের তালিকায় উল্লিখিত কোন নামের পরিবর্ত্তে কোন বাড়ীর নূতন মালিকের অথবা দখলিকারের নাম বসাইতে পারিবেন ও ঐরূপ ব্যক্তির উপর রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন; এবং ঐ ব্যক্তি, যে কোয়ার্টারে আসেস্‌মেণ্টের তালিকায় তাহার নাম বসিয়াছে সেই কোয়ার্টারের প্রথম দিন হইতে অথবা যে তারিখে মালিকীস্বত্ব কিংবা দখলিস্বত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই দুই তারিখের মধ্যে যাহা পরবর্ত্তী হইবে, সেই তারিখ হইতে রেট দিতে বাধ্য হইবে।

ইউনিয়ন-রেট দিবার সময় ও প্রণালী।

১৪। ইউনিয়ন-রেট প্রতি তিন মাস অন্তর এক এক কিস্তিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক কোয়ার্টারের কিস্তি সেই কোয়ার্টারের প্রথম দিনে দেয় হইবে।

কিন্তু, ১২ অথবা ১৩ নিয়মানুসারে কোন আসেস্‌মেণ্ট হইলে, যে তারিখে উহা রেটদাতার গোচর করা হয় সেই তারিখে প্রথম কিস্তি দেয় হইবে।

১৫। ইউনিয়ন বোর্ড এক সভা করিয়া, রেট আদায় করিবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; ইঁহারা বোর্ডের মেম্বর হইতে পারেন। ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসেও রেট জমা দেওয়া যাইতে পারিবে। বোর্ড আফিসে এক বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া কোন্ সময়ে টাকা লইবার জন্য আফিস খোলা থাকিবে তাহা জানাইবেন।

১৬। যে তারিখে রেটের টাকা দেয় হয় তাহার পনর দিনের মধ্যে, প্রত্যেক করদাতা উক্ত আদায়কারী ব্যক্তির অথবা মেম্বরের নিকট কিংবা ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে সেই কিস্তি দিবেন বা দিবার জন্য উপস্থিত করিবেন।

১৭। করদাতা রেটের বাকী টাকা দিলে তাঁহাকে ২নং ফরমে রসিদ দেওয়া হইবে।

দ্রষ্টব্য।—এক বৎসরের খরচের জন্য কতগুলি রসিদের ফরম আবশ্যক হইতে পারে তাহার একটি এষ্টিমেট্ করিতে হইবে এবং সারা বৎসরের রসিদে পর পর ছাপান সংখ্যা থাকিবে এবং ১০০ খানা করিয়া এক একটী বহি বাঁধিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট প্রত্যেক রসিদে ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর লাগাইবেন এবং রসিদ বহিগুলি নিজের হেপাজতে রাখিবেন। তিনি যতগুলি বহি বাহির করেন তাহার একটি হিসাব রাখিবেন এবং তাহাদের কাজ শেষ হইবামাত্রই যাহাতে বহিগুলি ফেরত আসে তাহাও দেখিবেন। বক্রী ফরমগুলি বৎসরের শেষে নষ্ট করা হইবে।

১৮। কিস্তি দিবার তারিখের পর ১৫ দিন অতীত হইবামাত্র যে সকল ব্যক্তি সেই কোয়ার্টারের রেটের কিস্তি দেয় নাই ইউনিয়ন বোর্ড তাহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত করিবেন ; প্রত্যেক বাকীদারের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ও প্রত্যেক গ্রামের বাবদে যাহা বাকী থাকে তাহা সেই তালিকায় লেখা থাকিবে, এবং উহা সেই গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করা হইবে। যদি বাকীদারের কেহ ঐ তালিকা প্রচারের তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে প্রাপ্য

টাকা না দেয়, অথবা উহা না দিবার যথেষ্ট কারণ ইউনিয়ন বোর্ডকে না দেখায়, তাহা হইলে ১৯ হইতে ২৭ নিয়মে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে উহা আদায় করা হইবে।

বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়।

১৯। প্রেসিডেণ্ট, (অথবা প্রেসিডেণ্ট আদেশ করিলে, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) চৌকিদারকে দিয়া, অথবা প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়া, হালের গরু মহিষ এবং ব্যবসা ও চাষ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি ছাড়া বাকীদারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা, তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া টাকা, এবং বকেয়া রেটের বেশী, সেই সঙ্গে দণ্ডস্বরূপ ঐ বকেয়া টাকার অর্দ্ধাংশ, আদায় করাইবেন।

কিন্তু, যদি বাকীদার ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিতে পারেন যে ঐ ক্রোক করা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার নিজের নহে, উহা অপর ব্যক্তি মেরামতের জন্য বা রাখিবার জন্য তাহার জিম্মায় দিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

২০। অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত করিয়া ক্রোক করা হইবে, এবং ক্রোক ও বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার হেপাজতের জন্য দায়ী হইবেন।

২১। ঐ কর্ম্মচারী, ঢোল পিটাইয়া, যে সময়ে এবং যে স্থানে নিলাম হইবে তাহার নোটিশ অন্যূন দশ দিন পূর্ব্বে দিবেন। কিন্তু, ক্রোকী মাল যদি শীঘ্র ক্ষয়শীল দ্রব্য হয় তাহা হইলে, বাকীদারের সম্মতি লইয়া কিংবা সম্মতি ব্যতিরেকে, মাল ধৃত করিবার পর ছয় ঘণ্টা অতীত হইলে যে কোন সময়ে উহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

২২। বকেয়া রেট এবং ১৯ নিয়মে উল্লিখিত দণ্ডের টাকা যদি নিলামের নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যে অস্থাবর

সম্পত্তি ধৃত হইয়াছে তাহা প্রকাশ্যভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে নিলামে বিক্রয় করা হইবে, এবং নিলামে যে টাকা আদায় হইবে তদ্দ্বারা দণ্ড সহ প্রাপ্য টাকা আদায় করা হইবে। এই বিক্রয়ের সময়ে বোর্ডের দুই জন সভ্য উপস্থিত থাকিবেন।

২৩। ইউনিয়ন বোর্ডের কোন সভ্যের বা ভৃত্যের নিকট কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করা হইবে না।

২৪। বিক্রয়ের উদ্বৃত্ত টাকা বাকীদারকে ফেরৎ দেওয়া হইবে, অথবা, তাহার অনুপস্থিতিতে, পরে ইউনিয়ন বোর্ডের সন্তোষজনকরূপে যে ব্যক্তি তাহার দাবী প্রমাণ করিতে পারিবে তাহাকে দিবার জন্য ইউনিয়ন তহবিলে জমা রাখা হইবে।

২৫। ১৮ ও তৎপরবর্ত্তী নিয়মাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালীর একটি নথি প্রস্তুত করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের মিনিটবহিতে রাখা হইবে।

২৬। ইউনিয়ন রেট্ আদায়ের জন্য যে সকল ক্রোক ও নিলাম করা হয় ইউনিয়ন বোর্ড তাহার রীতিমত হিসাব রাখাইবেন।

২৭। যে তারিখে ইউনিয়ন রেটের কিস্তি প্রাপ্য হয় তাহার পর এক বৎসর অতীত হইলে উহা আর ক্রোক দ্বারা আদায় করা যাইবে না।

ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্টসমূহের পরিচালনার্থ নিয়মাবলী।

(১৯২৬ সালের সংশোধিত নিয়মাবলী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল নিয়মাবলী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

সাধারণ।

১। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট (অথবা তিনি যদি বেঞ্চ কিংবা কোর্টের সভ্য না হন, তাহা হইলে বেঞ্চ কিংবা কোর্টের সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত একজন প্রেসিডেণ্ট) বেঞ্চ কিংবা কোর্টের বসিবার সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

বেঞ্চ বা কোর্ট প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে বসিবে; যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিন গবর্ণমেণ্টের ছুটীর দিনে পড়ে এবং কোন পক্ষ বা সাক্ষী তৎকারণে উপস্থিত হইতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি দরখাস্ত করিলে, গবর্ণমেণ্টের ছুটীর দিন ছাড়া অপর একটী দিনে মোকদ্দমা মুলতবী করা হইবে।

২। সাবডিভিসনাল অফিসারের কর্ত্তৃত্বাধীনে, বেঞ্চ বা কোর্টের প্রেসিডেণ্ট বেঞ্চ বা কোর্টের সভ্যগণকে ছুটী দিতে পারিবেন; এবং সাবডিভিসনাল অফিসার প্রেসিডেণ্টকে ছুটী দিতে পারিবেন। প্রেসিডেণ্ট অনুপস্থিত থাকিলে, বেঞ্চ বা কোর্টের অবশিষ্ট সভ্যগণ তাঁহার স্থলে কাজ করিবার জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিবেন।

৩। প্রত্যেক কোর্ট বা বেঞ্চ আপন নামাঙ্কিত একটী মোহর

রাখিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক যে সমস্ত সমন, ওয়ারেণ্ট ও হুকুম বাহির হইবে তাহাতে ঐ মোহরাঙ্কিত করিবেন।

কোর্ট বা বেঞ্চের এবং সমস্ত নথিপত্র ও রেজিষ্টারীর ভাষা বাঙ্গলা হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ড একজন (বা আবশ্যক হইলে একাধিক) চৌকিদারকে ইউনিয়ন বেঞ্চের এবং ইউনিয়ন কোর্টের প্রত্যেক অধিবেশনে হাজির থাকিবার জন্য এবং বেঞ্চ বা কোর্টের হুকুম সকল সম্পাদন করিবার জন্য পাঠাইবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ইউনিয়ন কোর্টের প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ড যেরূপ অনুমতি করেন কোর্ট বা বেঞ্চ সেইরূপ একটী সেরেস্তা রাখিবেন।

৪। বেঞ্চ বা কোর্ট মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় পক্ষগণের মধ্যে বিবাদীয় বিষয় সম্বন্ধে সরেজমিন তদন্ত করিতে পারিবেন।

৫। পক্ষগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের নিজের সাক্ষিগণকে লইয়া আসিবেন। বেঞ্চ বা কোর্ট যে কোন সাক্ষীকে ডাকাইয়া আনিতে পারিবেন, অথবা, প্রয়োজন হইলে তাহাকে হাজির করিবার জন্য অথবা কোন পক্ষ যে দলিল চাহেন তাহা উপস্থিত করিবার জন্য, সমন বাহির করিতে পারিবেন।

৬। বেঞ্চ বা কোর্টের তুইজন সভ্য লইয়া "কোরাম" গঠিত হইবে। সম্ভব হইলে, বেঞ্চ বা কোর্ট মোকদ্দমার শুনানী একদিনেই শেষ করিবেন।

যদি কোন মোকদ্দমা শুনানীর প্রথম দিনে নিষ্পত্তি হইতে না পারে তাহা হইলে শাস্তি প্রদান বা ডিক্রী দেওয়া পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী যে বেঞ্চে বা কোর্টে মোকদ্দমার শুনানী হইবে তাহাতে, প্রথম দিনে যে সকল

সভ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অন্ততঃ দুই জন থাকিবেন। যদি এইরূপ দুইজন সভ্য তাহাতে উপস্থিত না থাকেন, তবে মোকদ্দমা নূতন করিয়া বিচার করিতে হইবে। শাস্তি বা ডিক্রী প্রদান করা হইয়া গেলে পরবর্ত্তী কার্য্যাদি বেঞ্চ বা কোর্টের যে কোন দুই বা ততোধিক সভ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

৭। (১) কোন ব্যক্তি কোন নথি বা নথির কোন অংশের নকল চাহিলে, তাহাকে বেঞ্চ বা কোর্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কোর্ট বা বেঞ্চের কোন কেরাণী থাকিলে সেই কেরাণী, অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী, প্রত্যেক ১৫০ ইংরাজী কথা বা প্রত্যেক ৩০০ বাঙ্গালা কথার জন্য তিন আনা হিসাবে ফী ধার্য্য করিবেন। এই ফী জমা দিলে নকল প্রস্তুত করা হইবে।

(২) এই তিন আনার মধ্য হইতে নকলনবীশকে দুই আনা এবং ইউনিয়ন তহবীলে এক আনা দেওয়া হইবে।

(৩) যদি নকল তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন হয়, তবে আট আনা অতিরিক্ত ফী লাগিবে। এই অতিরিক্ত ফী ইউনিয়ন তহবীলে দিতে হইবে।

(৪) নকলের দরখাস্তের একটী রেজিষ্টারী বহি রাখিতে হইবে।

(৫) ফী'র যে অংশ ইউনিয়ন তহবীলে দেয় হয় তাহা, দরখাস্তকারী যে দিন ফী জমা দেন সেই দিনই উক্ত তহবীলে জমা করিতে হইবে।

৮। (১) বেঞ্চ বা কোর্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রত্যেক সমন, ওয়ারেণ্ট, অথবা আদেশ, এবং বেঞ্চ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রত্যেক মুচলেকা ঐ বেঞ্চ বা কোর্টের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে বেঞ্চের কোন সভ্য কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইবে।

(২) বেঞ্চ বা কোর্টে কোন ব্যক্তির হাজির হইবার সমন, কোন ব্যক্তিকে ৭২ (৩) ধারা অনুসারে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট, ৯৯ ধারা

অনুসারে প্রত্যেক আদেশ, এবং বেঞ্চ বা কোর্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রত্যেক নোটিস, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি যে ইউনিয়ন বেঞ্চের সীমার মধ্যে বাস করে সেই ইউনিয়ন বেঞ্চের প্রেসিডেণ্টের নামে পাঠান হইবে, অথবা সেই ব্যক্তি যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে বাস করে তবে সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট পাঠান হইবে।

(৩) ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এরূপ সমন বা নোটিস জারী করিবার জন্য চৌকিদারের হস্তে দিবেন।

(৪) ওয়ারেণ্ট হইলে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে কোন দফাদার বা চৌকিদারের নাম লিখিয়া দিবেন এবং তখন উক্ত দফাদার বা চৌকিদার ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিবে।

(৫) ৯৯ ধারা অনুসারে কোন টাকা আদায়ের জন্য আদেশ পাইলে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ৩৭ ধারা অনুসারে ধার্য্য রেটের বকেয়া যেরূপ ভাবে আদায় করা হয়, সেইরূপ ভাবে উক্ত টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৬) বেঞ্চ বা কোর্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত সমস্ত পরোয়ানা, নোটিস এবং আদেশ জারী করা বা সম্পাদন করা হইলে পর, বেঞ্চ বা কোর্টে ফেরত দিতে হইবে এবং সেইগুলি একটী ফাইলে রাখা হইবে।

৯। জরিমানা, ডিক্রীর টাকা, মোকদ্দমার ফী, ক্ষতিপূরণ, সাক্ষীর খরচ, নকলের ফী, বা মুচলেকা জব্দের টাকা, বা অন্য কোন বাবদ কোন টাকা বেঞ্চ বা কোর্টে প্রদত্ত হইলে তাহা রসিদ-রেজিষ্টারীর ফরমে লিখিতে হইবে। ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং ইউনিয়ন কোর্ট উভয়েতে একই রেজিষ্টারী ব্যবহৃত হইবে। প্রত্যেক পাতায় পৃথক পৃথক ক্রমিক নম্বর থাকিবে। রসিদের চেকমুড়ি টাকা প্রদানকারীকে দেওয়া হইবে। বেঞ্চ বা কোর্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সমস্ত টাকাকড়ি তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন

বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিতে এবং ইউনিয়ন তহবীলে জমা করিতে হইবে।

১০। সমুদয় রেকর্ড এবং রেজিষ্টার তিন বৎসর কাল রক্ষা করিতে হইবে।

ইউনিয়ন বেঞ্চ।

১১। (ক) বেঞ্চের কোন অধিবেশনে, কিংবা

(খ) বেঞ্চের অধিবেশনের সময় ব্যতীত অপর কোন সময়ে, বেঞ্চের কোন সভ্যের নিকট,

বাচনিক বা লিখিত কোন দরখাস্ত করা হইলে বেঞ্চ অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২। ১১ (খ) নিয়ম অনুসারে বেঞ্চের কোন সভ্যের নিকট যখন কোন বাচনিক দরখাস্ত করা হয়, তখন ঐ সভ্য ফরিয়াদীর এবং আসামীর নাম ও বাসস্থান এবং অভিযোগ কিরূপ ধরণের, তাহার একটী সারমর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। ঐ সভ্য, লিখিত দরখাস্ত হইলে, সেই দরখাস্ত, অথবা মৌখিক দরখাস্ত হইলে, তাঁহার লিখিত সারমর্ম্ম, বেঞ্চের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য বেঞ্চের প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ঐ সভ্য 'দরখাস্তের রসিদ' ফরমে একটী রসিদ দিবেন এবং দরখাস্তকারীকে বেঞ্চের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত হইতে আদেশ দিবেন।

১৩। ১১(ক) বা ১১(খ) নিয়ম মতে ফরিয়াদীকে হলপ করাইয়া বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া বেঞ্চ তাহার জবানবন্দী লইবেন এবং এইরূপে জবানবন্দী লওয়া হইলে পর, ৬৮ বা ৭০ (১) ধারা অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ১১(খ) নিয়মানুসারে বেঞ্চের কোন সভ্যের নিকট দরখাস্ত করিয়া বেঞ্চের অধিবেশনে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বেঞ্চ ৬৯ ধারা অনুসারে ঐ দরখাস্ত ডিস্‌মিস্‌ করিতে পারিবেন।

১৪। বেঞ্চের অধিবেশনে বা অন্যস্থলে বেঞ্চের সভ্যগণের নিকট যে সকল দরখাস্ত করা হয় তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মোকদ্দমার রেজিষ্টারে লিখিত হইবে।

১৫। ৬৬ ধারা অনুসারে যদি কোন মোকদ্দমা বেঞ্চের নিকট হস্তান্তর করা হয় তাহা হইলে উহা রেজিষ্টারভুক্ত করা হইবে, এবং যদি আসামী উপস্থিত থাকে তবে বিচার আরম্ভ করা হইবে; যদি আসামী উপস্থিত না থাকে, তবে বেঞ্চ তাহাকে সমন দ্বারা বা অন্য প্রকারে হাজির করাইবেন।

কিন্তু হস্তান্তরকারী আদালত যদি ইতিপূর্ব্বে অভিযোগকারী ব্যক্তির জবানবন্দী না লইয়া থাকেন, তাহা হইলে বেঞ্চ তাহাকে শপথ করাইয়া বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহার জবানবন্দী লইবেন; এবং ঐরূপ জবানবন্দী লওয়া হইলে পর ৬৮ ধারা বা ৭০ (১) ধারা অনুসারে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন।

১৬। আসামী বেঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইলে অথবা আনীত হইলে, সে যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ তাহাকে বলা হইবে, এবং সে কেন দোষী সাব্যস্ত হইবে না তদ্বিষয়ে সে কোন কারণ দেখাইবে কি না তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

১৭। আসামী যদি সেই অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে, অথবা সে কেন দোষী সাব্যস্ত হইবে না তাহার কোন উপযুক্ত কারণ না দেখায়, তবে বেঞ্চ তাহাকে তদনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিবেন।

১৮। আসামী যদি এরূপ স্বীকারোক্তি না করে, তাহা হইলে বেঞ্চ ফরিয়াদীর বক্তব্য শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন, অভিযোগের সমর্থনে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তাহা গ্রহণ করিবেন, আসামীর বক্তব্য শুনিবেন, এবং সে তাহার স্বপক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত করে তাহাও গ্রহণ করিবেন;

প্রেসিডেণ্ট, অথবা তাঁহার অনুমতিক্রমে বেঞ্চের অন্য এক সভ্য, প্রমাণের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৯। (১) ১৮ নিয়মে উল্লিখিত প্রমাণ লইয়া এবং আসামীকে পরীক্ষা করিয়া বেঞ্চ যদি আসামীকে নির্দ্দোষ দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুক্তির আদেশ লিখিবেন।

(২) যদি বেঞ্চ আসামীকে দোষী দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা ৭২ ধারা অনুসারে তাহার উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন।

২০। কোন মোকদ্দমায় শেষ হুকুম প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী তাহার নালিশ উঠাইয়া লইতে চায়, তাহা হইলে বেঞ্চ যদি দেখেন যে তাহাকে নালিস উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা হইলে বেঞ্চ তাহাকে উহা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবেন এবং তদনন্তর আসামীকে খালাস দিবেন।

২১। ৭০ (৩) ধারামতে যে বেঞ্চ কোন মুচলেকা গ্রহণ করেন সেই বেঞ্চের সন্তোষজনকরূপে যদি প্রমাণিত হয় যে সেই মুচলেকা জব্দ হইয়াছে, তাহা হইলে বেঞ্চ সেই মুচলেকা দ্বারা বাধ্য ব্যক্তিকে উহার টাকা সে কেন দিবে না তাহার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) যদি যথেষ্ট কারণ দর্শান না হয়, তাহা হইলে, বেঞ্চ মুচলেকার দরুণ দণ্ডের টাকা প্রদান করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি সেই দণ্ডের টাকা প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে বেঞ্চ ৯৯ ধারামতে উহা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন!

(৪) বেঞ্চ আপন বিবেচনা মত দণ্ডের কোন অংশ রেহাই দিয়া বাকী টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

২২। বেঞ্চ কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক হুকুম মোকদ্দমার রেজিষ্টারীতে

লেখা হইবে এবং বেঞ্চের প্রত্যেক সভ্য (যাঁহাদের নিকট মোকদ্দমা শুনানি হইয়াছে) উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

২৩। কোন জরিমানা, ক্ষতিপূরণ বা মুচলেকার দরুণ দণ্ড বাবদ টাকা পাওয়া গেলে পর, সেই টাকার পরিমাণ এবং টাকা দিবার তারিখ জরিমানার রেজিষ্টারীতে লিখিতে হইবে। প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে, প্রেসিডেণ্ট আদায়ী সমস্ত জরিমানার টাকা ইউনিয়ন তহবিলে জমা দিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

২৩ক। ৭২ ধারামতে যে সকল জরিমানা করা হয় বা যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাহা সাধারণতঃ ইউনিয়ন বোর্ডের আফিসে জমা দিতে হইবে, এবং তাহা না দিতে পারিয়া যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়া হইলে, ইউনিয়ন বেঞ্চ তৎক্ষণাৎ জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাহা জানাইবেন এবং কয়েদীকে খালাস দিবার আদেশ করিবেন।

২৪। ইউনিয়ন বেঞ্চে নিম্নলিখিত রেজিষ্টারগুলি রাখিতে হইবে :—

(ক) মোকদ্দমার রেজিষ্টার।

(খ) ধার্য্য জরিমানার, প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের, এবং তামিল করা দণ্ডের রেজিষ্টার।

২৫। ইংরাজী সালের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব্ববর্ত্তী কোয়ার্টারের ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যাদির রিটার্ণ নির্দ্দিষ্ট ফরমে "সাধারণ ফলাফল" শীর্ষক রিটার্ণ লিখিয়া সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের একটী রিটার্ণ উক্ত ফরমে তৈয়ারী করিতে হইবে। "শাস্তিপ্রদান" শীর্ষক ফরমে বৎসরের জন্য একটী রিটার্ণও তৈয়ারী করিয়া সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ইউনিয়ন কোর্ট।

২৬। কোন ব্যক্তি ইউনিয়ন কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, উক্ত কোর্ট বসিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাচনিক বা লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিবে। সেই সঙ্গে সে প্রয়োজনীয় দলিল (যাহা তাহার নিকটে থাকে) উপস্থিত করিবে।

২৭। তৎপরে, কোর্ট বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা, দাবীর প্রকৃতি, যে স্থানে ও তারিখে মোকদ্দমার কারণ উত্থিত হইয়াছে তাহা, এবং যে প্রতীকার প্রার্থনা করা হয় তাহা "মোকদ্দমার রেজিষ্টার" বহিতে লিখিবেন। কোন দলিল উপস্থিত করা হইলে কোর্ট তাহা মন্তব্যের ঘরে লিখিবেন।

২৮। তৎপরে কোর্ট যেরূপ আবশ্যক মনে করেন সেই মত বাদীকে পরীক্ষা করিয়া ৭৮ কিংবা ৮০ ধারামতে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

২৯। যদি কোন প্রতিবাদী কোর্টের এলাকার মধ্যে বাস না করে, তাহা হইলে রেজিষ্টারী ডাকে প্রাপ্তিস্বীকার সহ (with acknowledgment due) সমন জারী করা যাইতে পারিবে; ঐ ডাকখরচা বাদী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। অথবা, প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করে, তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের নিকট ঐ সমন জারী করণার্থ পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩০। যদি প্রতিবাদী হাজির হয় ও ৮১ ধারামতে মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার জন্য অথবা প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য সময় লইবার দরখাস্ত করে, তাহা হইলে কোর্ট শুনানীর জন্য একটী তারিখ ধার্য্য করিবেন; কিন্তু যদি প্রতিবাদী ৮১ ধারামতে মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ না করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাচনিক বা লিখিত জবাব দিবার জন্য আদেশ করা হইবে।

৩১। উভয় পক্ষ তাহাদের সাক্ষিগণসহ প্রস্তুত হইলে, আদালত মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

৩২। বাদীই প্রথমে বক্তব্য আরম্ভ করিবে; কিন্তু যদি প্রতিবাদী বাদীর কথিত ঘটনাগুলি স্বীকার করিয়া এই তর্ক করে যে, আইনতঃ অথবা প্রতিবাদীর কথিত অন্য কোন অতিরিক্ত ঘটনাহেতু বাদী তাহার প্রার্থিত প্রতিকারের কোন অংশ পাইতে পারে না, তাহা হইলে প্রতিবাদীই বক্তব্য আরম্ভ করিতে পারিবে।

৩৩। যে পক্ষ বক্তব্য আরম্ভ করিতে অধিকারী, সেই পক্ষ তাহার মোকদ্দমা বর্ণনা করিবে এবং যে ইস্যু সে প্রমাণ করিতে বাধ্য তাহার সমর্থনের জন্য সে প্রমাণ উপস্থিত করিবে।

তাহার পরে অপর পক্ষ তাহার কথা বলিবে এবং যদি তাহার কোন প্রমাণ থাকে তাহা উপস্থিত করিবে এবং তৎপরে সমগ্র মোকদ্দমার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আদালতকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবে।

তৎপরে, যে পক্ষ আরম্ভ করিয়াছিল সেই পক্ষ সমস্ত মোকদ্দমার উপর সাধারণভাবে জবাব দিতে পারিবে।

৩৪। প্রেসিডেণ্ট, অথবা তাঁহার অনুমতিক্রমে কোর্টের অন্য এক সভ্য, মোকদ্দমার রেজিষ্টারে প্রমাণের সারমর্ম্মের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ (memorandum) প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৩৫। কোর্ট বাদীকে যে কোন সময়ে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বা দাবীর কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং এইরূপ অনুমতি দিবার সময়ে প্রতিবাদীকে খরচা ও অসুবিধাভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে কোর্ট বাদীকে আদেশ করিবেন। এবং কোর্ট বাদীকে দাবীর পরিত্যক্ত অংশ সম্বন্ধে নূতন মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতাও দিতে পারিবেন।

কোন দাবীর সমস্ত বা কতক অংশ ছাড়িয়া দিলে, বাদী পরিত্যক্ত দাবীর পরিমাণ সম্বন্ধে ৯০ ধারামতে ফী দিতে বাধ্য হইবে।

যদি কোন আইনসঙ্গত চুক্তি বা আপোষের দ্বারা কোন মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রফা হয়, তাহা হইলে ঐ চুক্তি বা আপোষ নথীভুক্ত করা হইবে এবং কোর্ট তদনুসারে ডিক্রী দিবেন।

৩৬। কোর্টের ডিক্রী বা হুকুমসমূহ মোকদ্দমার রেজিষ্টারে লিখিয়া রাখা হইবে এবং কোর্টের যে সভ্যগণ মোকদ্দমা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৩৭। ডিক্রীমত দেয় সমস্ত টাকা নিম্নলিখিতভাবে দিতে হইবে, যথা :—

(ক) ঐ ডিক্রী জারী করা যে কোর্টের কর্ত্তব্য সেই কোর্টে, অথবা

(খ) কোর্টের বাহিরে ডিক্রীদারকে, অথবা

(গ) যে কোর্ট ডিক্রী দিয়াছিলেন তাঁহার আদেশমত অন্য প্রকারে।

যে স্থলে (ক) দফা অনুযায়ী কোন টাকা দেওয়া হয়, সে স্থলে ডিক্রীদারকে ঐরূপ টাকা দেওয়ার লিখিত বা অন্য প্রকার নোটিশ দিতে হইবে।

৩৮। যেস্থলে ডিক্রীমত দেয় টাকা কোর্টের বাহিরে দেওয়া হয়, অথবা ডিক্রী অন্য প্রকারে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ডিক্রীদারের সন্তোষজনকরূপে পরিশোধ হয়, সেস্থলে ডিক্রীদার, ঐ ডিক্রী জারী করা যে কোর্টের কর্ত্তব্য সেই কোর্টকে এই টাকা দেওয়া বা পরিশোধের কথা জানাইবে, এবং কোর্ট তাহার নিকট হইতে ফী আদায় করিয়া উহা তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

ডিক্রীমত খাতকও তিন মাসের মধ্যে ঐ টাকা দেওয়া বা পরিশোধের

কথা কোর্টকে জানাইতে পারিবে, এবং ঐরূপ টাকা দেওয়া বা পরিশোধ কেন লিপিবদ্ধ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ডিক্রীদারের উপর নোটিশ দিতে কোর্টের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে। এই নোটিশের পর ডিক্রীদার কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কোর্ট খাতকের নিকট হইতে ফী আদায় করিয়া উহা তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন টাকা দেওয়া বা ডিক্রী পরিশোধের কথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সার্টিফাই বা লিপিবদ্ধ করা না হইলে তাহা ডিক্রীজারীকারী আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হইবে না।

৩৯। ডিক্রী স্বাক্ষরিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে, ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

তদনন্তর উক্ত আদালত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের উপর এক হুকুম জারী করিবেন; প্রেসিডেণ্ট ৩৭ ধারামত রেটের বকেয়া যেরূপে আদায় করেন সেইরূপে উক্ত টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪০। ডিক্রীর টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় করিবার পর, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ফী বাবদ যে পরিমাণ টাকা পাওনা হয় সেই পরিমাণ টাকা ইউনিয়ন তহবীলে জমা করিবেন এবং বক্রী টাকা ডিক্রীদারের নামে আমানত রাখিবেন।

৪১। কোন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলে ডিসমিসের তারিখ হইতে এক মাস অতীত হইবার পর, অথবা কোন মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে ডিক্রীর তারিখ হইতে তিনমাস অতীত হইবার পর, যদি ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীর টাকা উদ্ধার করিতে কোন কার্য্য না করে তাহা হইলে কোর্ট ৯৯ ধারামত উহার বাবদ প্রাপ্য যে কোন ফী আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪২। ৯১ ধারা অনুসারে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাহা "ডিক্রীর টাকা আদায় না হইবার সার্টিফিকেট" নামক ফরমে লিখিত হইবে।

৪৩। ৯১ ধারা অনুসারে ডিক্রী মুনসেফী আদালতে প্রেরিত হইয়া জারী হইলে পর, মুন্সেফ ইউনিয়ন কোর্টের নিকট জারীর সার্টিফিকেট দিবেন।

৪৪। ৭৯ ধারামতে মোকদ্দমা পুনঃস্থাপিত হইলে অথবা ৮২ ধারামতে পুনরায় বিচার হইলে, মোকদ্দমার রেজিষ্টারে তাহা নোট করিতে হইবে।

৪৫। ৮৮ ধারামতে পুনর্বিচারের আদেশ হইলে, মোকদ্দমার রেজিষ্টারে সেই মোকদ্দমা নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

৪৬। যদি কোন স্থানে কোন ইউনিয়ন কোর্টের আর এলাকা না থাকে তাহা হইলে সেই স্থানের যে সমস্ত মোকদ্দমা ঐ কোর্টে দায়ের থাকে তাহার শুনানী ও নিষ্পত্তি, এবং সেই স্থানের মোকদ্দমাগুলিতে ঐ কোর্ট যে সমস্ত ডিক্রী দেন ও যাহা জারী না হওয়া অবস্থায় থাকে তাহাদের জারী, যে ইউনিয়ন কোর্ট তৎক্ষণাৎ তৎস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কোর্টে শুনানী বা নিষ্পত্তি বা জারী হইবে; এবং যদি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ কোন ইউনিয়ন কোর্ট প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে যে দেওয়ানী আদালতের এলাকায় ঐ স্থান অবস্থিত সেই আদালতে শুনানি বা নিষ্পত্তি বা জারী হইবে।

ঐ সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও ডিক্রীজারী ঐ দেওয়ানী আদালতে রুজু করা মোকদ্দমাগুলির ন্যায় হইবে।

৪৭। বাদীর নিকট হইতে যদি প্রতিবাদীর আইনতঃ প্রাপ্য কোন টাকা থাকে (যাহার জন্য সে কোন ইউনিয়ন কোর্টে মোকদ্দমা আনিতে পারিত) সেই টাকা প্রতিবাদী বাদ (set off) দিতে পারিবে। ঐরূপ বাদ দেওয়া হইলে পর শেষে যে পক্ষের যে টাকা প্রাপ্য বলিয়া দেখা যায় সেই টাকার জন্য ডিক্রী হইবে।

৪৮। ইউনিয়ন কোর্টে নিম্নলিখিত রেজিষ্টারগুলি রাখিতে হইবে :—

(ক) মোকদ্দমার রেজিষ্টার।

(খ) ফিসের রেজিষ্টার।

৪৯। ইংরাজী সালের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোয়ার্টারের ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যাদির একটি রিটার্ণ ৩ নং রিটার্ণের ফরমে লিখিয়া সার্কল অফিসারকে দিতে হইবে। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের একটী রিটার্ণ উক্ত ফরমে তৈয়ারী করিতে হইবে। ৪, ৫ ও ৬ নং রিটার্ণের ফরমে বৎসরের জন্য রিটার্ণও তৈয়ারী করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ে সার্কল অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে ছুটি দেওয়া সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

[এই নিয়মগুলি দফাদার এবং চৌকিদার সম্বন্ধে খাটিবে না]

১। প্রেসিডেণ্টের অনুমতি না লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য অনুপস্থিত হইতে পারিবে না। কেহ এই নিয়ম অমান্য করিলে তাহাকে সস্পেণ্ড বা বরখাস্ত করা যাইতে পারিবে।

২। ইউনিয়ন বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যকে প্রেসিডেণ্ট এককালে সাত দিনের অনধিক বা বারমাসে ১৫ দিনের অনধিক ক্যাজুয়াল ছুটি দিতে পারিবেন।

৩। প্রেসিডেণ্ট, বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যকে এক মাসের অনধিক কালের জন্য, বেতন সহিত বা বিনা বেতনে, পীড়ার জন্য বা তাহার নিজের জরুরী কাজের জন্য ছুটি দিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা পরে বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

৪। ইউনিয়ন বোর্ড কোন সভায় বোর্ডের কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যকে পীড়ার জন্য বা তাহার নিজের কোন জরুরী কাজের জন্য এক মাসের অধিক কাল ছুটি দিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা পরে লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু এই ছুটি কোনমতেই পাচ বৎসরে ছয় মাসের অধিক হইতে পারিবে না; এবং এই ছুটির এক মাসের অধিক কালের জন্য বেতন দেওয়া যাইবে না।

সম্পত্তি হস্তান্তর ও চুক্তি করা সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা।

[১০১ ধারার (গ) দফা দ্রষ্টব্য।]

সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

১। পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অনুমতি না লইয়া, এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে প্রণালী ও যে যে সর্ত্ত ও নিয়মের অনুমোদন করেন সেই প্রণালী ও সেই সর্ত্ত ও নিয়ম ছাড়া অন্য প্রকারে, কোন ইউনিয়ন বোর্ডে ন্যস্ত কোন স্থাবর সম্পত্তি সেই ইউনিয়ন বোর্ড বিক্রয় করিতে, বা বন্ধক দিতে, বা দায়যুক্ত করিতে, বা বিনিময় করিতে, বা ঠিকা জমা (lease) দেওয়া ছাড়া অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

২। ইউনিয়ন বোর্ডে ন্যস্ত কোন স্থাবর সম্পত্তি উক্ত বোর্ড নিম্নলিখিত সর্ত্তে ঠিকা জমা (lease) দিতে পারিবেন—

(ক) একটা ন্যায্য বার্ষিক খাজনা ধার্য্য থাকিবে ও জমার মেয়াদের মধ্যে উহা আদায় করা হইবে ; এবং

(খ) পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ডের সভায় মঞ্জুরী দেওয়া না গেলে, কোন কালের জন্য, কিংবা পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অনুমতি পাওয়া না গেলে পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য, জমা দেওয়া বা জমা দেওয়ার জন্য চুক্তি করা যাইবে না।

৩। কোন ইউনিয়ন বোর্ড সভা করিয়া যে প্রণালী ও যে যে সর্ত্ত সুবিধাজনক ও সঙ্গত বলিয়া স্থির করেন, সেই প্রণালীতে ও সেই সেই

সর্ত্তে উক্ত বোর্ডে ন্যস্ত কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৪। স্থাবর সম্পত্তি যতবার হস্তান্তর করা হইবে ততবারই ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও দুই জন মেম্বরের স্বাক্ষরিত ও বোর্ডের শিলমোহরাঙ্কিত দলিলের দ্বারা করিতে হইবে, এবং যে স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অনুমতি আবশ্যক হয় সে স্থলে এইরূপ অনুমতি লওয়া হইয়াছে এ কথা দলিলে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা থাকিবে।

চুক্তি সমূহ।

৫। কোন ডিষ্ট্রীক্ট বা লোকাল বোর্ড কোন ইউনিয়ন বোর্ডকে যে সকল কার্য্য বা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার ভার দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে, সেই ডিষ্ট্রীক্ট বা লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিরূপে ঐ ইউনিয়ন বোর্ড দুই শত টাকার অনধিক টাকা সম্বন্ধে বা সেই মূল্যের কোনও চুক্তি বা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

৬। (১) কোন ইউনিয়ন বোর্ড ২৫৲ টাকার বেশী টাকার সম্বন্ধে যে চুক্তি করেন তাহা সভায় মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে।

(২) উক্ত টাকা বা মূল্য ৫০৲ টাকার বেশী হইলে, লিখনক্রমে চুক্তি করিতে হইবে, এবং ঐ চুক্তিপত্রে প্রেসিডেণ্টের (বা ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের) ও অপর দুইজন মেম্বরের স্বাক্ষর এবং ইউনিয়ন বোর্ডের শিলমোহর থাকিবে।



প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

[১০১ ধারার (ঞ) দফা এবং ৩২ ধারা দ্রষ্টব্য]।

(এই নিয়মাবলীতে "ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুল" বলিতে ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত ও সংরক্ষিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বুঝাইবে)।

১। প্রাথমিক শিক্ষার ভারগ্রহণকারী প্রত্যেক ইউনিয়ন—

(ক) উহার এলাকার একটী ম্যাপ তৈয়ারী করিবেন, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—(/০) বসতিহীন স্থান-সকল, (৵০) যাতায়াতের উপায়, (৶০) মৌজার সীমানা-সমূহ, এবং (।০) কোন্ শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহ বর্ত্তমান আছে;

(খ) ইউনিয়নের এলাকায় যতগুলি বালক-বালিকা আছে তাহাদের প্রাথমিক, শিক্ষার সুবিধাবিধানার্থে একটী পদ্ধতি (plan) স্থির করিবেন;

(গ) উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এককালীন ও পুনঃ পুনঃ যে ব্যয় হইবে তাহার আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিবেন; ঐ কার্য্যপদ্ধতি সমেত ঐ হিসাব অনুমোদনের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে পাঠাইবেন;

(ঘ) ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুলসমূহের গৃহাদি মেরামত করিবেন।

জেলা-বোর্ডের অনুমতি না লইয়া কোন ইউনিয়ন বোর্ড জেলা-বোর্ডের অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন প্রকারে স্কুল খুলিতে, বন্ধ রাখিতে বা স্থানান্তরিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

২। এতৎপক্ষে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশের অধীনে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে পারিবেন—

(ক) সমস্ত ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুল সংরক্ষণ ও পরিচালন;

(খ) ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুলসমূহের ছাত্রগণের দেয় স্কুলের বেতন নির্দ্ধারণ;

(গ) স্থানীয় অবস্থা এবং লোকের কৃষিকার্য্য ও শ্রমশিল্পের জন্য যেরূপ প্রয়োজন তৎপ্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া স্কুলের ছুটির দিন নির্দ্ধারণ;

(ঘ) ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুলসমূহের শিক্ষকদিগের নৈমিত্তিক (casual) ছুটি মঞ্জুর করণ;

(ঙ) ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে যে সমস্ত তহবিল রাখা হইবে তাহা ব্যয় করণ, ও যাহা অকুলান হইবে তাহা ইউনিয়ন ফণ্ড হইতে দান;

(চ) ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট সুপারিশ করণ।

৩। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মঞ্জুরী ব্যতিরেকে ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুলের অবস্থা (status) পরিবর্ত্তিত (যথা, নিম্ন প্রাথমিক হইতে উচ্চ প্রাথমিকে পরিণত) হইবে না।

৪। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পাঠ্যবিষয়গুলি ইউনিয়ন বোর্ড স্কুলে পঠিত হইবে। ঐ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ইচ্ছাধীন পাঠ্য বিষয়সমূহের (optional subjects) গ্রহণে ইউনিয়ন বোর্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

৫। ছাত্রগণের ভর্ত্তি হইবার এবং ছাড়িয়া যাইবার সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট

বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুলসমূহে পালন করিতে হইবে।'

৬। কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষিত স্কুলগুলি ছাড়া আর সকল স্কুলে ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে হইবে।

৭। ইউনিয়ন বোর্ড ঐ স্কুলসমূহে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা পরে লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে যোগ্যতা নির্দ্ধারিত করেন শিক্ষকদিগের সেই যোগ্যতা থাকা চাই; যাঁহাদের সে যোগ্যতা নাই এরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সম্মতি লওয়া আবশ্যক হইবে।

৮। কমিসনার, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সাবডিভিশনাল অফিসার, সার্কল অফিসার, শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরগণ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ, এবং ঐ ইউনিয়ন যে লোকাল বোর্ডের অন্তর্গত সেই লোকাল বোর্ডের মেম্বরগণ প্রত্যেক ইউনিয়ন-বোর্ড-স্কুল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৯। লোকাল বোর্ডের অনুমোদনাধীনে ইউনিয়ন বোর্ড কোন শিক্ষককে ছয় মাস পর্য্যন্ত ছুটী দিতে পারিবেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য্য চালাইবার আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। ছয় মাসের ঊর্দ্ধকালের ছুটি দিতে হইলে তাহা লোকাল বোর্ড দিবেন, এবং সে স্থলে ঐ লোকাল বোর্ডই ঐ শিক্ষকের স্থানে কার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

ডাক্তারখানা সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

[১০১ ধারার (এ) দফা দ্রষ্টব্য।]

১। ডাক্তারখানা সকল খোলা ও বন্ধ রাখা।—(১) জেলা-বোর্ডের মঞ্জুরী লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড কোন ডাক্তারখানা খুলিতে, বন্ধ রাখিতে বা উহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) ইউনিয়ন বোর্ড এইরূপ করিলে সেই কথা সিভিল সার্জ্জনের মারফতে সার্জ্জন-জেনারেলের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

২। সাধারণ শাসন।—এইরূপ ডাক্তারখানার পরিচালন এবং উহার কর্ম্মচারীদের উপর শাসন ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৩। ডাক্তার নিযুক্ত করা।—ইউনিয়ন বোর্ড যেরূপ সর্ত্ত মঞ্জুর করেন সেইরূপ সর্ত্তে আপন ডাক্তার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু, যিনি রেজিষ্টারী করা ডাক্তার নহেন, অথবা যিনি গবর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় সমবায়ের পদচ্যুত কর্ম্মচারী, অথবা বয়স, দৌর্ব্বল্য বা চরিত্র হেতু যিনি কার্য্যের অনুপযুক্ত, এরূপ কোন ব্যক্তি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

ইউনিয়ন বোর্ডের কোন মেম্বর ডাক্তাররূপে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না, এবং ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারখানার ডাক্তার ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বররূপে নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইলে তিনি ঐ ডাক্তারি পদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে।

৪। যদি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কোন কর্ম্মচারীকে ইউনিয়ন বোর্ডে ডাক্তার-স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে তাঁহার বদলি, পদোন্নতি এবং দণ্ড ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের

হাতে থাকিবে, তবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এ বিষয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের মতামত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড এরূপ ব্যবস্থা রহিত করিয়া এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে তিন মাসের নোটিস দিয়া আপন ডাক্তার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫। ডাক্তারের পদচ্যুতি।—(১) ইউনিয়ন বোর্ড যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণে কোন ডাক্তারকে দূরীভূত করিতে পারিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে জেলা বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারা যাইবে; এ সম্বন্ধে জেলা বোর্ডের আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

(২) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে কর্ম্মচারীকে ইউনিয়ন বোর্ডে কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাঁহার সম্বন্ধে ৪ নিয়মে বিহিত প্রণালী ছাড়া অন্য প্রকারে এই নিয়মানুযায়ী কোন আদেশ করা যাইবে না।

(৩) যদি কোন ডাক্তারকে অসদাচরণ বা বার্দ্ধক্য বা অন্য দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন ডাক্তারি কার্য্যে অনুপযুক্ততা হেতু দূরীভূত করিবার জন্য সার্জ্জন-জেনারেল ইউনিয়ন বোর্ডে আবেদন করেন, তাহা হইলে ইউনিয়ন বোর্ড ঐ ডাক্তারকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবেন।

৬। কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করা।—যে ব্যক্তির সার্টিফিকেট আছে ইউনিয়ন বোর্ড সেইরূপ ব্যক্তিকে কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড আপন কম্পাউণ্ডারকে শাস্তি দিতে বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কম্পাউণ্ডারগণের উপর ডাক্তারখানার ভার ন্যস্ত করা যাইবে না, এবং তাহাও কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা যাইবে।

৭। ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডারকে ছুটি দেওয়া।—ইউনিয়ন বোর্ড আপন ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডারকে ছুটি দিতে পারিবেন, কিন্তু ডাক্তারকে

ছুটি দেওয়ার কথা এবং তাঁহার অভাবে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থাদির কথা অবিলম্বে সিভিল সার্জ্জনকে জানাইতে হইবে।

৮। তদন্ত।—(১) (ক) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, সাবডিভিশনাল অফিসার এবং সার্কল অফিসার,

(খ) জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান,

(গ) ইউনিয়ন বোর্ডের যে কোন মেম্বর,

(ঘ) সিভিল সার্জ্জন, অথবা তৎকর্ত্তৃক এতৎপক্ষে প্রেরিত কোন যোগ্য ডাক্তার, এবং

(ঙ) ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ্ অফিসার,

প্রত্যেক ডাক্তারখানা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) এই নিয়মানুসারে কোন তদন্তের সময় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয় তাহার নকল জেলা বোর্ড যে কোন সময়ে চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন, এবং যখনই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, সাবডিভিশনাল অফিসার, সার্কল অফিসার, সিভিল সার্জ্জন বা ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার কোন তদন্তকালীন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, সেই মন্তব্যের নকল অবিলম্বে জেলা বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে; কিন্তু, ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ্ অফিসার যে মন্তব্য লেখেন, তাহা সিভিল সার্জ্জনের মারফতে পাঠাইতে হইবে; তিনি আপন মন্তব্যসহ উহা জেলা বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন।

৯। ডাক্তারি সংক্রান্ত বিষয়ে ডাক্তার সিভিল সার্জ্জনের শাসনাধীন থাকিবেন, এবং ঔষধাদি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে চেক্ ও অনুমোদনের জন্য ঔষধাদির সমুদয় ইন্‌ডেণ্ট সিভিল সার্জ্জনের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১০। কার্য্য পরিচালন।—ডাক্তারখানা সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় ইউ-নিয়ন বোর্ডের সাধারণ সভায় উপস্থিত করা হইবে, কিন্তু, ডাক্তারখানা

সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণীর নকলসমূহ মিনিটবহিতে লিখিয়া তাহা ডাক্তারখানায় রাখিয়া দিতে হইবে।

১১। বাজেট প্রস্তুতকরণ।—(১) ইউনিয়ন বোর্ড আগামী বৎসরের ডাক্তারখানার আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব (বাজেট এষ্টিমেট) প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহার অতিরিক্ত কোন খরচ করিতে হইলে ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক সভা করিয়া মন্তব্য পাশ করাইতে হইবে।

(২) এষ্টিমেট্‌গুলি যথোচিতভাবে অনুমোদিত হইলে তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেট এষ্টিমেট্‌গুলির অঙ্গীভূত করা হইবে।

১২। ডাক্তারখানার হিসাব।—(১) ডাক্তারখানার একটী পৃথক হিসাব পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে খোলা যাইবে এবং ডিষ্ট্রীক্ট বা ইউনিয়ন তহবিল হইতে প্রাপ্ত সমুদয় টাকা ঐ হিসাবে জমা দেওয়া হইবে, সেই সঙ্গে এককালীন দান, চাঁদা ও অন্যান্য প্রাপ্ত টাকাও পূরাপূরি সেভিংস ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইবে। খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হয় তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের দ্বারা পাশ করা যথারীতি ভাউচারযুক্ত বিলের দ্বারা উঠান যাইতে পারিবে; এবং পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা উঠান হয় এবং তাহা হইতে যাহা খরচ হয় তাহার হিসাব, এবং একটী চাঁদার রেজিষ্টারী, যথারীতি রাখিতে হইবে।

(২) ডাক্তারখানার সমস্ত খরচ, ডাক্তারের হাতে যে টাকা অগ্রিম দেওয়া আছে তাহা হইতে, অথবা আবশ্যকমত সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা উঠান হয় তাহা হইতে, দেওয়া যাইবে। ইউনিয়ন বোর্ড যেরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন সেই পরিমাণ টাকা ডাক্তারের হাতে অগ্রিম দেওয়া যাইবে এবং ইউনিয়ন বোর্ডে হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে সেইভাবে সময়ে সময়ে তাহা পূরণ করা হইবে।

(৩) ডাক্তারখানার হিসাবগুলির সংক্ষিপ্ত সারাংশ যথোপযুক্ত হেডিংয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাবগুলির অঙ্গীভূত করা হইবে।

(৪) ডাক্তারখানার হিসাবে যে টাকা জমা আছে যদি তাহা ডাক্তারখানার আনুমানিক ব্যয়ের প্রয়োজনীয় টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন বোর্ড ঐ অতিরিক্ত টাকা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটাইবেন এবং এই খাটান টাকার যে সুদ হয় তাহা ডাক্তারখানার হিসাবে জমা করা হইবে।

(৫) এইরূপে খাটান তহবিলসমূহ এবং ডাক্তারখানার তহবিলের অন্য কোন উদ্বৃত্ত টাকা, ডাক্তারখানার লোকজনদিগের বেতন ও উহার উন্নতিসাধন বা সংরক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে খরচ করা যাইবে না।

১৩। বার্ষিক রিপোর্ট, রেজিষ্টার এবং ফরমসমূহ।—(১) সিভিল সার্জ্জন ডাক্তারকে যে ফরম দিবেন তদনুসারে তিনি বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া সিভিল সার্জ্জনের নিকট পেশ করিবেন এবং নিম্নলিখিত রেজিষ্টারী এবং ফরমগুলি রাখিবেন, যথা—

(ক) হাঁসপাতালের বাহিরকার রোগীদিগের রেজিষ্টার;

(খ) বাহিরকার রোগীদিগের জন্য টিকিট;

(গ) দৈনিক হিসাব বহি বা ক্যাশ বহি; তাহাতে সবিস্তারে প্রকৃত আয়ব্যয় দেখান হইবে; প্রত্যেক মাসের শেষে উহা যোগ করা হইবে;

(ঘ) ঔষধের ষ্টকের লেজার;

(ঙ) লোকজনদিগের এবং সরঞ্জামী খরচ বাবদ সবিস্তারে লিখিত মাসিক বিলসমূহ;

(চ) অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতির ষ্টকের লেজার;

(ছ) চাঁদার রেজিষ্টার;

(জ) ডাক্তারখানার সম্পত্তির তালিকা;

(ঝ) পরিদর্শকের বা তদন্তের রেজিষ্টার ;

(ঞ) প্রাপ্ত পত্র সকল রাখিবার ফাইল ;

(ট) প্রেরিত পত্রগুলি নকল করিয়া রাখিবার বহি ;

(ঠ) পুলিস এবং আইনঘটিত-চিকিৎসাসংক্রান্ত (medico-legal) ব্যাপারে প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলির নকল রাখিবার বহি ;

(২) ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৮ নিয়মে উল্লিখিত তদন্তকারী ব্যক্তিগণ ডাক্তারের দ্বারা রক্ষিত সমস্ত রেজিষ্টার এবং ফরমগুলি সকল সময়ে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

মন্তব্য :—বাহিরকার রোগীদিগের রেজিষ্টার ডাক্তার স্বহস্তে লিখিবেন।

১৪। ডাক্তারের দায়িত্ব।—ডাক্তার রোগীগণের রীতিমত চিকিৎসার জন্য দায়ী এবং তিনি কোন কারণেই নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর উপর এই কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিবেন না। রোগীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের জন্য এবং ডাক্তারখানার কার্য্য রীতিমত চালাইবার জন্যও তিনি দায়ী।

১৫। উপস্থিতির সময়।—ডাক্তার কোন্ সময়ের মধ্যে ডাক্তারখানায় উপস্থিত থাকিবেন তাহা ইউনিয়ন বোর্ড নির্দ্ধারণ করিবেন ; এবং তাহা একটি বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ডাক্তারখানার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু, প্রয়োজন হইলে ডাক্তার অন্য যে কোন সময়ে জরুরী কেসগুলি দেখিবেন।

১৬। ইউনিয়ন বোর্ডের মূল্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।—ইউনিয়ন বোর্ড তৎকর্ত্তৃক নিদ্ধারিত এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দ্বারা অনুমোদিত হারে রোগীদিগের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে কোন ফী গ্রহণ করা হইবে না।

১৭। ঔষধ দেওয়া।— যে ব্যক্তি রোগীভাবে ডাক্তারখানায়

চিকিৎসিত হয় না তাহাকে ডাক্তারখানার ভাণ্ডার হইতে ঔষধ দেওয়া হইবে না।

১৮। প্রাইভেট্ প্রাকটিস।—(১) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অনুমোদন-ক্রমে ইউনিয়ন বোর্ড যেরূপ নির্দ্ধারণ করেন সেইরূপ সর্ত্তগুলির অধীনে ডাক্তার প্রাইভেট প্রাকটিস করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে, ইউনিয়নের মধ্যে মহামারী নিবারণের বা হ্রাস করার জন্য এবং সাধারণতঃ জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড যে সকল উপায় অবলম্বন করেন বিশেষভাবে সেই সমস্ত উপায় যাহাতে অবলম্বিত হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহারা ডাক্তারকে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৯। বে-সরকারী ডাক্তারখানায় কিংবা ঔষধের দোকানে কোন স্বার্থ থাকা নিষেধ।—কোন বে-সরকারী ডাক্তারখানায় বা ঔষধের দোকানে ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারের কোন স্বার্থ থাকিতে পারিবে না। যে সকল স্থানে কোন ঔষধের দোকান বা বে-সরকারী ডাক্তার-খানা নাই, সেখানে সিভিলসার্জ্জনের এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মতি-ক্রমে উক্ত ডাক্তার তাঁহার নিজ রোগীদিগের ব্যবহারের জন্য ঔষধ সরবরাহ করিতে পারিবেন।

২০। বিষ।—বিষগুলি স্পষ্টরূপে 'বিষ' বলিয়া লেবেল মারিয়া বিশেষ বোতলে পৃথক আলমারিতে তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা ডাক্তারের জিম্মায় থাকিবে। যে মাত্রায় স্বভাবতঃ এই সকল ঔষধ খাওয়ান হয় তাহা একটী সুপ্রকাশ্য লেবেলে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। এই সকল ঔষধ রাখিবার জন্য বিশেষরূপে রক্ষিত একটী আলমারিতে বিষগুলির তালিকা টাঙান থাকিবে।

২১। ভৃত্যগণকে নিযুক্ত করা বা পদচ্যুত করা।—ইউনিয়ন বোর্ডের অনুমোদনাধীনে ডাক্তার ভৃত্যগণকে নিযুক্ত করিতে বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের নথিপত্র কতকাল রাখিতে হইবে।

ক—নির্ব্বাচন, আসেস্‌মেণ্ট, হিসাব, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নথিপত্র।

নথিপত্রের বিবরণ।	কতকাল রাখিতে হইবে।
১। ভোটারগণের রেজিষ্টারী ...	পুনরায় লিখিত না হওয়া পর্য্যন্ত।
২। অন্যান্য কাগজপত্র, যথা, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণের এবং প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন বা নিয়োগ সম্বন্ধীয় দরখাস্ত, নোটিশ, তালিকা প্রভৃতি ...	পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত।
৩। সভার অধিবেশনের নোটিশ বহি ...	তিন বৎসর।
৪। বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য সভ্যগণের প্রার্থনাপত্র (requisition). ...	তিন বৎসর।
৫। কার্য্যবিবরণের মিনিট বহি ...	চিরকালের জন্য।
৬। বাজেট এষ্টিমেট (একাউণ্ট ফরম নং ১)	তিন বৎসর।
৭। পাশ বহি	ছয় বৎসর।
৮। চেক মুড়ি	ছয় বৎসর।
৯। ক্যাসবহি (একাউণ্ট ফরম নং ২ ও ৩)	চিরকালের জন্য।

নথিপত্রের বিবরণ।	কতকাল রাখিতে হইবে।
১০। আদায়ের রেজিষ্টারী (একাউণ্ট ফরম নং ৪)	তিন বৎসর।
১১। দৈনিক আদায়ের বহি (একাউণ্ট ফরম নং ৫)	তিন বৎসর।
১২। পাউণ্ড ও খেয়ার জমার রেজিষ্টারী (ঐ ফরম নং ৬)	ছয় বৎসর।
১৩। মোৎফরক্কা রসিদ (ঐ ফরম নং ৭) ...	তিন বৎসর।
১৪। অগ্রিম দেওয়ার টাকার রেজিষ্টারী (একাউণ্ট ফরম নং ৮)	ছয় বৎসর।
১৫। হিসাবনিকাশের রেজিষ্টারী (একাউণ্ট ফরম নং ৯)	ছয় বৎসর।
১৬। কার্য্যের বিলসমূহ (work bills) ...	তিন বৎসর।
১৭। অনুমোদিত (sanctioned) এষ্টিমেট...	কার্য্য শেষ হইবার পর পাঁচ বৎসর।
১৮। বাৎসরিক হিসাব	ছয় বৎসর।
১৯। বাৎসরিক খরচের চুম্বক (একাউণ্ট ফরম নং ১০)	ছয় বৎসর।
২০। জমী ও সাধারণের চলাচলস্বত্বের রেজিষ্টারী (একাউণ্ট ফরম নং ১১) ...	চিরকালের জন্য।
২১। আসেস্‌মেণ্টের তালিকা ...	তিন বৎসর।
২২। আসেস্‌মেণ্ট সংক্রান্ত দরখাস্তসমূহ ...	তিন বৎসর।
২৩। ইউনিয়ন রেটের রসিদের মুড়ি ...	তিন বৎসর।
২৪। ইউনিয়ন রেটের আসেসমেণ্ট ও আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ১৮ নিয়ম অনুসারে প্রকাশিত বাকীদারগণের তালিকা ...	এক বৎসর।

নথিপত্রের বিবরণ।	কতকাল রাখিতে হইবে।
২৫। ক্রোক ও নিলাম সংক্রান্ত কার্য্য-সমূহের নথিপত্র ...	তিন বৎসর।
২৬। ক্রোক ও নিলামের হিসাব ...	তিন বৎসর।
২৭। কর্ম্মচারীগণের মাহিনার বিল (pay-bill)	তিন বৎসর।
২৮। হিসাব পরীক্ষার (audit) সার্টিফিকেট...	ছয় বৎসর।
২৯। পরিদর্শনের রিপোর্ট ...	ছয় বৎসর।
৩০। পাউণ্ড এবং খেয়ার ইজারার দলিল...	ইজারা শেষ হইবার পর তিন বৎসর।
৩১। পাউণ্ড এবং খেয়াঘাট বিলি করা সম্বন্ধে কাগজপত্র	ছয় বৎসর।
৩২। সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে কাগজপত্র ...	চিরকালের জন্য।
৩৩। চুক্তিপত্র সমূহ	চুক্তি শেষ হইবার পর ছয় বৎসর।
৩৪। কণ্ট্রাক্টরগণের ভাউচার ও বিল-সমূহ	তিন বৎসর।
৩৫। গবর্ণমেণ্ট, জেলা বোর্ড এবং বে-সরকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বাৎসরিক প্রদত্ত টাকা সম্বন্ধে কাগজপত্র	চিরকালের জন্য।
৩৬। গবর্ণমেণ্ট, জেলা বোর্ড এবং বেসরকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশেষ টাকা সম্বন্ধে কাগজপত্র ...	১২ বৎসর।
৩৭। ব্যাপক এবং অন্যান্য রোগসমূহের রিপোর্ট	৩ বৎসর।

নথিপত্রের বিবরণ।	কতকাল রাখিতে হইবে।
৩৮। জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কাগজপত্র ...	৩০ বৎসর।
৩৯। প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র	চিরকালের জন্য।
৪০। অপ্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ...	তিন বৎসর।
৪১। সারকুলার এবং উপদেশসমূহ ...	চিরকালের জন্য।
৪২। চিঠিপত্রের স্চীপত্র ...	চিরকালের জন্য।
৪৩। প্রাপ্ত ও প্রেরিত পত্রসমূহের রেজিষ্টারী	চিরকালের জন্য।
৪৪। ডাকটিকিট খরচের হিসাবের বহি ...	তিন বৎসর।
৪৫। চিরস্থায়ী রেকর্ডের বহি ...	চিরকালের জন্য।
৪৬। আসবাবপত্রের তালিকা ...	চিরকালের জন্য।
৪৭। ইউনিয়নবোর্ডের সম্পত্তির তালিকা বহি	চিরকালের জন্য।
৪৮। এই আইনের ৪র্থ অধ্যায় অনুসারে কোন প্রতীকারের জন্য দরখাস্ত ...	তিন বৎসর।

খ—চিকিৎসালয় সম্বন্ধে নথিপত্র।

৪৯। বাহিরের রোগিগণের রেজিষ্টারী ...	৫ বৎসর।
৫০। বাহিরের রোগিগণের জন্য টিকিট ...	দুই বৎসর।
৫১। চিকিৎসালয়ের আয়ব্যয়ের ক্যাস বহি	চিরকালের জন্য।
৫২। ঔষধের ষ্টকের লেজার	৫ বৎসর।
৫৩। লোকজনদিগের মাহিনা ও সরঞ্জাম খরচা বাবদ মাসিক বিলসমূহ	চিরকালের জন্য।
৫৪। অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতির ষ্টকের লেজার	চিরকালের জন্য।

নথিপত্রের বিবরণ।	কতকাল রাখিতে হইবে।
৫৫। চাঁদার রেজিষ্টার ...	১২ বৎসর।
৫৬। ডাক্তারখানার সম্পত্তির তালিকা ...	চিরকালের জন্য।
৫৭। পরিদর্শকের বা তদন্তের রেজিষ্টার	৫ বৎসর।
৫৮। প্রাপ্তপত্রসকল রাখিবার গার্ড ফাইল	১২ বৎসর।
৫৯। প্রেরিত পত্রসমূহের নকল রাখিবার বহি	১২ বৎসর।
৬০। পুলিশ এবং medico-legal ব্যাপারে প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলির নকল রাখিবার বহি	চিরকালের জন্য।
৬১। সিভিল সার্জ্জনের নিকট প্রেরিত বার্ষিক রিপোর্টের নকল	১২ বৎসর।

গ—চৌকিদার এবং দফাদার সম্বন্ধে কাগজপত্র।

৬২। চৌকিদার এবং দফাদারের পদের জন্য মনোনয়ন পত্রের নকল ('এ' ফরম) ...	২ বৎসর।
৬৩। চৌকিদার এবং দফাদারের বেতনের রেজিষ্টার ('সি' ফরম)	৬ বৎসর।
৬৪। চৌকিদার এবং দফাদারের বেতন-শোধের বহি ('ডি' ফরম)	১২ বৎসর।
৬৫। বেতনের প্যারেডের কার্য্যবিবরণের রিপোর্টের নকল ('ই' ফরম) ...	৩ বৎসর।
৬৬। চৌকিদারী সাজসজ্জার খরচার রেজিষ্টারী ('এফ' ফরম)	৬ বৎসর।
৬৭। চৌকিদারী সাজসজ্জা প্রেরণ জ্ঞাপক পত্র ('এইচ' ফরম)	৬ বৎসর।

৬৮। জারীর জন্য প্রাপ্ত পরোয়ানাসমূহের রেজিষ্টার ... ... ৩ বৎসর।

৬৯। মাষ্টার প্যারেডে চৌকিদার এবং দফাদারগণের হাজিরার কাগজ পত্র ... ৩ বৎসর।

ঘ।—ইউনিয়ন বেঞ্চের নথিপত্র।

৭০। মোকদ্দমার রেজিষ্টার ... ৩ বৎসর।

৭১। সমন এবং ওয়ারেণ্টের রেজিষ্টার ... ৩ বৎসর।

৭২। জরিমানার, ক্ষতিপূরণের এবং মুচলেকার দরুণ প্রাপ্য টাকার রেজিষ্টার ... ৩ বৎসর।

৭৩। মোৎফরক্কা রসিদ, নকলের ফী এবং মুড়ির রেজিষ্টার ... ... ৩ বৎসর।

৭৪। নকলের দরখাস্তসমূহের রেজিষ্টার ... ৩ বৎসর।

৭৫। দরখাস্তের রসিদসমূহের রেজিষ্টার... ৩ বৎসর।

৭৬। হাজির হইবার মুচলেকাসমূহ ... ৩ বৎসর।

৭৭। এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে প্রতীকার পাইবার দরখাস্ত ... ... ৩ বৎসর।

৭৮। ত্রৈমাসিক রিটার্ণের নকল ... ৩ বৎসর।

ঙ। ইউনিয়ন কোর্টের নথিপত্র।

৭৯। মোকদ্দমার রেজিষ্টার ... ৩ বৎসর।

৮০। ফিসের রেজিষ্টার ... ঐ

৮১। নকলের দরখাস্তসমূহের রেজিষ্টার ঐ

৮২। চেকমুড়িযুক্ত রসিদের রেজিষ্টার ... ঐ

৮৩। ত্রৈমাসিক রিটার্ণসমূহের নকল ... ঐ

পরিশিষ্ট।

গবাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক
১৮৭১ সালের ১ আইন।
(Cattle Trespass Act)

গোমেষাদি ধৃতকরণে বলপূর্ব্বক বাধা দিলে বা ছাড়াইয়া লইলে দণ্ড।

২৪ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যে সকল গোমেষাদি ধৃত হওয়ার যোগ্য, কেহ সেই সকল গোমেষাদির ধৃতকরণে বাধা প্রদান করিলে, অথবা ধৃত হওয়ার পরে পাউণ্ড হইতে ছিনাইয়া লইলে, অথবা এই আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি যখন উক্তরূপে গোমেষাদি ধৃত করিয়া পাউণ্ডে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন সেই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইলে, তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

শূকরের দ্বারা ভূমির কি শস্যের কি রাস্তার ক্ষতি হইলে মালিকের দণ্ড।

২৬ ধারা। কোন শূকরের মালিক কি রক্ষক অমনোযোগিতা বশতঃ কি অন্য কোন কারণে কোন শূকরকে কোন জমির উপর কি জমির উৎপন্ন দ্রব্যের কি শস্যের উপর কি সাধারণের রাস্তার উপর অনধিকারমতে প্রবেশ করিতে দিয়া উহার ক্ষতি করিলে কি করাইলে তাহার দশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এইরূপ আদেশ করিতে পারেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে এই ধারা

শুধু শূকর সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হইয়া গোমেষাদি অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে ; এবং আরও আদেশ করিতে পারেন যে দশ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকার মধ্যে উপরিলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন নাই।

পাউণ্ড রক্ষক কর্ত্তব্য সম্পাদনের ত্রুটি করিলে দণ্ড।

২৭ ধারা। এই আইনের ১৯ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কোনও পাউণ্ডরক্ষক, গোমেষাদি মুক্ত করিলে কি খরিদ করিলে কি প্রদান করিলে অথবা পাউণ্ডে আবদ্ধ থাকা গোমেষাদিকে উপযুক্ত খাদ্য এবং জল প্রদান না করিলে, অথবা এই আইনের বিধান মতে তাহার অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে; এতদ্ভিন্ন তাহার অন্য শাস্তিও হইতে পারিবে।

উক্ত পাউণ্ডরক্ষকের বেতন হইতে এই জরিমানার টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে।



ভারতবর্ষীয় পুলিশ আইন।

(১৮৬১ সালের ৫ আইন)

৩৪ ধারা।

পুলিশ কর্ম্মচারীর কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য।

রাস্তায় বাধা বা অনিষ্টজনক কর্ম্ম।

৩৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সকল সহরে এই ধারা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইবে সেই সকল সহরে কোনও রাস্তার উপরে বা মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি, তথাকার অধিবাসী কি চলাচলকারীদের চলাচলের বাধা, অসুবিধা, বিরক্তি, আশঙ্কা, বিপদ অথবা অনিষ্ট করিয়া নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা ৮ দিন পর্য্যন্ত সশ্রম বা বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড হইবে; এবং কোন পুলিশকর্ম্মচারীর দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন অপরাধ করিলে, উক্ত কর্ম্মচারী বিনা ওয়ারেণ্টে সেই ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবে:—

১ম—রাস্তার উপর গোমেষাদি হত্যা কি মৃতদেহ পরিষ্কার করণ; অথবা অপরিমিত বা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ঘোটকাদি পরিচালন কি তাড়ন, অথবা কোন ঘোড়া কি অপর কোন গৃহপালিত পশুকে শিক্ষিত করণ,

২য়—রাস্তার উপর যথেচ্ছাক্রমে কি নির্দ্দয়ভাবে কোন জন্তুকে পীড়ন বা প্রহার;

৩য়—মাল কিংবা আরোহীদিগকে উঠাইতে ও নামাইতে যত সময় আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক সময় ধরিয়া রাস্তার উপর কোন গরু, ঘোড়া ইত্যাদি বা কোন যান (গাড়ী, পাল্কী ইত্যাদি) দাঁড় করাইয়া

রাখা, অথবা সর্ব্বসাধারণের চলাচলের অসুবিধা কি বিপদ হইতে পারে এরূপ অবস্থায় কোনও বাহনাদি রাখিয়া অন্যত্র গমন করা;

৪র্থ—বিক্রয়ের জন্য রাস্তার উপর কোন দ্রব্য সজ্জিত রাখা;

৫ম—রাস্তার উপর ময়লা, আবর্জ্জনা, রাবিশ, পাথর, অথবা গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদি (ইট, শুরকী, খোয়া, ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা কি ফেলিয়া রাখা, অথবা কোনও গোয়াল, আস্তাবল বা ঐ প্রকার গৃহ কি অন্য কিছু প্রস্তুত করা, অথবা কোন বাড়ী, কারখানা কি গোময়ের স্তুপ হইতে কোন অপ্রীতিকর দ্রব্য রাস্তায় পড়িতে দেওয়া;

৬ষ্ঠ—মাতাল হইয়া বা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বা বেসামালভাবে রাস্তায় বাহির হওয়া;

৭ম—ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অশ্লীলভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন, অথবা বিরক্তিজনকরূপে বিকলিতাঙ্গ কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ প্রদর্শন, অথবা রাস্তার উপর প্রস্রাব বা মলত্যাগ করণ, অথবা কোন রিজার্ভ পুষ্করিণী বা জলাশয়ে স্নানাদি করণ ও বস্ত্রাদি ধৌত করণ;

৮ম—কূয়া, পুষ্করিণী কি অন্য কোন বিপজ্জনক স্থান কি গৃহাদি বেড়া দিতে অথবা যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিতে অমনোযোগ করণ।



বঙ্গদেশের খেয়াঘাট বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ১ আইন।

২৩ ধারা। সরকারী খেয়াঘাটের মাশুল আদায় করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ইজারাদার বা অন্য ব্যক্তি ১৯ ধারার উল্লিখিত মাশুলের তালিকা লটকাইয়া দিতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে শৈথিল্য করিলে,

মাশুলের তালিকা, মাশুলের নির্ঘণ্টপত্র, ও পারাপার কার্য্যের রিটার্ণ বিষয়ক বিধান লঙ্ঘনের দণ্ড।

কিম্বা ঐ তালিকা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থানান্তরিত, পরিবর্ত্তিত কি বিকৃত করিলে, বা উহা যাহাতে পাঠ করিতে পারা না যায় এরূপ হইতে দিলে,

কিম্বা ১৯ ধারার উল্লিখিত মাশুলের নির্ঘণ্টপত্র চাহিবামাত্র দেখাইতে না পারিলে; এবং

কোন ইজারাদার ১৫ ধারার আদেশমত কোন রিটার্ণ দিতে শৈথিল্য করিলে—তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

২৪ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ইজারাদার কি অন্য ব্যক্তি আইন-মত মাশুলের অতিরিক্ত কিছু চাহিলে কি লইলে কিম্বা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, জন্তু, যান কি অন্য বস্তু পারাপার করাইতে বিলম্ব করিলে, তাহার একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

বে-আইনী মাশুল লওয়ার ও বিলম্ব ঘটাইবার দণ্ড।

২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৫ কি ২২ ধারামতে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার তিনমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, বা দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

১৫ ও ২২ ধারামতে প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের দণ্ড।

টীকা। এই আইনের ১৫ ধারায় সরকারী খেয়াঘাট সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধান আছে :—

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সাহেবের অনুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ক) উক্ত জেলার অন্তর্গত সমুদয় সরকারী খেয়াঘাটের পরিচালন ও উক্ত খেয়াঘাটে পারাপারের কার্য্য নিয়মিত করিবার বিধি ;

(খ) কোন্ সময়ে কি প্রকারে কিরূপ সর্ত্তে কোন্ ব্যক্তিগণ ঐ সকল খেয়াঘাটের মাশুল নীলামক্রমে ইজারা দিতে পারিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি ;

(গ) ঐরূপ কোন খেয়াঘাট ব্যবহারকরণার্থ দেয় মাশুল সম্বন্ধে যাহারা এককালীন চুক্তি করিয়াছে, চুক্তির মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে ঐ খেয়াঘাট বন্ধ করা গেলে, সেই ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার বিধি ; এবং

(ঘ) সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্যমতে অন্যান্য কার্য্য করিবার বিধি।

কোন খেয়াঘাটের মাশুল ইজারা দেওয়া গেলে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ঙ) উক্ত খেয়াঘাটের মাশুলের নিমিত্ত দেয় খাজনা আদায় করিবার বিধি ;

(চ) উক্ত খেয়াঘাটের ইজারাদার সময়ে সময়ে পারাপার কার্য্যের যে যে রিটার্ণ অর্পণ করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি ;

(ছ) যে স্থলে সেতু বা পুলদ্বারা যাতায়াতের বিধান করিতে হইবে, সে স্থলে ঐ সেতু বা পুল যে সময়ে যে প্রকারে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে হইবে এবং নৌকাদি যাইবার নিমিত্ত খুলিয়া রাখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিধি ;

(জ) যে স্থলে নৌকা দ্বারা পারাপার কার্য্য চালান হয়, সেই স্থলে কি প্রকারের কতকগুলি নৌকা থাকিবে ও তাহার কিরূপ আয়তন ও সজ্জা হইবে, ও প্রত্যেক নৌকায় ইজারাদার কত জন দাঁড়ি মাঝি রাখিবেন তৎসম্বন্ধে বিধি ; নৌকাগুলি ভাল অবস্থায় রাখিবার বিধি ;

কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত ও কতক্ষণ অন্তর ইজারাদার নৌকা চালাইতে বাধ্য থাকিবেন তৎসম্বন্ধে বিধি ;

এবং প্রত্যেক নৌকায় একবারে কত আরোহী, জন্তু, যান এবং কি আয়তনের ও ওজনের অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে বিধি।

২২ ধারায় এই বিধান আছে যে, বেসরকারী খেয়াঘাট রক্ষার জন্য এবং আরোহী-দিগের ও তাঁহাদের সম্পত্তির নিরাপদের জন্য কমিশনার সাহেব বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ত্রুটি কি বিধিলঙ্ঘন হেতু ইজারা রহিত করণ।

২৬ ধারা। কোন সরকারী খেয়াঘাটের মাশুলের ইজারাদার যদি ঐ মাশুল সম্বন্ধে দেয় খাজনা দিতে ত্রুটি করেন, কি ২৫ ধারামতে কোন অপরাধে দণ্ডিত হন অথবা ২৩ কি ২৪ ধারামতে কোন অপরাধে দণ্ডিত হইবার পর আবার উক্ত কোন ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার সাহেবের অনুমোদনক্রমে, ঐ ইজারা রহিত করিয়া, যে কালের জন্য মাশুল ইজারা দেওয়া গিয়াছিল সেই সম্পূর্ণ কালের অথবা তাহার অবশিষ্ট কালের জন্য ঐ খেয়াঘাটের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অন্য বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

আরোহীগণের অপরাধ ও দণ্ড।

২৭ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি সরকারী খেয়ায় পার হইয়া উপযুক্ত মাসুল দিতে অস্বীকার করে, বা মাসুল না দিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক কি বলপূর্ব্বক কোন সরকারী খেয়ায় পার হয়, কিম্বা

কোন সরকারী খেয়াঘাটের মাশুল-আদায়কারককে কি মাশুলের ইজারাদারকে কি তাঁহার কোন সহকারীকে তাঁহাদের এই আইনমত কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদনে কোন প্রকারে বাধা দেয়, কিম্বা

যে খেয়ার নৌকা কিম্বা সেতু এরূপ অবস্থায় আছে কি এরূপ বোঝাই হইয়াছে যে প্রাণ বা সম্পত্তির পক্ষে উহা আশঙ্কাজনক, সেই নৌকায় কি সেতুতে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মাসুল আদায়কারক কি ইজারাদারের নিষেধসত্ত্বেও জন্তু, যান, কি অন্য দ্রব্য লইয়া যায়, কিম্বা তদ্রূপ কোন খেয়ার নৌকা কি সেতু হইতে নিজে নামিতে কি কোন জন্তু, যান বা দ্রব্য নামাইয়া লইতে অস্বীকার করে কি শৈথিল্য করে, কিম্বা

যদি কোন ব্যক্তি সরকারী খেয়াঘাটের কোন অংশে কোন নৌকা, ভেলা বা অন্য বস্তু বাঁধে, বা তথায় কোনরূপে বাধা জন্মায়,

তবে তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

দণ্ডের টাকা ইজারাদারকে দেওয়া হইবে।

২৯ ধারা। পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী খেয়াঘাটের মাশুলের ইজারা দেওয়া গেলে, ২৭ কি ২৮ ধারামতে যে দণ্ডের টাকা আদায় হইবে, উহার সমুদয় টাকা কি কোন অংশ ম্যাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চের বিবেচনামতে ঐ ইজারাদারকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দণ্ডবিধি আইন

[নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে যেগুলি * তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে সেই ধারার মোকদ্দমাগুলি কোন ইউনিয়ন বেঞ্চ নিজে হইতে লইয়া বিচার করিতে পারিবেন না; যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমাগুলি ইউনিয়ন বেঞ্চে পাঠাইয়া দেন, তবেই ইউনিয়ন বেঞ্চ তাহা বিচার করিতে পারিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড আইনের ৬৬ ধারা ও ৪র্থ তফশীল দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ধারার মোকদ্দমাগুলি ইউনিয়ন বেঞ্চ নিজে হইতেই লইয়া বিচার করিতে পারিবেন।]

দাঙ্গা।

১৫৯ ধারা। যখন দুই কি ততোধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর প্রহারাদি করতঃ জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করে, তখন তাহারা 'দাঙ্গা' (affray) করে এরূপ বলা যায়।

দাঙ্গা করিবার দণ্ড।

১৬০ ধারা। যে ব্যক্তি দাঙ্গা করে, তাহার একমাস পর্য্যন্ত যে কোন প্রকারের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ড, কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করিতে উপযুক্তমতে আজ্ঞা করিলেও শপথ না করণ।

১৭৮ ধারা। যে রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে সত্যকথা কহিবার জন্য শপথ বা প্রতিজ্ঞা করাইতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে সেই প্রকারে শপথ করিতে অথবা প্রতিজ্ঞা করিতে আজ্ঞা করেন, তখন সেই ব্যক্তি উহা করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার ছয়মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে করাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৭৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কোন বিষয়ে সত্যকথা কহিতে আইন মতে বাধ্য থাকে, ও সেই রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার আইনমত ক্ষমতানুসারে সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যদি সেই ব্যক্তি তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড, কিংবা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

যে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার কথার উত্তর দিতে অস্বীকার।

হাকিম কোন সাক্ষীকে বারম্বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও সে উত্তর না দিলে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে—২২ এলাঃ ল জাঃ ১১০০।

২৬৯ ধারা। যে কর্ম্ম দ্বারা কোন প্রাণসঙ্কটজনক রোগ বিস্তার হইতে পারে, কি বিস্তার হইবার সম্ভাবনা আছে, কি বিস্তার হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, যদি কেহ বে-আইনী-মতে কি অমনোযোগিতাবশতঃ ঐ কর্ম্ম করে তবে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয়দণ্ড হইবে।

কোন সাংঘাতিক রোগের বিস্তার যাহাতে হইতে পারে, এমন কর্ম্ম শৈথিল্যপূর্ব্বক করণ।

টীকা। যদি কোন ব্যক্তি কোন সাংঘাতিক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তা দিয়া বেড়ায়, অথবা ঐরূপ রোগাক্রান্ত কোন শিশুকে লইয়া বেড়ায়, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ হইবে; কিন্তু হাঁসপাতালে যাইবার জন্য রাস্তা দিয়া যাইলে এইরূপ অপরাধ হইবে না; তবে যাইবার সময়ে সাবধানে ও সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া যাওয়া উচিত, নহিলে অপরাধ হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কলেরায় আক্রান্ত হইয়া রেলের কর্ম্মচারিগণকে না জানাইয়া ট্রেণযোগে কোন স্থানে যায়, তবে তাহার এই ধারামতে অপরাধ হইবে—কৃষ্ণাপ্পা, ৭ মাদ্রাজ ২৭৬। কোন বেশ্যার যদি উপদংশরোগ থাকে, এবং কোন পুরুষ তাহার সহিত সহবাস করিতে আসিলে তাহাকে সে যদি ঐ রোগের কথা না জানায়, এবং পরে সহবাসের ফলে ঐ পুরুষের উপদংশ রোগ হয়, তাহা হইলে ঐ বেশ্যা এই ধারামতে অপরাধী।

২৭৭ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন ঝরণার কি জলাশয়ের জল যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট কি ময়লা করিয়া দেয়, এবং তাহার ফলে যে কর্ম্মে ঐ জল সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে সেই কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া যায়,তবে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের করাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন ঝরণার কি জলাশয়ের জল নষ্ট কি ময়লা করিলে, তাহার কথা।

টীকা। ঝরণা বা জলাশয় অর্থে নদী বুঝাইবে না—৬ বোম্বাই ল রিঃ ৫২; ২ কলিঃ ৩৮৩; ৪ মাদ্রাজ ২২৯; সুতরাং নদীর জলের ধারে কুকুরের মৃতদেহ পুতিলে এই ধারার অপরাধ হইবে না—১ উইয়ার ২৩০। জল প্রত্যক্ষভাবে ময়লা করিলে তবে এই ধারার অপরাধ হইবে; কোন নীচজাতীর লোক সাধারণের ব্যবহার্য্য ট্যাঙ্ক বা কূপ হইতে জল লইলে বা তুলিলে অপরাধ হইবে না—২ বোম্বাই ল রিঃ ১০৭৮। সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপে থুতু ফেলিলে এই ধারার অপরাধ হইবে।

* ২৮৩ ধারা। যদি কেহ কোন কার্য্য করাতে, কিম্বা আপনার নিকটে কি আপনার জিম্মায় থাকা কোন দ্রব্য সুশৃঙ্খলামতে না রাখাতে, কোন রাজপথে কি নৌকা চালাইবার জলপথে কোন লোকের বিপদ বা বাধা বা হানি জন্মায়, তবে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

রাজপথে কি নৌকার পথে সঙ্কট কি বাধা জন্মাইবার কথা।

টীকা। রাস্তার মাঝখান খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিলে, বা রাস্তার উপর বেড়া দিয়া পথ বন্ধ করিলে বা রাস্তার উপর একগাদা কাঠ ফেলিয়া রাখিলে বা অন্য কোন প্রকারে রাস্তায় লোকচলাচলের বাধা সৃষ্টি করিলে এই ধারার অপরাধ হয়। যথা, রাস্তার উপর চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া পথ বন্ধ করিলে অপরাধ হইবে—৮ কলিঃ উঃ নোঃ ৩৬৯।

২৮৯ ধারা। যাহার নিকটে কোন জীবজন্তু থাকে সেই ব্যক্তি যদি, সেই জীবজন্তু হইতে যাহাতে মনুষ্যের প্রাণহানির কোন আশঙ্কা কিম্বা গুরুতর

কোন জীবজন্তুকে লইয়া অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্য করণ।

পীড়ার কোন আশঙ্কা না হয় তদ্বিষয়ে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয়দণ্ড হইবে।

টীকা। এই ধারা শুধু বন্যজন্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, অশান্ত গৃহপালিত জন্তু (যথা, ঘোড়া কুকুর) সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে—১১ উঃ বিঃ ১। এই ধারামতে দণ্ডিত করিতে হইলে, প্রমাণ করিতে হইবে যে জন্তুটির দুষ্ট প্রকৃতি আসামীর জানা ছিল—১ উইয়ার ২৩৮। আসামীর মহিষ যদি ফরিয়াদীর মহিষকে আক্রমণ করে কিন্তু ঐ মহিষের দুষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে আসামীর পূর্ব্বে জানা না থাকে, তাহা হইলে আসামীর অপরাধ হইবে না—পাণ্ডু, বোম্বাই অপ্রকাশিত নজীর ১৯৭। কিন্তু ঐ জন্তুর দুষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে আসামীর জানা থাকিলে সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে—১৮ বোম্বাই ল রিঃ ৬৮২। আসামী তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে একটি ধর্ম্মের ষাঁড় ছাড়িয়া দিয়াছিল; সেই ষাঁড় পরে বড় হইয়া অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে আসামীর অপরাধ হইবে না, কারণ এখন আর সে সেই ষাঁড়ের মালিক নহে—১৯০৪ পাঞ্জাব রেকর্ড নং ৫। আসামীর বানর শিকল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিলে, প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ বানরকে ভালরূপে বাঁধিয়া রাখিতে আসামীর অনাবধানতা ছিল—১ এলাঃ ল জাঃ ৬০৫।

২৯০ ধারা। যে ব্যক্তি সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করে, ও এই আইনের অন্যান্য ধারায় যদি সেই কর্ম্মের কোন দণ্ড নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

অন্যান্য স্থলে সাধারণ লোকের অনিষ্টজনক কর্ম্মের দণ্ড।

২৯৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি—

অশ্লীল কার্য্য ও গীত। (ক) সাধারণ স্থানে কোন কুৎসিৎ কার্য্য করে, কিংবা

(খ) সাধারণ স্থানে বা তাহার নিকটে কোন অশ্লীল গান করে বা অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করে বা অশ্লীল কথা বলে,

এবং তাহাতে অপর লোকগণ বিরক্ত হয়, তবে তাহার তিনমাস

পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে।

টীকা। "সাধারণ স্থান" বলিতে সাধারণ লোক যেখানে যাতায়াত করে, যথা, রাস্তা, মাঠ, পুষ্করিণী, মন্দির, দোকান বা ঔষধালয় (যতক্ষণ খোলা থাকে), ভাড়াটীয়া গাড়ী, ট্রাম, রেলওয়ে ট্রেণ, সাধারণের প্রস্রাব করিবার বা স্নান করিবার স্থান, সভাগৃহ, নাট্যশালা, প্রভৃতিকে বুঝাইবে। এই সকল স্থানে কোন কুৎসিত কার্য্য বা গীতাদি করিলে এই ধারামতে অপরাধ হইবে। গজল, বিদ্যাসুন্দর টপ্পা, কবি বা তরজাওয়ালাদের খেউড় প্রভৃতি গানগুলি অশ্লীল সঙ্গীত বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু নর্ত্তকীদের খেউড় অশ্লীল সঙ্গীত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

পীড়াজনক কার্য্য।

৩১৯ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির শরীরের বেদনা, কি রোগ কি দুর্ব্বলতা জন্মায়, তবে সে পীড়া (hurt) জন্মায় এরূপ বলা যায়।

টীকা। কোন ব্যক্তিকে ধুতুরা মিশ্রিত সন্দেশ খাওয়াইলে, ঐ ব্যক্তির যদি পীড়া হয়, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ হইবে—৪৬ এলাঃ ৭৭।

ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩২১ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্ভাবনা জানে এমন কোন কর্ম্ম করে, ও তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইয়াছে" এরূপ বলা যায়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইবার দণ্ড।

৩২৩ ধারা। ৩৩৪ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও পীড়া জন্মায়, তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

গুরুতর রাগের মাথায় পীড়া জন্মাইবার কথা।

৩৩৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ গুরুতর রাগের মাথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, এবং যে লোক ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য করিয়াছিল

তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে তাহার অভিপ্রায় না থাকে, ও সে অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া হইবার সম্ভাবনাও না জানে, তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৩৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যেদিকে যাইবার অধিকার থাকে, সেই দিকে তাহার যাওয়া নিবারণ করিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়, সে তাহাকে "অন্যায়মতে বাধাপ্রদান" (wrongful restraint) করিয়াছে ইহা বলা যায়।

অন্যায় মতে বাধা প্রদান॥

বর্জ্জিত কথা। জলের কি স্থলের কোন বিশেষ পথ বন্ধ করিতে তাহার আইনসিদ্ধ ক্ষমতা আছে বলিয়া যে ব্যক্তি সরলভাবে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি সেই পথ বন্ধ করিলে, এই ধারার অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

কোন পথ বন্ধ করিতে আনন্দের ক্ষমতা নাই, ইহা সে জানিয়াও ঐ পথ বন্ধ করে। যদুর সেই পথে যাইবার অধিকার আছে, কিন্তু সেই বাধা প্রযুক্ত তাহার যাওয়া নিবারণ হয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে বাধাপ্রদান করিয়াছে বলা যাইবে।

টীকা। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কোন পাহারওয়ালা গাড়োয়ানের পথ বন্ধ করিলে তাহার এই ধারার অপরাধ হইবে—১০ উঃ রিঃ ৩৫। কোন ভাড়াটীয়া ভাড়া না দিলে বিনা ডিক্রীতে উচ্ছেদ করা যায় না; সুতরাং ভাড়াটীয়া ভাড়া না দেওয়ার জন্য বাড়ীর মালিক যদি তাহাকে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেন তবে তাঁহার এই ধারার অপরাধ হইবে—হাজী গোলাম, ২১ বোম্বাই ল রিঃ ২৬১।

সরল বিশ্বাসে বাধা দিলে এই ধারার অপরাধ হয় না; যথা, কোন বাটীতে আসামীর স্বত্ব আছে ইহা সে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া যদি সে ঐ বাটী তালাবদ্ধ করে,

তবে তাহার অপরাধ হইবে না—হোবানা, বোম্বাই অপ্রকাশিত নজীর ৫৫১। আনন্দ ও বলরাম এক বাটীর যৌথ মালিক; আনন্দের সম্মতি না লইয়া বলরাম ঐ বাটিতে একজনকে ভাড়া দেয়। এ স্থলে আনন্দ যদি ঐ ভাড়াটীয়াকে প্রবেশ করিতে না দিয়া ঐ বাটী চাবিবন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে আনন্দের অপরাধ হইবে না, কারণ ঐ ভাড়াটীয়াকে আনন্দ রাখে নাই এবং সে আনন্দের ভাড়াটীয়া নহে—২০ বোম্বাই লঃ রিঃ ১০৬।

অন্যায়মতে বাধাপ্রদানের দণ্ড।

৩৪১ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বাধাপ্রদান করে, তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ।

৩৫০ ধারা। যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার জন্য অন্য ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক বলপ্রকাশ করে, কিম্বা ঐ ব্যক্তির হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি বলপ্রকাশ করে, তবে সে ঐ ব্যক্তির প্রতি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ (criminal force) করে, ইহা বলা যায়।

এই ধারায় 'বলপ্রকাশ' অর্থে কোন মনুষ্যের প্রতি বলপ্রকাশ বুঝাইতেছে—সদাশিব, ১৮ কলিঃ উঃ নোঃ ১১৫০। আসামী অপর এক ব্যক্তির মাঠে গিয়া তাহার ধান কাটিয়া লইতে লাগিল। সে ব্যক্তি বাধা দিতে আসিলে আসামী তাহাকে লাঠি দিয়া মারিতে যাওয়ায় সে ব্যক্তি পলাইল। এস্থলে আসামী এই ধারামতে অপরাধী—জয় রাম, ১২ এলাঃ ল জাঃ ১৫৪। দুইজন কনষ্টেবল একজন লোককে কোন বে-আইনী ওয়ারেণ্ট বলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কতকগুলি লোক আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে পুলিসের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেল এবং ওয়ারেণ্ট খানি ছিঁড়িয়া দিল, কিন্তু কোন কনষ্টেবলকে আঘাত করিল না। এস্থলেও ঐ লোকগুলি এই ধারামতে অপরাধী হইবে—গোকল, ৪৫ এলাঃ ১৪২।

৩৫১ ধারা। আক্রমণ। যদি কেহ কোন ব্যক্তির প্রতি, অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গী করে, কি কোন কার্য্যের উদ্যোগ করে, তবে সে আক্রমণ (assault) করিয়াছে বলা যাইবে।

ব্যাখ্যা। কেবল বাক্যের দ্বারা আক্রমণ হয় না। কিন্তু কোন অঙ্গভঙ্গী বা কোন কার্য্যের উদ্যোগের সহিত এমন বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে যে তজ্জন্য তাহার অঙ্গভঙ্গী কি উদ্যোগ আক্রমণের তুল্য জ্ঞান করা যাইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর প্রতি এরূপভাবে ঘুঁসি দেখায় যে তাহাতে যদুর বিশ্বাস হয় যে আনন্দ যদুকে মারিবে। এস্থলে আনন্দ যদুকে আক্রমণ করিয়াছে বলা যাইবে।

(খ) আনন্দ যদুকে কুকুরের দ্বারা কামড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, একটী কুকুরকে ছাড়িয়া দিতে উদ্যোগী হয়। এস্থলে আনন্দ যদুকে আক্রমণ করিয়াছে বলা যাইবে।

(গ) আনন্দ লাঠি তুলিয়া যদুকে বলে, "তোমাকে মারিব।" ইহা আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা। কোন বাটীর লোকদিগকে আঘাত করিবার জন্য বা তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য সেই বাটীর লোকজনের মাঝখানে একটী বোতল ছুড়িয়া দিলে এই ধারার অপরাধ হইবে—৩ লোয়ার বর্ম্মা রুলিং ১৯৪। বলপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলে তবে এই ধারার অপরাধ হইবে; যদি এক ব্যক্তি এক কনষ্টেবলকে মারে এবং কতকগুলি লোক কনষ্টেবলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে বা ভয় দেখায়, তাহা হইলে এই শেষোক্ত লোকগুলি এই ধারামতে অপরাধী হইবে না—৮ মাদ্রাজ ল টাইমস্ ১১৮। শুধু ভয় দেখাইয়া কথা বলিলেই এই ধারা মতে অপরাধ হয় না; যদি কথা দ্বারা এইরূপ প্রকাশ পায় যে তৎক্ষণাৎ প্রহার করা হইবে, তবেই এই ধারার অপরাধ হইবে—৩০ কলিঃ ৯৭; ১ বোম্বাই হাঃ কোঃ রিঃ ২০৫।

৩৫২ ধারা। কোন ব্যক্তি যদি অন্য লোক হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার কোন গুরুতর কারণ না থাকিলেও তাহার প্রতি আক্রমণ করে, কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিংবা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ড হইবে।

রাগের মাথায় কৃত না হইলে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ বা আক্রমণের দণ্ড।

ব্যাখ্যা। অপরাধী যদি অপরাধের ওজর পাইবার জন্য নিজে হইতেই রাগ জন্মাইতে চেষ্টা করে, কি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ জন্মায়,

অথবা কেহ আইন অনুসারে যে কার্য্য করে, কিম্বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করে, তৎপ্রযুক্ত যদি ঐ রাগ জন্মে,

অথবা, কেহ আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আইনমতে যে কার্য্য করে, এমন কোন কার্য্যপ্রযুক্ত যদি উক্ত রাগ জন্মে,

তবে উক্ত সকল স্থলে ঐ গুরুতর রাগ হঠাৎ হইলেও এই ধারার অপরাধের দণ্ড লঘু হইবে না।

গুরুতর এবং অকস্মাৎ কারণে রাগ হইয়াছে কি না এই কথা বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় করা হইবে।

টীকা। হঠাৎ রাগ হইয়া আক্রমণাদি করিলে ৩৫৮ ধারা প্রযোজ্য হইবে।

৩৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তি হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণ হইলে যদি কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড, কিম্বা দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ।

ব্যাখ্যা। এই ধারার সহিত ৩৫২ ধারার ব্যাখ্যা পাঠ করিতে হইবে।

৩৭৮ ধারা। যদি কেহ কোন ব্যক্তির সম্মতি বিনা, কোন অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে তাহার অধিকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করে, তবে তাহার চুরি অপরাধ হয়।

চুরি।

১ম ব্যাখ্যা। কোন দ্রব্য যতক্ষণ ভূমিতে সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহা অস্থাবর দ্রব্য নহে, সুতরাং তাহাতে চুরি অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করা গেলেই তাহাতে চুরি অপরাধ হইতে পারে।

২য় ব্যাখ্যা। যে কার্য্য দ্বারা কোন বস্তু ভূমি হইতে পৃথক করা যায়, সেই কার্য্য দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত করা গেলে উক্ত স্থানান্তর করণ কার্য্য চুরি অপরাধ হইতে পারে।

৩য় ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য সরাইলে তাহা স্থানান্তর করা হইয়াছে ইহা যেমন বলা যায়, তেমনি সেই দ্রব্য স্থানান্তর করিবার বাধাজনক কোন বস্তু দূরীভূত করিলে, কিম্বা তাহা অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক করিলে, তাহা স্থানান্তর করা হইয়াছে ইহাও বলা যায়।

৪র্থ ব্যাখ্যা। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন জন্তুকে স্থানান্তর করে, তবে সেই জন্তুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে সকল দ্রব্য স্থানান্তরিত হয়, তাহাও ঐ ব্যক্তি স্থানান্তরিত করিয়াছে ইহা বলা যায়।

৫ম ব্যাখ্যা। এই ধারায় যে সম্মতির কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে কিম্বা কথার ভাবেও প্রকাশ হইতে পারে; এবং যাহার অধিকারে কোন দ্রব্য থাকে, তাহার দ্বারা উক্ত সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে, কিম্বা সম্মতি দিতে যাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ ক্ষমতা থাকে এমন ব্যক্তি দ্বারাও ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর জমীতে বৃক্ষ আছে। আনন্দ শঠতাক্রমে সেই বৃক্ষ যদুর অধিকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে যদুর অনুমতি না লইয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করে। এ স্থলে আনন্দ ঐ বৃক্ষ লইবার জন্য যে সময়ে বৃক্ষ ছেদন করিল, সেই সময়েই সে ঐ বৃক্ষ চুরি করিয়াছে ইহা গণ্য হইবে।

(ঘ) আনন্দ যদুর চাকর; যদুর রূপার পাত্রগুলি তাহার জিম্মায় থাকে। সে যদুর অনুমতি না লইয়া তাহার রূপার পাত্র লইয়া শঠতাক্রমে পলায়। আনন্দ এই স্থলে চুরি করিয়াছে।

(চ) যদু যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে এক টেবিলের উপর আনন্দ যদুর একটী অঙ্গুরীয় পায়। এস্থলে সেই অঙ্গুরীয় যদুর অধিকারে থাকা বিধায়, আনন্দ যদি শঠতাক্রমে তাহা সরায়, তবে সে উহা চুরি করিয়াছে বলা যাইবে।

(ছ) আনন্দ পথিমধ্যে পতিত একটা অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়; তাহা কোন ব্যক্তির অধিকারে নাই, অতএব তাহা লইলেও আনন্দের চুরি করা হয় না; কিন্তু ইহাতে আত্মসাৎ করার অপরাধ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ তাহার ঘড়ি মেরামতের জন্য যদুকে দেয়। যদু তাহা নিজ দোকানে লইয়া যায়। পরে আনন্দ ঐ ঘড়ি মেরামতের দাম চুকাইয়া দিলেও, যদু ঐ ঘড়ি আনন্দকে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, আনন্দ প্রকাশ্যরূপে দোকানে গিয়া যদুর হাত হইতে ঐ ঘড়ি বলপূর্ব্বক লইয়া চলিয়া যায়। এই স্থলে আনন্দ অনধিকারপ্রবেশ এবং আক্রমণ করার জন্য অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু চুরি করণের অপরাধী নহে, কারণ সে যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা শঠতাক্রমে করে নাই।

(ঞ) যদি ঘড়ি মেরামত করিবার জন্য আনন্দের নিকট হইতে যদুর টাকা পাওনা থাকে, ও যদু তজ্জন্য জামিনস্বরূপে ঐ ঘড়ি আইনসিদ্ধরূপে আটক রাখে, তবে আনন্দ ঐ ঘড়ি তাহার অধিকার হইতে লইলে আনন্দের চুরি অপরাধ হইবে, কারণ সে শঠতাক্রমে ঘড়ি লইয়াছে।

(ট) যদি আনন্দ একটী ঘড়ি যদুর নিকটে বন্ধক দিয়া থাকে ও সেই বন্ধকের টাকা শোধ না করিয়া যদুর অনুমতি বিনা ঐ ঘড়ি তাহার নিকট হইতে লইয়া যায়, তবে ঐ ঘড়ি তাহার নিজের হইলেও সে শঠতাক্রমে তাহা লইয়াছে; ইহাতে চুরি করা হয়।

(ঠ) আনন্দ যদুর অনুমতি বিনা তাহার অধিকার হইতে তাহার কোন দ্রব্য লয়,

ও তাহার নিকট হইতে কিছু পারিতোষিক না পাইলে সেই দ্রব্য ফেরত দিবে না এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করে। এ স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে হরণ করিয়াছে; অতএব তাহার চুরি অপরাধ হইয়াছে।

(ত) আনন্দ যদুর কোন দ্রব্য সরলভাবে আপনার দ্রব্য মনে করিয়া বলরামের অধিকার হইতে লয়। এই স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে লয় নাই; সুতরাং ইহাতে চুরি-অপরাধ হয় না।

টীকা। 'শঠতাক্রমে' (অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক নিজের লাভের জন্য বা অন্যায় পূর্ব্বক অপরের ক্ষতি করিবার জন্য) লইলে তবে চুরি অপরাধ হয়; আনন্দ যদি দেখে যে কতকগুলি ধীবর তাহার প্রভুর পুকুরে মাছ ধরিতে আসিয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া সে ঐ ধীবরদের জালগুলি লইয়া আটক করিয়া রাখে, তাহা হইলে আনন্দের চুরি অপরাধ হয় না, কারণ সে ঐ জালগুলি 'শঠতাক্রমে' লয় নাই—৬ উঃ রিঃ ৭৯। আসামী ফরিয়াদীর গোয়াল হইতে গরু বাহির করিয়া লইয়া পাউণ্ডে দিয়া আসিল; তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে পরদিন ফরিয়াদী গরু খালাস করিবার জন্য পাউণ্ডরক্ষককে যে টাকা দিবে তাহা হইতে সে কিছু অংশ লইবে। এস্থলে আসামী এই ধারামতে অপরাধী, কারণ সে শঠতাক্রমে ঐ কার্য্য করিয়াছে—২২ কলিঃ ১৩৯। আসামীর যদি লাভ করিবার ইচ্ছা না থাকে, কিন্তু অপরের ক্ষতি করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে চুরি অপরাধ হইবে; যথা, আসামী ফরিয়াদীর তিনটী গরু চুরি করিয়া ফরিয়াদীর পাওনাদারগণকে বিতরণ করিয়া দিলেও, আসামীর এই ধারামতে অপরাধ হইবে, কারণ সে অন্যায় রূপে ফরিয়াদীর ক্ষতি করিয়াছে—মাধারী, ৩ উঃ রিঃ ২। আসামী যে দ্রব্য লইয়াছে, তাহা যদি সে সরলভাবে নিজের দ্রব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার চুরি অপরাধ হইবে না—ক্ষেত্রনাথ, ১৬ উঃ রিঃ ৬৮; ২৮ মাদ্রাজ ৩০৪; আরফান আলি, ৪৪ কলিঃ ৬৬; যথা, আসামী যদি ফরিয়াদীর পুকুর নিজের পুকুর বলিয়া সরলভাবে দাবী করে, এবং ঐ পুকুর হইতে মাছ ধরে, তাহা হইলে আসামীর অপরাধ হইবে না—ধীরেন্দ্র গোঁসাই, ১৪ কলিঃ উঃ নোঃ ৪০৮; রামলাল বঃ হরিচরণ, ১১ কলিঃ ল জাঃ ৪১০।

স্থল বিশেষ আসামী নিজের দ্রব্য অপরের নিকট হইতে লইলেও চুরি অপরাধে দোষী হইবে; যথা, কেহ নিজের দ্রব্য অপরের নিকট গচ্ছিত কি বন্ধক রাখিয়া তাহার বিনা অনুমতিতে লইলে চুরির জন্য দণ্ডিত হইবে। (চ) ও [ঞ] উদাহরণ এবং ২৯ কলিঃ উঃ নোঃ ১০১১ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভৃত্য চুরি করিলে, এবং ভৃত্যের নিজের কোন শঠতা না থাকিলে ভৃত্য দোষী হইবে না; কিন্তু মনিবের সহিত ভৃত্যেরও যদি অসদভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ভৃত্য দোষী হইবে—হরি ভুইয়াঁলি, ৯ কলিঃ উঃ নোঃ ২৭৪।

পরের ভূমি হইতে খানিকটা মাটী খুঁড়িয়া তুলিলে তাহা 'অস্থাবর দ্রব্য' হইবে, এবং তাহা লইলে চুরি অপরাধ হইবে—১৫ বোম্বাই ৭০২; সেইরূপ, পাথর বা কাদা বা বালি বা খোয়া ভূমি হইতে খুড়িয়া লইয়া গেলেও চুরি করা হইবে—২৭ মাদ্রাজ ৫৩১। কোন ষাঁড়কে যদি মন্দিরে দান করা হয়, তবে ঐ ষাঁড় যেখানে সেখানে বেড়াইলেও মন্দিরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহা চুরি করিলে অপরাধ হইবে—১১ মাদ্রাজ ১৪৫। কিন্তু শ্রাদ্ধে যে বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা কাহারও সম্পত্তি নহে; সুতরাং তাহা কেহ চুরি করিলে অপরাধ হইবে না—রমেশচন্দ্র বঃ হিরু মণ্ডল, ১৭ কলিঃ ৮৫২; ৮ এলাঃ ৫১; ৯ এলাঃ ৩৪৮। ফরিয়াদীর পুকুর হইতে আসামী মাছ ধরিলে, আসামীর চুরি অপরাধ হইবে—১০ বোম্বাই ১৯৩; কিন্তু নদীর বা বিলের মাছ কাহারও সম্পত্তি নহে, সুতরাং তাহা ধরিলে চুরি হয় না—২৪ মাদ্রাজ ৮১। কোন স্রোতস্বতী নদীর সহিত যে পুকুরের যোগ আছে তাহা হইতে মাছ ধরিলে চুরি হইবে না—১৫ কলিঃ ৪০২। পুকুর যদি কোন ব্যক্তিকে জমা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে পুকুরের মালিক মাছ ধরিলেও চুরি অপরাধে দোষী হইবে। ঝড়ে যদি গাছ পড়িয়া যায়, তাহা মালিককে না বলিয়া লইয়া গেলে চুরি অপরাধ হইবে—১৭ এলাঃ ল জাঃ ২৭৪।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—যে দ্রব্য চুরি করা হইয়াছে, তাহার মূল্য যদি ২০৲ টাকার অনধিক হয় তবেই ইউনিয়ন বেঞ্চ তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

চুরির দণ্ড।

৩৭৯ ধারা। যে ব্যক্তি চুরি করে, তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

শঠতাক্রমে দ্রব্য আত্মসাৎ করণ।

*৪০৩ ধারা। যদি কেহ কাহারও অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে আত্মসাৎ করে (misappropriates) কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ সরলভাবে যদুর কোন দ্রব্য আপনার দ্রব্য মনে করিয়া যদুর নিকট হইতে লয়। ইহাতে আনন্দের চুরি অপরাধ হয় না; কিন্তু যদি পরে আনন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে, এবং ঐ দ্রব্য তাহার নিজের নহে ইহা জানিতে পারিয়াও যদি শঠতাক্রমে ঐ দ্রব্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে এই ধারামতে দোষী হইবে।

১ম ব্যাখ্যা। কোন দ্রব্য কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও শঠতাক্রমে আত্মসাৎ করা হইলে, এই ধারামতে আত্মসাৎকরণ অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

যদুর একখণ্ড কোম্পানীর কাগজ আনন্দ কুড়াইয়া পায়; তাহার পৃষ্ঠে যদুর দস্তখৎ আছে। আনন্দ সেই কাগজ যদুর জানিয়া এবং কিছুদিন পরে যদুকে প্রত্যর্পণ করিবার কল্পনা করিয়া, কোন বণিকের নিকটে তাহা বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ লয়; এস্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

২য় ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য পাইল; তাহা তৎকালে কাহারও অধিকারে ছিল না। সে ঐ দ্রব্য পাইয়া তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাখিয়া দিল; এস্থলে সে তাহা শঠতাভাবে আত্মসাৎ করে নাই, সুতরাং তাহার কোন অপরাধ হয় নাই। কিন্তু ঐ দ্রব্যের মালিকের পরিচয় পাইয়া, কিম্বা তাঁহার সন্ধান পাইবার উপায় জানিয়া, কিম্বা মালিকের পরিচয় পাইবার ও তাঁহাকে ঐ কথা জানাইবার উপযুক্ত মত চেষ্টা না করিয়া, এবং মালিক যে সময়ের মধ্যে তাহার দাবী করিতে পারে, এরূপ উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য না রাখিয়া, যদি সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য আপন কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে তাহার আত্মসাৎকরণ অপরাধ হয়।

এরূপ স্থলে 'উপযুক্তমত চেষ্টা' কাহাকে বলে ও কত কাল হইলে 'উপযুক্ত কাল' হয়, তাহা বৃত্তান্ত দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য পায়, সে ঐ দ্রব্যের মালিকের পরিচয় না পাইলেও, কিম্বা ঐ দ্রব্যের মালিক বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে না জানিলেও, যদি সে ইহা জানে যে ঐ দ্রব্য তাহার নিজের নহে, কিম্বা প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া যাইবে না ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলেই সেই দ্রব্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলে সে অপরাধী হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ রাজপথে একটী টাকা কুড়াইয়া পায়, কিন্তু ঐ টাকা কাহার তাহা জানে না। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে নাই।

(খ) আনন্দ পথে একখানি পত্র পায়, তাহার মধ্যে একখানি নোট থাকে। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া এবং তৎপত্রের লিখিত কথা পাঠ করিয়া সে জানিতে পারে যে, এই নোট অমুকের; তথাপি সে তাহা আপনি লয়। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দ একটী মনিব্যাগ কুড়াইয়া পায়, কিন্তু উহা কাহার তাহা জানে না। পরে তাহা যদুর বলিয়া জানিতে পারিয়াও সে আপনি ঐ টাকা ব্যবহার করে; এস্থলে আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

(ঘ) আনন্দ বহুমূল্য একটী অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পায়। কিন্তু কাহার না জানিয়াও তাহার মালিকের সন্ধান লইতে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করে। এস্থলে আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

টীকা। আত্মসাৎকরণ অপরাধের বিশেষত্ব এই যে, আসামী প্রথমে যখন দ্রব্যটী পাইয়াছিল তখন তাহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল না বা কোনরূপ অন্যায়ভাবে বা শঠতাক্রমে সে উহা প্রাপ্ত হয় নাই; পরে সে শঠতাপূর্ব্বক ঐ দ্রব্য নিজের কর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছে—১৫ কলিঃ ৩৮৮। একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের কোন সম্পত্তি যদি একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজে ভোগ করে, তাহা হইলেই তাহা আত্মসাৎকরণ অপরাধ হয় না—১৪ উঃ রিঃ ১৩; কিন্তু যদি সম্পত্তি ভাগ হইয়া গিয়া সকলকে তাহাদের অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তখন একব্যক্তি অপরের দ্রব্য ভোগ করিতে থাকিলে আত্মসাৎ করণ অপরাধ হইবে—১ উইয়ার ৪৫৩। ফরিয়াদীর নিকট হইতে

আসামীর কিছু টাকা পাওনা থাকায়, আসামী যদি ফরিয়াদীর কোন দ্রব্য পাইয়া তাহা ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার অপরাধ হইবে না—১৭ উঃ রিঃ ১১। কিন্তু মনিবের নিকট হইতে মাহিনার টাকা বাকী আছে বলিয়া, যদি চাকর তাহার মনিবের কোন খাতকের নিকট হইতে মনিবের আদেশক্রমে টাকা আদায় করিয়া পরে সেই টাকা মনিবকে না দিয়া নিজে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে চাকরের এই ধারামতে অপরাধ হইবে—১১ উঃ রিঃ ৫১।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—যে দ্রব্য আত্মসাৎ করা হইয়াছে তাহার মূল্য যদি ২০৲ টাকার অনধিক হয় তবে ইউনিয়ন বেঞ্চ বিচার করিতে পারিবেন।

৪১১ ধারা। কোন দ্রব্য চোরা জিনিষ জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে তাহা গ্রহণ করে বা রাখে, তবে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

চোরা দ্রব্য শঠতাক্রমে গ্রহণ।

টীকা। চোরাই দ্রব্য গ্রহণের সময়ে আসামী যদি তাহা চোরাই বলিয়া না জানে, তাহা হইলে "চোরা দ্রব্য গ্রহণ" করার অপরাধ হইবে না; কিন্তু সে যদি পরে তাহা চোরাই বলিয়া জানিতে পারে, এবং জানিয়াও তাহা রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার "চোরা দ্রব্য রাখা" অপরাধ হইবে—৪ মাদ্রাজ হাঃ কোঃ রিঃ ৪২। কোন ৭ বৎসরের কম বয়স্ক বালক কোন দ্রব্য চুরি করিলে অপরাধই হয় না; কিন্তু তাহার নিকট হইতে ঐ চোরা দ্রব্য যদি কেহ গ্রহণ করে, তবে গ্রহণকারীর এই ধারামতে অপরাধ হইবে—৬ মাদ্রাজ ৩৭৩।

চুরির অব্যবহিত পরেই যাহার নিকট চোরাই দ্রব্য পাওয়া যায়, সে নিজেই ঐ দ্রব্য চুরি করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইবে—২৩ উঃ রিঃ ১৬; ১৩ মাদ্রাজ ৪২৬। এক স্থানে ডাকাইতি হওয়ার ৮ দিন পরে অপহৃত দ্রব্যগুলি আসামীর গৃহে পাওয়া গেলে, আসামী স্বয়ং চুরি করিয়াছে বা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ চোরাই দ্রব্য রাখিয়াছে এরূপ বিবেচনা করা যাইবে—মতি জোলা, ৫ উঃ রিঃ ৬৬। কিন্তু চুরি হইবার তিন মাস বা অধিক পরে কাহারও দখলে সামান্য ২॥০ মূল্যের এক চোরাই মাল পাওয়া যাইলে ইহা অনুমান করা হইবে না যে সে ঐ মাল চোরাই মাল বলিয়া জানিত—জয়মুল্লা

বেপারী, ২২ কলিঃ উঃ নোঃ ৫৯৭। যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে তাহার কোন দূর আত্মীয়ের (যথা মাসতুতো ভ্রাতার শ্বশুরের) বাটীতে চুরির তিনদিন পরে যদি ঐ চোরাই দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ আত্মীয়কে এই ধারামতে সন্দেহ করিয়া অপরাধী করা যায় না—অশ্বিনীকুমার, ১০ কলিঃ উঃ নোঃ ২১৯।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—চোরাই দ্রব্যের মূল্য যদি ২০৲ টাকার অনধিক হয়, তবেই ইউনিয়ন বেঞ্চ এই ধারার অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

অপকার।

৪২৫ ধারা। যদি কেহ সাধারণ লোকদের অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া, কোন সম্পত্তি নষ্ট করে, কিম্বা যাহাতে সম্পত্তির মূল্য কি কর্ম্মণ্যতা নষ্ট কি ন্যূন হয়, কিম্বা সম্পত্তি যাহাতে মন্দ হইয়া যায় এরূপে তাহার পরিবর্ত্তন কি স্থানান্তর করে, তবে সে "অপকার" (mischief) করে ইহা বলা যায়।

১ম ব্যাখ্যা। উক্ত সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি কি অপচয় করিতে অপরাধীর অভিপ্রায় না থাকিলেও উক্ত অপকার করিবার অপরাধ হইতে পারে। যদি সম্পত্তির ক্ষতিকরণ দ্বারা কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায় কিম্বা করিবার সম্ভাবনার জ্ঞান থাকে, তবে সেই সম্পত্তি যাহারই হউক না কেন, এই ধারার অপরাধ হয়।

২য় ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি সম্বন্ধে কিম্বা নিজের ও অন্য ব্যক্তিদের যৌথরূপে যে সম্পত্তি থাকে, তাহা সম্বন্ধে যে কার্য্য করে, এমন কার্য্য দ্বারাও অপকার করিতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার একখানি মূল্যবান্ দলিল পোড়ায়। এস্থলে সে অপকার করিয়াছে।

(খ) আনন্দের নামে যদু টাকার বাবদ ডিক্রী পাইয়াছে। ঐ ডিক্রী জারী

করিবার জন্য তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবে জানিয়া, যাহাতে যদু ঐ ডিক্রীর টাকা না পায় ও তাহার ক্ষতি হয় এই নিমিত্ত আনন্দ আপনার সম্পত্তি নষ্ট করে। এস্থলে আনন্দ অপকার করিয়াছে।

(গ) যদুর শস্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ও নষ্ট হইতে পারিবে জানিয়া, আনন্দ তাহার ক্ষেত্রের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আনন্দ অপকার করিয়াছে।

টীকা। আসামীর প্রভুর মাঠে একটী গরু প্রবেশ করিয়াছিল; আসামী গরু তাড়াইয়া দিয়া তাহার পর দুইটী ইঁট ছুড়িয়া গরুর একটি পা ভাঙ্গিয়া দিল; এস্থলে আসামী এই ধারামতে দোষী—১২ নাগপুর ল রিঃ ১৮৮।

কোন খালের এক পাড়ের খানিকটা স্থান কাটিয়া দিলে এই ধারামতে অপকার করা হয়—৩৪ এলাঃ ২১০। যে শস্য পক্ক অর্থাৎ কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা কাটিয়া দিয়া গেলে অপকার করা হয় না—১৮ উঃ রিঃ ১০। একটী নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ায় যদি সেই নদীর খানিকটা স্থানে জল কমিয়া যায় ও সেখানকার মাছগুলি মরিয়া যায়, তবে এই ধারামতে অপরাধ হইবে—২৮ এলাঃ ৩০৪।

আসামী যে সম্পত্তি নিজের সম্পত্তি বলিয়া সরলভাবে দাবী করে, সেই দ্রব্য নষ্ট করিলে সে অপরাধী হইবে না, কারণ এস্থলে সে অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে কার্য্য করে নাই। যে গাছের স্বত্ব লইয়া আসামী ও ফরিয়াদীর মধ্যে বিবাদ চলিতেছে, সেই গাছের ডাল আসামী কাটিলে এই ধারামতে অপরাধ হইবে না, কারণ আসামী নিজের গাছ বলিয়া সরলভাবে দাবী করিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে—২৮ কলিঃ উঃ নোঃ ৭৩৬।

আসামীর অসাবধানতা প্রযুক্ত যদি তাহার গরু ছাড়া পাইয়া ফরিয়াদীর মাঠে গিয়া শস্য নষ্ট করে তাহা হইলে আসামীর অপরাধ হইবে না; আসামী যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার গরুকে ফরিয়াদীর মাঠে ছাড়িয়া দেয়, কিম্বা তাহার গরু ফরিয়াদীর মাঠে যাইতেছে দেখিয়াও তাহাকে ধরিয়া না রাখে তাহা হইলে অপরাধ হইবে—১০ উঃ রিঃ ২৯; ১৪ উঃ রিঃ ৩১; ৭ বোম্বাই ১২৬; ২৯ এলাঃ ৫৬৫।

অপকার করিবার দণ্ড। **৪২৬ ধারা**। যে ব্যক্তি অপকার করে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪২৮ ধারা। যদি কেহ দশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন জন্তুকে কি জন্তুদিগকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন করিয়া কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করে, তবে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা কি অঙ্গহীন করিয়া অপকার করণ।

*৪৩০ ধারা। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত, কিম্বা মনুষ্যের কি তাহাদের পশুদের আহারের কি পানের নিমিত্ত কিম্বা স্নানাদির নিমিত্ত, কি কোন শিল্পকর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত, যে জল থাকে, সেই জল যাহাতে স্বল্প হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয় এরূপ কার্য্য করিয়া যদি কেহ অপকার করে, তবে তাহার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

কৃষি কার্য্যের জলের ক্ষতি করিয়া কিম্বা জল অন্যায়মতে অন্যদিকে চালাইয়া অপকার করণ।

টীকা। বাঁধ তুলিয়া জল যাতায়াতের পথ বন্ধ করিলে বা বাঁধ কাটিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া দিলে এই ধারার অপরাধ হয়—১ উঃরার ৫০৪ ; ৩৫ কলিঃ ৪৩৭। সরলবিশ্বাসে কার্য্য করিলে অপরাধ হয় না ২৭ মাদ্রাজ ল টাইম্‌স্ ২১৪। প্রজা খাজনা না দেওয়ায় জমীদার প্রজার জমীতে জল যাইবার পথ বন্ধ করিলে অপরাধ হইবে না—১ উইরার ৫০৫ ; ২০ কলিঃ উঃ নোঃ ১২৮। বাঁধ কাটার জন্য যদি জলের সরবরাহ কমিয়া না যায়, তাহা হইলে অপরাধ হয় না—৮ কলিঃ উঃ নোঃ ৩৭০।

৪৪১। যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাহাকে ভয় প্রদর্শন কি অপমান কি বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার ঐ সম্পত্তির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে কিম্বা সেই সীমানায় আইনমতে প্রবেশ করিয়া যদি তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন কি অপমান কি বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা

অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ।

কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, বেআইনীমতে তথায় থাকে, তবে সে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ (criminal trespass) করে ইহা বলা যায়।

টীকা। আসামী যদি ফরিয়াদীর জমীতে স্বয়ং না গিয়া লোকজন পাঠাইয়া সেখানে দেয়াল বা থাম গাঁথিতে বলে, তাহা হইলেও আসামী অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে—৩৯ এলাঃ ১২২।

জমীর একজন অংশীদার যদি অপর অংশীদারের সম্মতি না লইয়া বা তাহার সম্মতির বিরুদ্ধে তাহাতে বাড়ী তৈয়ারী করিতে থাকে, তাহা হইলে অনধিকার প্রবেশ হইবে না—৩৬ এলাঃ ৪৭৪।

কোন অপরাধ করিবার কি কাহাকেও ভয় প্রদর্শনাদি করিবার অভিপ্রায় যদি আসামীর না থাকে, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ হয় না; যথা, একটী হরিণকে গুলি করিয়া তাহা ধরিবার জন্য তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে কোন ব্যক্তির জমীতে প্রবেশ করিলে এই ধারার অপরাধ হইবে না—৪ কলিঃ ৮৩৭।

আসামী যদি নিজেকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিবেশীর জমীতে প্রবেশ করে, তবে তাহার অপরাধ হইবে না, কারণ তাহার কোন অপরাধ বা বিরক্তিকর কার্য্য করিবার অভিপ্রায় ছিল না—৪১ কলিঃ ৬৬২। আসামীর কার্য্য এবং ঘটনাবলী হইতে তাহার অভিপ্রায় প্রমাণিত হইতে পারিবে; যথা, কোন অপরিচিত ব্যক্তি যদি রাত্রিকালে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীর কোন স্ত্রীলোকের শয়নগৃহে প্রবেশ করে, তবে ইহা অনুমান করা হইবে যে সে ঐ স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিবার জন্যই প্রবেশ করিয়াছে; অতএব সে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে ইহা গণ্য হইবে—১৬ কলিঃ ৬৫৭; ২২ কলিঃ ৩৯১।

কোন ব্যক্তিকে আইনমতে কোন কৃষিক্ষেত্র হইতে উচ্ছেদ করা গেলে পর সে পুনরায় ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে এই ধারামতে অপরাধী হইবে—টীকা রাম, ১৯০২ এলাঃ উঃ নোঃ ৬।

আসামী যে সম্পত্তি নিজের বলিয়া সরলভাবে দাবী করে তাহাতে সে প্রবেশ করিলে এই ধারামতে অপরাধী হইবে না—৭ কলিঃ ল জাঃ ২৩৮; রিয়াজুদ্দি, ১৮ কলিঃ উঃ নোঃ ১২৪৫; অক্ষয় বঃ রামেশ্বর, ৪৩ কলিঃ ১১৪৩।

পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

৪৪২, ধারা। যে বাটী, কি তাম্বু, কি নৌকাদি মনুষ্যের নিবাসের জন্য, কি ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত, কিম্বা কোন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ব্যবহার হয়, তাহাতে যদি কেহ প্রবেশ করিয়া, কি থাকিয়া, অনধিকার-প্রবেশের অপরাধ করে, তবে সে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের (house-trespass) অপরাধ করে বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, তাহার শরীরের কোন অঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়।

টীকা। কোন উঠানের চারিপার্শ্বে প্রাচীর দেওয়া থাকিলেও তাহাকে বাটী বলা যাইবে না, সুতরাং তথায় অনধিকার প্রবেশ করিলে এই ধারামতে অপরাধ হইবে না, পূর্ব্ব ধারার অপরাধ হইবে—১ উইয়ার ৫২৩। এই ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে যদি কেহ কোন গৃহের মধ্যে হাত কি পা কি মুখ বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলেই সে ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশের দণ্ড।

৪৪৭ ধারা। যদি কেহ অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের দণ্ড।

৪৪৮ ধারা। যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৫০৪ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা সাধারণের শান্তিভঙ্গ কি অন্য কোন প্রকারের অপরাধ করাইবার অভিপ্রায়ে, কি তাহার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই ব্যক্তিকে অপমান করে, ও তদ্দারা তাহার রাগ জন্মায়, তবে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

শান্তিভঙ্গ উৎপাদন করাইবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিবার কথা।

টীকা। গালাগালি ও অপমানজনক কথা বলিলে এই ধারার অপরাধ হয় গিরিশ বঃ জটাধারী, ২৬ কলিঃ ৬৫৩। কোন ব্যক্তিকে শূয়ার বা বেইমান বা বদমাইস বলিলে বা মুখখিস্তি করিয়া গালি দিলে এই ধারার অপরাধ হয়—৫ বোম্বাই ল রিঃ ৫৯৭ ৪ লাহোর ল জাঃ ৪৮১ ; ১১ কলিঃ ল জাঃ ১১৩।

*৫০৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধভাবে ভয় প্রদর্শন করে, তবে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে। আর, যদি প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাত করিবার কিম্বা অগ্নির দ্বারা কোন সম্পত্তি নষ্ট করিবার, কিম্বা প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিবার কিম্বা কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অসতীত্বের দোষারোপ করিবার, ভয় দেখান হয়, তবে সেই ব্যক্তির সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অপরাধভাবে ভয় প্রদর্শনের দণ্ড ; যদি প্রাণনাশ, কি গুরুতর আঘাত প্রভৃতি করিবার ভয় দেখান যায় তাহার কথা।

*৫০৯ ধারা। যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার অপমান করিবার অভিপ্রায়ে, সেই স্ত্রীলোকের শ্রুতিগোচরে কোন কথা বলে কি কোন শব্দ করে, কিম্বা ঐ স্ত্রীলোকের দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গী করে কি কোন বস্তু দেখায়, কিম্বা

স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার অপমান করিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলা কি অঙ্গভঙ্গী করা কি কোন কার্য্য করা।

স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থানে প্রবেশ করে, তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

টীকা। কোন স্ত্রীলোককে লজ্জা দিবার অভিপ্রায়ে, তাহার সম্মুখে অশ্লীল কথা বলা, পুরুষাঙ্গ প্রদর্শন করা, কি কোন অশ্লীল চিত্র দেখান, প্রভৃতি কার্য্য এই ধারার অন্তর্গত। আসামী এক স্ত্রীলোককে অশ্লীল কথা লিখিয়া ডাকে পত্র পাঠাইয়াছিল; স্থির হইল যে সে এই ধারামতে অপরাধী—তারক, ২৮ বোম্বাই ল রিঃ ৯৯। দ্বিপ্রহর রাত্রে কোন বাটীতে গিয়া তথায় স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করিলে এই ধারার সহিত ৪৫৬ ধারার অপরাধ হইবে—প্রেমানন্দ বঃ বৃন্দাবন, ২২ কলিঃ ৯৯৪।

মাতাল হইয়া প্রকাশ্যস্থানে অনুচিত আচরণ।

৫১০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি মাতাল হইয়া সাধারণ লোকদের গমনাগমনের কোন স্থানে যায়, কিম্বা যে স্থানে গেলে অনধিকার প্রবেশ করা হয় এমন স্থানে যায়, এবং তথায় লোকদের বিরক্তিজনক কর্ম্ম করে, তবে তাহার চব্বিশ ঘণ্টার অনধিক বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড, কিম্বা দশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

তামাদি আইন।

[ইউনিয়ন কোর্টে যে সকল মোকদ্দমা হইতে পারে তাহার বিবরণ, এবং তামাদির মিয়াদ, তামাদি আইনের ১ম তফশীল হইতে নিম্নে লিখিত হইল]

মোকদ্দমার বিবরণ।	তামাদির মিয়াদ।
৭। গৃহস্থালীর চাকর, কারিগর এবং মজুর কর্ত্তৃক মাহিনার জন্য নালিস।	মাহিনা প্রাপ্য হওয়ার তারিখ হইতে ১ বৎসর।
৮। হোটেল রক্ষক কর্ত্তৃক খাদ্য-সামগ্রীর মূল্যের জন্য নালিস।	খাদ্য সামগ্রী দেওয়ায় তারিখ হইতে ১ বৎসর
২৮। বেআইনীরূপে ক্রোক করার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস।	ক্রোকের তারিখ হইতে এক বৎসর।
২৯। পরোয়ানার বলে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়রূপে ক্রোক করার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস।	ক্রোকের তারিখ হইতে এক বৎসর।
৩০। মাল হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য বাহকের বিরুদ্ধে (যথা রেলওয়ে কোম্পানী বা ষ্টীমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে) ক্ষতিপূরণের নালিস।	যে সময়ে মাল হারাইয়া যায় বা নষ্ট করা হয় সেই সময় হইতে এক বৎসর।
৩১। মাল ডিলিভারী না দেওয়ার জন্য বা বিলম্বে ডিলিভারী দেওয়ার	যে সময়ে মাল ডিলিভারী দেওয়া উচিত ছিল তখন হইতে ১বৎসর।

মোকদ্দমার বিবরণ।	তামাদির মিয়াদ।
জন্য বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিস।	
৪৮। বিবাদী বাদীর কোন নির্দ্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি হারাইয়া দিলে বা চুরি করিলে বা আত্মসাৎ করিলে বা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে তাহা পাইবার জন্য নালিস, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট অস্থাবর দ্রব্য অন্যায়রূপে লওয়া বা আটকাইয়া রাখার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস।	ঐ দ্রব্য কোন্ ব্যক্তির নিকটে আছে তাহা দ্রব্যের মালিক যে তারিখে জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৫০। জন্তু (ঘোড়া, গরু ইত্যাদি) বা গাড়ি বা নৌকার ভাড়ার টাকার জন্য নালিস।	ভাড়ার টাকা যে তারিখে প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৫১। দ্রব্যের মূল্যের জন্য নালিস (যথা, মুদী কর্ত্তৃক চাল ডালের মূল্যের জন্য নালিস)।	যে তারিখে দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৫৬। কোন কার্য্যের মূল্যের জন্য নালিস (যথা, রাজমিস্ত্রী কর্ত্তৃক বা স্বর্ণকার কর্ত্তৃক নালিস)।	কার্য্য সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৫৭। কর্জ্জ দেওয়া টাকার জন্য নালিস।	যে তারিখে ধার দেওয়া হইয়াছে তখন হইতে ৩ বৎসর।
৫৯। চাহিবামাত্র টাকা পরিশোধ করা হইবে এই সর্ত্তে ধার দেওয়া টাকার জন্য নালিস।	

মোকদ্দমার বিবরণ।	তামাদির মিয়াদ।
৬০ চাহিবামাত্র টাকা পাওয়া যাইবে এই সর্ত্তে আমানত রাখা টাকার জন্য নালিস; ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকার জন্য নালিস।	যে তারিখে টাকা চাওয়া ** সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৬১ যে টাকা বিবাদীর দেওয়া উচিত ছিল তাহা বাদী দিলে, সেই টাকা বিবাদীর নিকট হইতে পাইবার জন্য বাদী কর্ত্তৃক নালিস (যথা, কনট্রিবিউসন বা ভর্ত্তব্যের নালিস)।	বাদী যে তারিখে টাকা দিয়াছেন সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৬২। বাদীর প্রাপ্য টাকা বিবাদী লইলে তাহা বিবাদীর নিকট হইতে আদায়ের জন্য নালিস।	বিবাদী যে তারিখে টাকা লইয়াছেন সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৬৬। তমস্থক মূলে নালিস (ওয়াদা থাকিলে)।	ওয়াদার তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৬৭। ঐ (ওয়াদা না থাকিলে)।	তমস্থক সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৭৩। হ্যাণ্ডনোট মূলে নালিস।	হ্যাণ্ডনোটের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৭৪। কিস্তীবন্দী হ্যাণ্ডনোট বা তমস্থকমূলে নালিস।	প্রতি কিস্তির তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৭৫। কিস্তীবন্দী তমস্থকমূলে নালিস, যদি এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে এককিস্তী খেলাপ হইলে সমস্ত টাকা এককালে দিতে হইবে।	কিস্তী খেলাপের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।

মোকদ্দমার বিবরণ।	তামাদির মিয়াদ।
৮১। খাতকের বিরুদ্ধে জামিনদার কর্ত্তৃক নালিস।	জামিনদার যে তারিখে মহাজনকে টাকা দেন সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৮৩। ক্ষতিপূরণ দিবার চুক্তি থাকিলে তন্মূলে নালিস।	যে তারিখে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হন সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
৮৯। মনিব কর্ত্তৃক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে হিসাবের জন্য এবং হিসাবমূলে প্রাপ্য টাকার জন্য নালিস।	যে তারিখে হিসাব চাওয়া হয়, সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
১০৩। মাজ্জল দেনমোহরের টাকার জন্য নালিস।	দেনমোহরের টাকা চাহিবার তারিখ হইতে ৩ বৎসর; যদি না চাওয়া হইয়া থাকে, তবে বিবাহ ভঙ্গের বা কোন পক্ষের মৃত্যুর তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
১০৪। মওয়াজ্জল দেনমোহরের জন্য নালিস।	কোন পক্ষের মৃত্যুর বা বিবাহ-ভঙ্গের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
১১৫। চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস।	চুক্তিভঙ্গের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।
১১৬। রেজিষ্টারী করা চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস; রেজিষ্টারী তমস্সুক মূলে নালিস।	৬ বৎসর।
১৪৫। বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধারের জন্য নালিস।	বন্ধকের তারিখ হইতে ৩০ বৎসর।